বিজড়িত

বিজড়িত

সমরেশ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬৫

মীনা ও বরুণ চৌধুরী-কে

প্রীতির সহিত

●

ঘুম ভেঙে, নিজেকে নিজের ঘরে আবিষ্কার করতে, নবনীতর একটু সময় লাগলো। লাগার কথা। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে একটু বিভ্রান্ত বোধ করলো। করারই কথা। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যই। তারপরে সে সোফার ওপরে, সংকুচিত শয়ান-অবস্থা থেকে উঠে বসলো। পায়জামা ঢাকা পা দুটো সামনের দিকে প্রসারিত করে দিল ঋজু ভাবে, হাঁটুর গ্রন্থিতে শব্দ হলো মট্ মট্ করে। দু'হাত বিস্তৃত করে দিল সামনের দিকে, তারপরে দু' পাশে। গায়ে জড়ানো বেড কভারটা গড়িয়ে পড়লো কোলের ওপর। সেটাকে কোলের ওপর থেকে তুলে, সোফার এক পাশে সরিয়ে রাখলো। উঠে দাঁড়ালো, কান আর কপাল ঢেকে পড়া চুল দু' হাত দিয়ে পিছন দিকে টেনে টেনে, মোটামুটি একটু সযুত করে নিল। গায়ে সার্টটা তুলে দু' চোখ মুছলো। তাকালো ঘরের চারদিকে। একটা কাচের জানালায় পর্দা ঢাকা ছিল না, কাচের পাল্লা বন্ধ, ভোরের আলো সেই জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে কিছুটা আলোকিত করেছে। ঘুমটা ভেঙেছে ঠিক সময়েই, যেমন ভেঙে থাকে, জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখেই, নবনীত সেটা অনুমান করে নিতে পারছে। ঘড়ি না দেখেও, সে তার দীর্ঘকালের অভ্যাসের দ্বারা অনুভব করতে পারছে, এখন ভোর ছ'টার বেশী বাজেনি। এ সময়ে, রোজই, আপনা থেকে তার ঘুম ভেঙে যায়, আজও তা-ই ভেঙেছে, নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তথাপি যে-ব্যতিক্রমের জন্য, নিজেকে নিজের ঘরে আবিষ্কার করতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো, তার কারণ, এটা তার শোবার ঘর না, বাইরের ঘর, যেখানে কোনো কারণেই তাকে কখনো, নিজের শয্যা ছেড়ে, সোফায় সারা রাত অষ্টাবক্র হয়ে শুতে হয়নি। সে তার শোবার ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকালো। পর্দা ঢাকা, কিন্তু স্থির নিশ্চল পর্দার নিচে সামান্য আলোর রেখা দেখেই বোঝা যায়, শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। নবনীতর ভুরু কুঁচকে ওঠে, এক পলকের জন্য, আবার তা সহজ হয়, একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ে। যেন বিমর্ষ বোধ করে। বিমর্ষতার সঙ্গে কিছুটা চিন্তামগ্নতা যুক্ত হয়। গতকাল রাত্রের ঘটনা মনে আসছে, আর তা মন থেকে সরাবার জন্যই যেন সে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সংযত করে, শ্বাসনালীর মধ্যে তাকে সংযত করে নিল। দু' হাত শক্ত ভাবে বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, পায়ের গোড়ালিদ্বয় উঁচু করে, দু' হাত প্রসারিত করে দিল দু' দিকে। এরকম কয়েকবার করার পর নিশ্বাস বন্ধ করে মাথার উপর দু' হাত তুলে পিছনে হেলে পড়ে, শরীরকে অর্ধবৃত্তাকার করলো, সামনের দিকে নুয়ে পড়ে দু' হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করলো। আরো দু-তিন রকম ছোটখাটো আসন করার পরে মিনিট খানেক

দাঁড়িয়ে নিশ্বাসকে সহজ করে নিল, তারপর শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে, পর্দা সরিয়ে ভিতরে দেখলো।

খাটের বিছানার ওপর, ক্রীম রঙের লাল সুতোয় মোড়া কম্বলের অর্ধেকটাই নিচে ঝুলে পড়েছে। পুষ্ট আর সুঠাম ফরসা একটা পায়ের অনেকখানিই বেরিয়ে রয়েছে প্রায় হাঁটুর কাছ থেকে। ওটা ডান পা। সুদীপা উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। বাঁ পায়ের ও গোড়ালির একটু ওপর থেকে, কম্বলের বাইরে। আসলে কম্বলটা যে-ভাবে লম্বালম্বি গায়ে থাকা উচিত ছিল, তা মোটেই নেই, অনেকটাই এখন আড় হয়ে, শরীরের ওপর থেকে সরে, নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। কাঁধ, পিঠের কিছুটা অংশ, আর বালিশ আঁকড়ে ধরা ডান হাতের পুরোটাই খোলা। বাঁ হাতটা কম্বলে ঢাকা, এবং বাকী শরীরের অংশও। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, অবস্থাটা এরকম হয়েছে ঘুমন্ত হাত-পা ছোঁড়ার জন্যই। এটাই বোধহয় মেয়েটির স্বভাব, ঘুমন্ত এক একজনের যেরকম থাকে। মাথার চুলে কোনোরকম বিনুনি করা বা খোঁপা বাঁধা নেই, সেরকম দীর্ঘ চুলও না, প্রায় ঘাড় অবধি ছাঁটা, তেলহীন কিন্তু ঠিক যত্নহীন বলা যায় না। বালিশের ওপর পাশ ফিরে শোয়া মুখের ওপর আর বালিশের ওপর চুল ছড়ানো। ছড়ানো চুলে পাশ ফেরানো মুখের অনেকখানিই ঢাকা। নাক আর চোয়ালের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে। খাড়া নাক, সুগঠিত চোয়ালের অংশ কিঞ্চিৎ চওড়া। খোলা কাঁধে বক্ষবন্ধনীর সরু ফিতা আলগা করা। চুল ওপর দিকে গালে মুখে বালিশে ছড়িয়ে গিয়ে গ্রীবার অনেকখানি দেখা যায়। মেয়েটি কি চুলগুলো টেনেছিল নাকি? এরকম টানার দরকার হয় গরমের সময়ে, ঘাড়ে একটু বাতাস লাগাবার জন্য। এখন তো শীত। অবিশ্যি বলা যায় না সুদীপা গত রাত্রে খুব সুস্থ ছিল না। ওর অবস্থা নিজের আয়ত্তে ছিল বলে মনে হয়নি ; বেশ বেসামাল ছিল। পুরোপুরি আত্মভ্রান্তি ঘটেনি, নবনীত তা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু সুদীপার অবস্থা যে কতোটা বেসামাল হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য চিত্রগুলো থেকে। যেমন ওর শাড়ি— অভাবনীয় বলতে হয় খাটের যেখানে কম্বলটা মেঝেয় নেমে এসেছে, সেখান থেকে বাথরুমের দরজার কাছাকাছি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে। সাপের সঙ্গে তুলনা চলে না সেরকম সর্পিলভাবে তা পড়ে নেই বরং বলা যায়, শাড়িটা যেন অগোছালো করে শুকোবার জন্য পেতে দেওয়া হয়েছে। কমলালেবু রঙের শাড়ি, আর সেই রঙেরই কনুই হাতা জামাটা পড়ে আছে ড্রেসিং টেবলের কাছে। ওর গায়ের উলেন শালটা যে কোথায়, তা নবনীতর এখন চোখে পড়ছে না। কে জানে, সেটাকে দলামোচড়া করে বাথরুমেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কী না। বাইরের ঘরে রেখে থাকলে, তার চোখে পড়তো নিশ্চয়ই। অবিশ্যি, বসবার ঘরের অন্য দিকে, খাবার ঘরের ডাইনিং টেবলে রেখে থাকলে আলাদা কথা। কিন্তু সুদীপা ডাইনিং টেবলের দিকে মোটে যায়নি। তারপরে একটা সম্ভাবনাই থাকে। হয়তো নবনীতর ঝরঝরে হিলম্যানের কোনো

খোঁচাখাঁচায় আটকে গিয়ে, শালটা গাড়ির মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। তা হয়ে থাকলে, খুবেই দুঃখের কথা। শাড়ি জামার সঙ্গে, প্রায় অনেকটা রঙ মেলানো, সোনালী রেশম সুতোর কাজ করা শালটির দাম যা-ই হোক, দেখতে চমৎকার। সুদীপাকে মানিয়েছিলও খুব সুন্দর, অবিশ্যি যতক্ষণ সেটা গায়ে রেখেছিল। তারপরে, কোন এক সময় থেকে ওর শীতবোধ আর ছিল না, থাকবার কথাও না, একটা সোফার ওপরে ফেলে রেখেছিল। চলে আসবার সময় শালটা সুদীপার গায়ে একজন জড়িয়ে দিয়েছিলেন—একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি একটু আদর করেই শালটি জড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত আর একটু বেশি আদর করতে চেয়েছিলেন, সুদীপা বিশিষ্ট ব্যক্তি ভদ্রলোকের হাত সরিয়ে দিয়ে, ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'বিহিব্ য়োরসেল্‌ফ স্যার। এর জন্য কোনো তদন্ত কমিটি তৈরি করতে পারবো না আমি, আপনাদের মতো আমার সে ক্ষমতাও নেই। কিন্তু বিশেষ করে আপনার ওপর আমার খুব রাগ আছে জনসাধারণের টাকায় আপনি রোজ একটি করে—যাক গে, আপনাকে আমি কামড়ে দিতে পারি'। বলে. সুদীপা বেশ জোরেই টলে উঠেছিল এবং নিজেকে পতন থেকে বাঁচাতে গিয়ে সেই মাননীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরই গায়ের জামা চেপে ধরেছিল। তিনি হেসেছিলেন, তাঁর ভারি চোখের পাতার দৃষ্টিতে ক্ষমা আর স্নেহ ফুটে উঠেছিল, কিন্তু তাঁর পারিষদবৃন্দ যাঁরা কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের সকলের মুখই থমথমিয়ে উঠেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, নবনীত একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল. একটা দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। অসম্ভব ছিল না, সুদীপা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে পারতো। তা হয়নি। নবনীত ভালোভাবেই লক্ষ করেছিল, সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি রেগে যাননি, গেলেও, তার কোনো চিহ্ন তাঁর মুখে ফোটেনি, যা ফুটেছিল তাঁর পারিষদবর্গের মুখে। সকলের মুখ চোখই যথেষ্ট লাল ছিল, সুদীপারও আর লাল হয়ে ওঠা চোখে মুখে যদি রাগ ঝলকিয়ে ওঠে, বাস্তবিকই, সে সব মুখগুলোকে তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দেখায়, আর কেমন একটা অশুভ চিন্তা জেগে ওঠে। নবনীতর তা-ই উঠেছিল কিন্তু অশুভ কিছু ঘটেনি। সে তখনো জানতো না, সুদীপা তার সঙ্গে আসবে। সে এমনিতেই স্বভাব বশত সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল। এক মিনিটের ঘটনা ইতিমধ্যেই অনেকের চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা কেউ কারোকে কিছু বলে থাকবে। বলেছিল নিশ্চয়ই, কারণ একজন মহিলা বিরক্ত ধমকের সুরে বলে উঠেছিলেন, 'সুদীপা, কী আবোলতাবোল বকছো? এদিকে এসো।'

বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর জামা চেপে ধরা, সুদীপার মুঠির দিকে ভারি চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন 'ও কিছু না, ওকে কিছু বলবেন না, ছেলেমানুষ। খুব ভালো মেয়ে।' সুদীপা নিজের থেকেই তাঁর জামা ছেড়ে দিয়ে কাছেই একটা সোফায় গিয়ে বসে পড়েছিল। তখনই ওকে বেসামাল দেখাচ্ছিল, কিন্তু এতোটা না, এ ঘরের চিত্র দেখে যা মনে হতে পারে। ওর শয়নভঙ্গি লোটানো শাড়ি

জামা—যেটাকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় জামাটাকে ও গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল—অবিশ্যি, কেন ড্রেসিং টেবলের দিকেই, সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। হতে পারে, আয়নায় নিজেকে দেখে, নিজের মুখের ওপরেই হয়তো ছুঁড়ে দিয়েছিল। আলো তো জ্বালানোই ছিল, সারা রাত্রিই জ্বলেছে, নেভাবার কথা বোধহয় ওর মনেই আসেনি, আর বাথরুমের দরজাটাও রয়েছে হাট করে খোলা। আরো চোখে পড়বার মতো চিত্র হচ্ছে, সুদীপার ব্যাগ, যেটা পড়ে রয়েছে, ড্রেসিং টেবলের এক পাশে, মুখের চেনটা পুরো খোলা, মুখের কাছে কী যেন দু একটা দেখা যাচ্ছে।

নবনীতর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল, পরিহাসের হাসি ছাড়া যাকে আর কিছু বলা যায় না। এ ঘরের সমস্ত চিত্রটা দেখলে, বিশেষ করে এখন, এই মুহূর্তে, যখন সে নিজে সোফার শয়ান ছেড়ে এ ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছে, সকলে একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই আসতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের অবকাশই বা কোথায়? নবনীত, নবনীতর মতো কারোর ঘরে গিয়ে, ভোরবেলা এ দৃশ্য দেখলে, সকলের মতো একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই আসতো। সমাজ সংসারকে বাদ দিয়ে, একেবারে নিরপেক্ষ বিচারকের মতো ভাবনা চিন্তা করাই বা যায় কী করে। কিন্তু একেবারে নিরপেক্ষ না হোক, ভবিষ্যতে এরকম দৃশ্য দেখলে, সে আর কখনোই, সকলের সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবে না। আসবার আগে তাকে ভাবতে হবে, কারণ, অভিজ্ঞতা মানুষকে বিবেচক করে, বাস্তব বোধকে সত্যের উদ্দেশে অনুসন্ধানী করে তোলে। এ দৃশ্যের সরল সিদ্ধান্তের ধারে কাছেও সে ছিল না। সুদীপাকে এ ঘরে পৌঁছে দেবার পরে, গতকাল রাত্রে নবনীত আর আসেনি। বেডকভারটা টেনে নিয়ে, বসবার এবং খাবার ঘরের বিপরীতে যে-ঘরটি আছে, তার কাজকর্ম পড়াশোনার জন্য, প্রথমে সে, সে-ঘরেই গিয়েছিল। সে-ঘরের এক পাশে, তক্তপোষের ওপর, তোষক পাতা একটি ছোটখাটো বিছানা আছে, প্রয়োজনে দিনের বেলা শুয়ে বইটই পড়া যায়। সেই বিছানাতেই গিয়ে প্রথমে শুয়েছিল, একটু তন্দ্রার ভাবও এসেছিল, কিন্তু কানের কাছে কয়েকবার মশা ডেকে উঠতেই, তন্দ্রাভাব কেটে গিয়েছিল। তখন নিজের ওপরেই একটু বিরক্ত হয়েছিল, মনে পড়েছিল, অনেকদিন ও-ঘরে মশা মারার কোনো কিছু ছড়ানো হয়নি। বাধ্য হয়ে তাকে উঠে পড়তে হয়েছিল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, বসবার ঘরের সোফায়, বেডকভার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তখন তাকিয়েও দেখেনি, শোবার ঘরে আলো জ্বলছে কী না। খেয়াল না থাকবার কোনো কারণ ছিল না, তার শোবার ঘরে একটি তরুণী রয়েছে, তার চোখ মুখ সেইরকম লাল ছিল না। চোখ মুখ লাল করতে সে মোটেই ভালোবাসে না, ইচ্ছা হয় না। খেয়াল ছিল সুদীপা শোবার ঘরে আছে, অনুমান করে নিয়েছিল, ও নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে, নতুন করে কোনো কৌতূহল জাগে নি। সে তখন ঘুমোতে চাইছিল, শোফায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল।

নবনীতর ঠোঁটের হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে, দৃষ্টি করুণ হলো। সে ঘরের মধ্যে ঢুকে, আগে খাটের কাছে গিয়ে, সুদীপার দিকে ঝুঁকে দেখলো। অঘোরে ঘুমোচ্ছে, অচৈতন্য বলা যায়। শীতটা কিছু কম নেই। সে আস্তে আস্তে কম্বলটা তুলে, সুদীপার সারা গায়ে ঢাকা দিতে গিয়ে দেখলো ওর সেই সুন্দর শালটা, কম্বলের নিচে থেকে উঁকি দিচ্ছে। আশ্চর্য, এটা বিছানায় এলো কেমন করে? ও কি কম্বল আর শাল দুটোই জড়িয়ে নিয়ে শুয়েছিল নাকি? যাই হোক সে-ভাবনা ভেবে এখন কোনো লাভ নেই। দলিত শালটা এখন টেনে বের করে নেবারও কোনো দরকার নেই। সে কেবল পা সুদ্ধ, ঘাড় অবধি কম্বল জড়িয়ে দিল। অঘোরে নিদ্রিতা সুদীপা একটু নড়লো না, টেরও পেলো না। নবনীত সরে গিয়ে, মেঝে থেকে শাড়িটা তুলে, ঝেড়ে, ভাঁজ করে, ড্রেসিং টেবলের ওপরেই রাখলো। জামাটাও রাখলো ভাঁজ করে, তার ওপরে। ব্যাগটা তুলে, চেন টেনে বন্ধ করে, শাড়ি আর জামার ওপরেই রাখলো। দেখে মনে হয়, যেন নবনীত এ-রকম গুছিয়ে কাজ করতে বেশ অভ্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে তাকে এ-ধরনের কোনো কাজ করতে হয় না, অতএব, অভ্যস্ততার কোনো প্রশ্নই নেই, আসলে ঘরের সমস্ত দৃশ্যটা তার কাছে অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল, আর সেই অস্বস্তির কারণটা কোনো নৈতিক চিন্তার বিষয়ও নয় তার কাছে। কেউ এসে পড়লে, এবং ঘরের গোটা চেহারার সঙ্গে সুদীপাকে তার নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখলে, কে কী ভাববে, (সাধারণভাবে কী ভাবতে পারে, সেটা সে আগেই নিজের মনে ব্যাখ্যা করে নিয়েছে) তাতে তার কিছু যায় আসে না। ছইছত্রাকার অগোছালো কোনো কিছু তার পছন্দ না। তার জন্য প্রয়োজন হলে সে. ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে নিজের হাতে ঘর মুছতেও রাজী আছে। একদিক থেকে তাকে অভ্যস্ত বলা যায়। নিজের সব কিছুই সে গোছগাছ করে রাখতে পছন্দ করে। ঠিক জিনিসটি ঠিক জায়গায় রেখে সে নিজেই লাভবান হয়, সুবিধা বোধ করে, কারণ, প্রয়োজনের সময় ঠিক জিনিসটি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়।

সম্ভবত, ঠিক পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায়, এক সঙ্গে অনেকের মধ্যে বাস, সে-রকম জীবনযাপন করে না বলেই, নিজের হাতে গোছগাছ করার একটা প্রবণতা তার আছে। অবিশ্যি, সকলেরই তা থাকে না। নবনীতর মতো একলা বাস করে, একা একটা বাড়িতে থাকে, অথচ যে-দিকে তাকানো যায়, সবখানেই বিশৃঙ্খলা, বইপত্র থেকে নানান জিনিস ছড়ানো ছিটানো, আসনে বসনে মেঝেয় গালিচায় সর্বত্র ধুলো ছড়ানো, এ-রকমও অনেক দেখা যায়। নবনীত তা আদপেই পছন্দ করে না। সেই ধরনের অন্যমনস্ক খামখেয়ালীপনা তার মোটেই নেই, এবং ও-সবের মধ্যে সে কোনো মহত্ত্ব বা সৌন্দর্যও খুঁজে পায় না, বলা যায়, বিরক্তি বোধ করে। কাঁচা মাটির উঠোন বা দাওয়া তার কাছে মোটেই অশোভনীয় মনে হয় না যদি তা প্রতিদিনের লেপা মোছায় ঝকঝকে তকতকে থাকে। তার কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই,

জীবনযাপনের কোনো কিছুর মধ্যেই ভালো বা মন্দের বাড়াবাড়িকে সে প্রশ্রয় দেয় না, ভালও বাসে না। একা মানুষ হিসাবে, সে নিজে অনেকখানি বিস্তৃতির মধ্যে থাকে, কিন্তু সেই বিস্তৃত সীমানার মধ্যে অগোছালো বিশৃঙ্খলা তার খুবই অপছন্দ।

কিন্তু এক্ষেত্রে সে যে-ভাবে, একটি প্রায়-নগ্ন বিশৃঙ্খল অবস্থায় শোয়া মেয়েকে কম্বল ঢাকা দিয়ে দিল, মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া শাড়ি, আয়নার কাছে গুটিয়ে পড়ে থাকা জামা, এক পাশে পড়ে থাকা মুখ খোলা ব্যাগ পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখলো, মনে হয়, যেন গৃহের দাসীর অধিক, গৃহিণীর তুল্য নিপুণ তার কাজ। স্ব-গৃহে সে আর যা-ই গোছগাছ করে রাখুক, শাড়ি ব্লাউজ ভ্যানিটি ব্যাগ এমনভাবে তাকে গুছিয়ে রাখতে হয় না, এবং কোনো নিদ্রিত অগোছালো মেয়েকেও, শীতের হাত থেকে আরাম দেবার অভিপ্রায়ে, সযত্নে কম্বল ঢেকে দিতে হয় না। অথচ, সে যা করলো, সবই যেন একটা নিয়মের অনুবর্তী হয়ে, পর পর করে গেল, তারপরে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে, সুদীপাকে, এবং সমস্ত ঘরটার চারদিকেই একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এখন আর তেমন কোনো অস্বস্তির চিহ্ন নেই তার মুখে। সে আর একবার সুদীপার দিকে দেখলো, আর গত রাত্রের নিজেরই একটা কথা মনে পড়ে গেল, যা সে সুদীপাকে বলেছিল, 'সময়মতো বিয়ে হলে তোমার মতো একটি মেয়ে বোধ হয় আমার থাকতে পারতো।' সুদীপা অবিশ্যি চুপ করে থাকবার মতো মেয়ে নয়, বলেছিল, 'এমন কি একটি দৌহিত্রীও থাকতে পারতো অনায়াসে, যদি কিশোর বয়সেই আপনি কন্যার পিতা হতেন। কিশোর বয়সে পিতা হওয়া, খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার কিছু না, যদিও বইপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, কিশোর বয়সে পিতা হওয়া নাকি মোটেই সুস্থতার লক্ষণ না। এসব বুজরুগি হয়তো, একদা শীতের দেশের শাসকেরা প্রচার করেছিল, আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বয়সের কথাটা এতো মনে রাখছেন কেন? আপনি আমাকে কন্যা ভাবতে পারেন, আমি আপনাকে মোটেই পিতা ভাবছি না। আমি আপনাকে একটি পুরুষই ভাবছি, অবিশ্যি সেই দেখার মধ্যে মাত্রা ভেদ আছে। সব পুরুষকে তো আর এক চোখে দেখতে পারি না।'...

নবনীতর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সুদীপা, পুরুষ হিসাবে তাকে কী চোখে দেখে, সেটা আর তখন জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হয়নি। প্রবৃত্তি না বলে, ভরসা পায়নি বলাই বোধহয় সংগত হবে। নবনীত ড্রেসিং টেবলের কাছ থেকে সরে, বাথরুমে ঢুকলো। বাথরুমেও আলো জ্বলছে। প্রথমেই সে কমোডের ফ্লাশ টেনে দিল। বেসিনের ট্যাপ খুলে, মুখে জল কুলকুচো করে, ব্রাশে পেস্ট ঢেলে নিয়ে, দরজার কাছে সরে এসে, আগে সুইচ অফ্ করে বাতি নেভালো। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে, এ ঘরের আলোও নিভিয়ে দিল। ঘরটায় নেমে এলো যেন রাতের অন্ধকার। নবনীত বসবার ঘর থেকে, খাবার ঘরের পাশে, রান্নাঘরে গিয়ে, গ্যাস পাইপের মুখ খুলে,

পাশে রাখা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, উনোনের মুখে স্পর্শ করলো। সামান্য একটু শিখা দেখা দিয়েই নিভে গেল। নবনীত বিরক্ত মুখে কাঠিটা নিভিয়ে কাছেই রাখা একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ফেলে দিল, যে বাটিটাতে আরো অনেক পোড়া কাঠি এবং ছোটখাটো পরিত্যক্ত বস্তু রয়েছে। বিরক্ত স্বরে বললো, 'রেগুলার এক ব্যাপার, কিন্তু কোনো অ্যাডভান্স নোটিস নেই।'

সে গ্যাসের মুখ বন্ধ করলো। টেবলের একটু দূরেই ইলেকট্রিক হিটার রয়েছে। প্রথমে তার প্লাগটা পরালো। সুইচ্ অন্ করার আগে, এক সেকেন্ড থামলো। ছোট মিটসেফের ভিতর থেকে কেত্‌লি বের করে, কাপ নিয়ে, পাশে রাখা কুঁজো থেকে মেপে জল ঢালতে গিয়ে, আবার কয়েক সেকেন্ড থামলো, এবং তার কানে বাজলো, 'না না, আমি কখন ঘুম থেকে উঠবো তা বলতে পারি না, আর ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে চা দেবার কোনো দরকার নেই।' সুদীপা গতকাল রাত্রে এ কথা বলেছিল, নবনীতর জিজ্ঞাসার জবাবে, কারণ নবনীত, আগে থেকেই জেনে রাখতে চেয়েছিল, সুদীপার অভ্যাসটা কী। সে দেড় কাপ জল কেতলিতে ঢেলে, হিটারে বসিয়ে দিয়ে, সুইচ্ অন্ করলো। এতক্ষণ দাঁতের ব্রাশ তার গালের মধ্যেই গোঁজা ছিল। এবার সে দাঁতে ব্রাশ চালাতে আরম্ভ করলো। নিচু হয়ে দেখলো, হিটারের কয়েল লাল হচ্ছে কী না। হচ্ছে, দেখে সে বাইরের ঘরে ফিরে এসে, বাইরের দরজা খুললো। সামনেই বারান্দা। বারান্দার ধারে ধারে, টবে বিবিধ জাতের ক্যাকটাস, গোড়ায় পাথর ছড়ানো। ওপর দিকে ঝোলানো, কয়েক রকমের অর্কিড। নবনীত সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, সামনের বাগানের দিকে তাকালো। কেবল জুঁইয়ের কেয়ারি করা ঝাড় না, গোলাপ গাছ তো আছেই, আপাতত ফুলহীন, বেলফুলের গাছ, পাঁচিলের দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি। উঁচু গেটের দু পাশে বগনভলিয়া। কিন্তু ফুল ছাড়াও, এ-রকম বাগানের যেটা আশ্চর্যের, তা হলো, কয়েকটি বড় বড় কলাগাছ এক পাশে, সারি সারি ফুলকপি আর বাঁধাকপি, যেগুলোর স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য বেশ চোখে পড়ার মতো। তার আশেপাশে কয়েকটি টমাটো গাছ বেশ ঝাড়ালো, এবং ঝাড়ের মধ্যে, সবুজের গায়ে রঙ ধরা টমাটো চোখে পড়ে। বড় গাছ কিছুই নেই, আম কাঁটাল বা আহার্য ফলহীন কোনো গাছ। গেটের সামনে দিয়েই, শুরকি আর ইঁট বাঁধানো রাস্তা ডান দিকে বেঁকে, গ্যারেজের দিকে গিয়েছে। সরু লাল পথটা বারান্দার সিঁড়ির নিচে এসে ঠেকেছে। বাগানে ইতিমধ্যেই কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়েছে রক্তিম রোদ। শিশিরবিন্দু চিক্‌চিক করছে, সমস্ত গাছের পাতায় পাতায়।

নবনীত দাঁত মাজতে মাজতে, বারান্দা থেকে নেমে গেল। গেটের পাশে, যেটাকে দরোয়ানের বসবার জায়গা বলা যায়, মাথা ঢাকা, তিন দিকে দেওয়াল ঘেরা একটা খুপরি, তার ভিতরে দেওয়ালে ঝোলানো একটা চাবি নিয়ে, নবনীত গেটের শেকলে জড়ানো তালাটা খুললো, এবং ফিরে গিয়ে আবার

যথাস্থানে তালাসহ চাবিটা ঝুলিয়ে রাখলো। সেখান থেকে ফিরে দাঁড়াতেই খাকি হাফ প্যান্ট পরা, গায়ে হাফ সার্টের ওপরে হাতকাটা একটি সামান্য ময়লা সোয়েটার গায়ে দেওয়া, লম্বা কালো, বছর তিরিশের লোককে, গেট খুলে ঢুকতে দেখলো। লোকটি নবনীতকে দেখে, একটু হেসে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। নবনীত যেন একটু অবাক হলো, হাসলো, বললো, 'আরে, গোপীনাথ, তুমি এসে গেছো? আমি তো এইমাত্র গেটের তালা খুললাম। তুমি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি?'

লোকটি,—যার নাম গোপীনাথ, সে বললো, 'আঁগে, আমি বাইরে থেকেই আওয়াজ পেলাম, আপনি তালা খুলছেন।'

নবনীত জিজ্ঞেস করলো, 'আমার কি দেরি হয়েছে নাকি? না, তুমিই একটু আগে এসে পড়েছ?'

গোপীনাথের স্বর খুব স্পষ্ট না, একটু যেন গোঁঙানো ধরনের। বললো, 'কী জানি, তা হবে আঁগে, আমি হয়তো একটু আগে এসে পড়েছি।'

নবনীত একটু হাসলো। জানে, তার বিলম্বের কথা গোপীনাথ সহজে বলবে না। তবে, সে নিশ্চিত জানে, তার বিলম্ব হয়নি। যেটুকু হয়েছে, তা শোবার ঘরের চেহারাটা একটু বদলাতে। নবনীত বারান্দার দিকে যেতে যেতে, মাঝপথে থেমে, মুখ থেকে ব্রাশ নামিয়ে, গোপীনাথের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'আজ আমার কাজ কোন্ দিকটায়?'

গোপীনাথ গ্যারেজের কাছে, পাঁচিল ঘেঁষে জায়গা দেখিয়ে বললো, 'ওখানে। তবে, আপনার কোনো দরকার ছিল না আঁগে, ওখানে কোদাল চালিয়ে জমিটা আমিই তৈরি করতে পারতাম।'

নবনীত বললো, 'না, তুমি অন্য দিকের কাজ করো। কোদালটা বের করে রাখো, আমি আসছি। তারপরে জমিটা ঠিক মতো তৈরি করে গোছানো তো তোমারই কাজ।' বলে মুখের মধ্যে ব্রাশ পুরে, দাঁত মাজতে মাজতে বারান্দায় উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। দ্রুতপায়ে একবার রান্নাঘরে উঁকি দিল। জানতো, ইলেকট্রিক হিটারের উত্তাপে, জল গরম হতে দেরি হবে। সে ফিরে, শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে, বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করলো। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে, আয়নায় দাঁতগুলো দেখলো। ব্রাশ ধুয়ে, দ্রুত হাতে মুখে সাবান লাগিয়ে ধুয়ে নিল। আয়নার নিচেই ছোট তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে, মুখে ল্যাদার ক্রীম মেখে ব্রাশ চালিয়ে, সেফ্‌টি রেজার তুলে নিল। ব্লেড আলাদা করা থাকে না। আগের দিনের ব্লেডই ধুয়ে শুকিয়ে, সেফ্‌টি রেজারে পরিয়ে রাখে। এটাই ওর অভ্যাস। ব্লেড নিয়ে সাবধানতার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে এমন কোনো শিশু নেই যে ব্লেড নিয়ে বালখিল্যতা করে, রক্তারক্তি করবে।

নবনীত দাড়িও কামালো খুব দ্রুত হাতে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল দু-এক জায়গায় সামান্য রক্তপাত। সেফ্‌টি রেজার আর ব্লেড ধুয়ে মুছে, শুকিয়ে

জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে, মুখটা ভালো করে ধুয়ে নিল। আফটার সেভিং লোশন লাগিয়ে, তোয়ালে দিয়ে আস্তে চেপে চেপে মুছে, আয়নার দিকে ভালো করে তাকালো। এক জায়গায়, ঠোঁটের ওপরেই, এক বিন্দু রক্ত। নবনীত জানে, অচিরেই তা শুকিয়ে যাবে। কপালের কাছে, কানের ওপরে রগের ধারে, কালোর মাঝে রুপোলি রেখাগুলো, অত্যুজ্জ্বল। সারা মাথায় খুঁজলেও, এইরকমই চোখে পড়বে। মুখে কয়েকটি গাঢ় ভাঁজ, কেমন একটা তীক্ষ্ণতা এনে দিয়েছে, যা বয়সের থেকেও, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ, বলে দৃশ্যত মনে হয়। তার গায়ের রঙ ফরসা না, কালোও না, মাঝামাঝি, তুলনায় মুখটা ঈষৎ কালো, কিন্তু উজ্জ্বল। উজ্জ্বল দীপ্তি তার চোখেও, যা রক্তহীন সাদা না, বরং একটু বাদামি রঙেরই ঝলক, এবং ছোট না। নাক উঁচু, একটু মোটা। লালিত্যহীন বলা যায় না, তথাপি তার মুখ মোটেই কোমল নবনীত ভাবের না। চোখে, ঠোঁটে, চিবুকে একটা তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়, যা সে হাসলে একেবারে ঢাকা পড়ে যায়। পুরুষ হিসাবে সে খাটো না, কিছুটা পেশল, এবং নাতিদীর্ঘ।

নবনীত আয়নার কাছ থেকে সরে, বাথরুমের দরজা খুলে, আগে দেখলো খাটের বিছানায় সুদীপার দিকে। সুদীপা এখন অন্যদিকে পাশ ফিরেছে, এবং কম্বলটা জড়িয়ে একেবারে গুটিশুটি হয়ে শুয়েছে। মনে হয়, সে মুখটাও চাপা দিয়েছে, কারণ ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না, চুলের কিছু অংশ, কম্বল ঢাকার বাইরে। দেখে মনে হয়, শীত আর ঘুম, আরো নিবিড় করে ওকে চেপে ধরেছে।

নবনীত কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই, ভুরু কুঁচকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। কেতলিতে ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে, সরু মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সে আগেই হিটারের সুইচ অফ্ করলো। টেবলের ওপরে রাখা, ন্যাপকিন নিয়ে, কেতলির ঢাকনা খুলে দেখলো, চায়ের জল কতোটা শুকিয়েছে। দেখা গেল, এক কাপের মতো আছে। টিপট নিল না, মিটসেফ খুলে, চায়ের টিন থেকে এক চামচ চা কেতলিতে ঢেলে দিল। নিজের হাতেই সাজালো কাপ ডিশ। ক্ষুদ্রতম রেফ্রিজারেটর খুলে, জমানো দুধের কৌটো বের করলো। মিটসেফের একটা কৌটো থেকে বের করলো খান কয়েক বিস্কুট, এবং তা চিবোতে আরম্ভ করলো। কিন্তু ভুরু জোড়া সেই থেকে কুঁচকেই আছে, কারণ মনে বিঁধে আছে একটাই জিজ্ঞাসা, 'মেয়েটা ঘুম থেকে উঠবে কখন? রোজ ওঠেই বা কখন? গতকাল যতোটা জেনেছি, তাতে তো মনে হয়েছে, একটা কিছু কাজকর্ম করে। নিশ্চয়ই, সময় আর নিয়মকানুন কিছু মেনে চলতে হয়। আজ অবিশ্যি অন্য কথা, গতকাল রাত্রের কথাটা মনে রাখতেই হবে। যে পরিমাণে ওর চোখমুখ লাল হয়েছিল, এমনকি এক সময়ে চোখের তারা দুটো যে-রকম বন্ধ আর স্থির হয়ে যাচ্ছিল, শরীরকে নিজের শাসনে রাখতে পারছিল না, পা ফেলতে গোলমাল করছিল, তার পক্ষে, আজ সকালটা প্রতিদিনের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা সম্ভব না। কিন্তু

সেই অসম্ভবের সময়টা কতক্ষণ? আমার পক্ষে সেই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সম্ভব? আমাকে তো আমার ঠিক সময় মতোই কাজে বেরিয়ে যেতে হবে। ওকে তো আমি এ-রকম ঘুমন্ত অবস্থায়, একলা বাড়ির মধ্যে ফেলে রেখে যেতে পারি না। তা ছাড়া, আমাকে সব ঘর দরজা বন্ধ করেই বেরোতে হয়।'

ভুরু কুঁচকে, বিস্কুট চিবোতে চিবোতে কেতলির মধ্যে চামচ নেড়ে, কাপে চা ঢালতে ঢালতে, এই অস্বস্তিকর ভাবনাগুলোই ভাবতে লাগলো। চায়ে চিনি মেশাবার দরকার বোধ করে না, জমানো দুধেই যে পরিমাণ মিষ্টি মেশানো থাকে, তাতেই তার চলে যায়। দুধের কৌটোর ফুটো দিয়ে কৌটো টিপে দুধ ঢেলে চামচ নেড়ে কাপ তুলে চুমুক দিল। ভুরু জোড়া একটু সহজ হলো। কাপ রেখে আবার গেল শোবার ঘরে। সুদীপার দিকে তাকালো না জামা কাপড়ের আলমারি খুলে বাইক বের করে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। পায়জামা খুলে, বাইক পরে, আবার পায়জামা গলিয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। শোবার ঘর দিয়ে যাবার সময়, চকিতেই একবার সুদীপার দিকে দেখে নিল। এক রকমই অবস্থা, ঘুম ভাঙবার কোনো লক্ষণ নেই। 'আপনি একটা আস্ত এসটাব্লিশমেন্টের লোক হয়ে গেছেন দেখছি।' শোবার ঘর থেকে, রান্না ঘরে যেতে যেতে, গতকাল রাত্রে বলা, সুদীপার কথাটা মনে পড়ে গেল। নবনীত রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কাপ তুলে, খাবার ঘরে এসে কাপে চুমুক দিল। হুঁম! ভালোই হয়েছে চা। কথাটা ভেবে আবার একটা চুমুক দিল। 'আস্ত এসটাব্লিশমেন্টের লোক।' কথাটা আবার মনে পড়লো এবং নবনীত একটু হাসলো, কিন্তু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই, তার মুখ গম্ভীর হলো, ভুরু কোঁচকালো এবং মনে মনে প্রশ্ন করলো, 'এসটাব্লিশমেন্টের ওই রকম পরিবেশে সুদীপা এলো কেমন করে। কে ওকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কার আমন্ত্রণে ও গতকাল রাত্রে ওখানে এসেছিল?' প্রশ্নটা এই প্রথম তার মনে জাগলো, যা জাগা উচিত ছিল, গতকাল রাত্রে ওকে দেখা মাত্রই। অবিশ্যি, একথা ঠিক, সুদীপাকে দেখা মাত্রই, ওকে চেনা, নবনীতর পক্ষে অসম্ভব ছিল যদি সুদীপা নিজে ওর পরিচয়টা না দিত। মেয়েটি এক রকমই আছে, সেই আগের মতো' যাকে বলা যায় রোখা চোখা। তথাপি যতো রোখা চোখাই হোক, গতকাল রাত্রের ব্যাপারটা প্রকৃতই বিস্ময়কর। যে মাননীয় ব্যক্তির সম্মানে, গতকাল রাত্রের আহার বিহার জমায়েত—মানে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, সুদীপা তাঁকে যে ভাষায়, শাল জড়ানোর ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা নিঃসন্দেহে অপমানকর। সেই জন্যই, মনের জিজ্ঞাসা আরো ব্যগ্র এবং অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে, এই পার্টিতে ও এলো কেমন করে? সূত্রটা কী? হস্টেস যিনি ছিলেন—হস্টেস, বাঙলায় কী বলা যায়, নিমন্ত্রণকর্ত্রী? নাকি তত্ত্বাবধায়িকা? যাই হোক গিয়ে মহিলা হলেন মিসেস হালদার, অধিকাংশ ভি আই পি ব্যক্তিরাই তাঁকে শেলী বলে ডাকেন। নবনীত অস্বস্তি বোধ করে, কোনো

মহিলার নাম শেলী হবে কেন? প্রথমত নামটা মোটেই এ-দেশীয় না, বিদেশী এবং পুরুষের। যে কোনো নামের পিছনে ই-কার বা ঈ-কার বা আ-কার থাকলেই দেখা যায়, মহিলাদের নাম হয়ে যায়, তার কোনো অর্থ থাকুক বা না থাকুক। অবিশ্যি ব্যাপারটা ভাববার মতো বিষয়ই না, তবু অস্বস্তি হয়। মিসেস শেলী হালদার নিজেই গতকাল রাত্রে সুদীপার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, সুদীপাকে তিনিই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নবনীত প্রথমে মনে করেছিল, সুদীপা মিসেস হালদারের বাড়িরই মেয়ে। মিসেস হালদারকে ও শেলী মাসী বলে সম্বোধন করছিল। পরে সুদীপার কাছ থেকেই নবনীত শুনেছিল, মিসেস হালদার ওর প্রকৃত কোনো আত্মীয় না। নিজের মাসী তো নয়ই। ওর নিজের ভাষায় 'শী ইজ এ ভোলাপচুয়াস লেডি, এ ওম্যান উইদাউট সোল।' উনি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ মহিলা, একটি আত্মাহীন স্ত্রীলোক। অবিশ্যি সুদীপা এসব কথা যখন বলছিল, তখন নবনীত আর সকলের থেকে অনেক দূরে ছিল, এবং সুদীপা তখনো বেশ সুস্থ ছিল, চোখ মুখের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল, তার এমন চৈতন্য ছিল, ও যাঁর বাড়ির অতিথি তাঁর সম্পর্কেই কটু মন্তব্য করছে। নবনীত অস্বস্তি বোধ করেছিল, বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু একথাও সত্যি মিসেস হালদার সম্পর্কে সে প্রায় কিছুই জানে না, সেই কারণে সুদীপার কথা শুনে কৌতূহল বোধ করেছিল। এ জাতীয় কৌতূহল থাকাটাও ভালো কথা না, নবনীত তা জানে, তবু সব সময়ে কৌতূহল দমন করে রাখা যায় না। তথাপি নবনীত তা করেছিল, অন্য প্রসঙ্গে কথা তুলেছিল নিজের অস্বস্তিবোধের জন্যও বটে, সুদীপার মন্তব্যগুলো অন্যের কানে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। শত হলেও মিসেস হালদার প্রিয়ভাষিণী, অমায়িক, অতি সুমধুর তাঁর আপ্যায়ন এবং হতে পারেন তিনি চল্লিশোর্ধে অস্বীকার করার উপায় নেই, যেভাবেই হোক, তিনি নিজেকে এখনো যথেষ্ট তন্বী রেখেছেন। অপরূপ, হ্যাঁ অপরূপই তাঁকে দেখাচ্ছিল গতকাল রাত্রে। তাঁর নিজের কন্যা বিম্বাকে, বলতে গেলে পিঠোপিঠি ভগ্নি বলে মনে হচ্ছিল। বিম্বা, একটি নাম, নবনীত অস্বস্তি বোধ করছে না। অনায়াসেই বিম্বা শব্দকে আয়না বলে চালিয়ে দেওয়া যায় আর আয়না, নামটা হয়তো একটু গ্রাম্য শোনায়, তবু বেশ সুন্দর, মিষ্টি নাম। আয়না।

নবনীত চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেবার আগে, আবার একটু হাসলো। নিজের কথা ভেবেই, এ বয়সেও দুষ্টুমি বুদ্ধিগুলো গেল না। আয়না নামে কোনো মেয়েকে, একটু ইতর ইয়ারকি করে, সহজেই ডাক দেওয়া যায়, এই আয় না। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে, কাপটা ডাইনিং টেবলের ওপর রেখে, সে বাইরে বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকে নেমে, ডাইনে তাকিয়ে দেখলো, গোপীনাথ গোলাপ বাগানের সেবায় লেগে গিয়েছে। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলো, দেওয়াল ঘেঁষে, চুনের রেখায় একটি চৌকো গণ্ডী কাটা, মাঝখানে

কোদালটা দাঁড় করানো। গোপীনাথকে এসব দ্বিতীয়বার বলতে হয় না। সে কথা বলে কম, কাজ যা করবার তা-ই করে। অবিশ্যি এক একদিন গোপীনাথকে কথায় পেয়ে বসে, এবং পেয়ে বসলে, তখন আর ও কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারে না। নবনীতর মনে হয়, তখন, সম্ভবত গোপীনাথের বিশেষ কোনো গ্ল্যান্ড থেকে রসক্ষরণ হতে থাকে। এক এক সময় মনে হয়, মানুষের যা কিছুই আত্যন্তিক, তার সঙ্গে গ্রন্থিসমূহের বিশেষ যোগ আছে। যেমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা অবিচলিতভাবে, নির্বিবাদে মিথ্যা কথা বলে যায়। সে যে মিথ্যা বলছে, সেটা সে যেমন জানে, তেমনি বুঝতে পারে, শ্রোতারা তার মিথ্যা কথা একেবারেই বিশ্বাস করছে না, তথাপি সে চুপ করে থাকতে পারে না, থামতে পারে না, অসহায়ভাবে সে নিজের মিথ্যা কথার শিকার হয়ে যায়। নবনীত এরকম লোক দেখেছে এবং তার বিশ্বাস মিথ্যা কথা বলতে বলতে, মিথ্যুকের এক সময়ে কোনো গ্ল্যান্ড থেকে বোধহয় রসক্ষরণ শুরু হয়ে যায়, আর, একবার শুরু হয়ে গেলে, থামতে পারে না, সম্ভব অসম্ভব বোধবুদ্ধি পর্যন্ত হারিয়ে যায়। তখন বোধহয় সেটাও একরকমের গ্ল্যান্ডারাস্ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যাকে বলে গাল গলা ফুলে ওঠা সংক্রামক ব্যাধির মতো, মিথ্যুকের সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে নেয়। নবনীতর মনে পড়ে যায়, গৌরকিশোর ঘোষের ব্রজদা চরিত্রের ব্রজবুলি। ব্যাপারটা নিশ্চয় হাস্যকর, কিন্তু এর কি একটা করুণ দিকও নেই? নিশ্চয়ই আছে, এবং ব্রজদারও তখন নিশ্চয় কোনো গ্ল্যান্ড থেকে রসক্ষরণ হতে থাকে। নবনীত নিজেও সেরকম চরিত্র কিছু কিছু দেখেছে।

কিন্তু গোপীনাথ মোটেই মিথ্যা কথা বলে না। মিথ্যা কথার বিষয়টা একটা মাত্র নজির হিসাবেই নবনীতর মনে পড়ে গেল। মানুষের যে কোনো আত্যন্তিক বিষয়েই বোধহয় গ্রন্থির রসক্ষরণের যোগাযোগ আছে। গোপীনাথকে যেদিন কথায় পেয়ে বসে, সেদিন ও নিজেকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারে না। এমন না যে, নেশা ভাঙ্ করে, বকবক করতে থাকে। বিশেষ করে মদ্যপান করলেই, মানুষ বেশি কথা বলে থাকে। সত্যি মিথ্যা, যা হোক, যা তার অবচেতনে, অন্য সময় চাপা পড়ে থাকে, বা যা সে দমন করে রাখবার ক্ষমতা রাখে, সেই ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল আর শিথিল হয়ে পড়ে। অনেক সময়, বোবার কথা বলার ইচ্ছার মতো, অনেকে চিৎকার করে গানও জুড়ে দেয়, কারণ তার ধারণা, সে গান করতে জানে। এ সবই, নবনীতর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। প্রায়ই তাকে এরকম মাতালদের পাল্লায় পড়তে হয়, যা তাকে অত্যন্ত দুঃখিত আর বিরক্ত করে তোলে। গতকাল রাত্রেও সে দুঃখিত আর বিরক্ত হয়েছিল, বিশেষ করে সুদীপার আচরণে। এটা ঠিক, সুদীপার ভিতরে অনেক বিক্ষোভ রাগ আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কিন্তু সে সব নবনীতকে শুনিয়ে কী লাভ? যে-বিষয়ে নবনীত কোনো সুরাহাই করতে পারবে না, তাকে সে-সব কথা শোনানোর কোনো মানেই হয় না। বলতে গেলে, সুদীপা তার কাছে

প্রায় অপরিচিত, ওর জীবনের কিছুই সে জানে না। অথচ, সুদীপার কথাই কেবল তাকে শুনতে হয় নি, বাড়ি বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে, নিজের বিছানাটা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে। এও, সেই আত্যন্তিক ব্যাপার, সিক্রেশন অসহায়তা।

না, গোপীনাথ মদ্যপান না করেই, এক একদিন হাজার কথা বলতে থাকে। প্রথম প্রথম নবনীতর সন্দেহ হতো, গোপীনাথ নিশ্চয়ই নেশা করেছে। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে মদ ভাঙ গাঁজা, এসব কোন নেশাই সে করে না। তার নেশা হলো গুন্ডি পান আর দোক্তা। নবনীত তখনই অবাক হয়, যখন গোপীনাথ তাকে এমন সব কথা অনায়াসে বলে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় বলা অসম্ভব। নবনীতকে সে যেরকম সমীহ করে, সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে— তাদের পরস্পরের সম্পর্কের দিক থেকে সেটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য, তারপরেও কথা বলতে আরম্ভ করলে, তার মুখ থেকে এমন কথা উচ্চারিত হয়, যা এক কথায়, ভাল্‌গার। নবনীতর রাগ করা উচিত, বিরক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্য, নিজের মনকে সে পরখ করে দেখেছে, ওসব তার মোটেই হয় না। অনেকে ঠাট্টা করে বলে, আজকাল পৃথিবীতে শ্রোতার থেকে বক্তা বেশি হয়ে গিয়েছে। সেই হিসাবে, আজকের দিনে, নবনীতর মতো শ্রোতা পাওয়া, সত্যি দুরূহ। সে গোপীনাথের প্রত্যেকটি কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে।

গোপীনাথের জীবনে সব থেকে বড় দুঃখ, ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে বললে বোধহয় ঠিক বলা হয় না। গোপীনাথ যে ঘরে থাকে, তার দুটো ঘরের পরেই, আর একজনের সঙ্গে ওর স্ত্রী বাস করে। এ ক্ষেত্রে, বাস বলতে যা বোঝায়, তা-ই, সহবাস করে। কাছেই একটা সরকারী অফিসের কোয়ার্টারে ওরা কয়েকজন থাকে। গোপীনাথের স্ত্রী যার কাছে চলে গিয়েছে, সে গোপীনাথেরই দেশের লোক, অফিসের বেয়ারা। সরকারী চাকরি সূত্রেই, গোপীনাথ নবনীতর কাজ করে। বাড়ির এই কাজ করাটা নবনীতর পদাধিকারবলে, কোনো অনধিকার চর্চা না। তার বাগানের কাজ করাটা, গোপীনাথের চাকরির অন্তর্ভুক্ত। নবনীত দিনেরবেলা বাড়িতে খায় না। দুপুরের খাবার খুবই সামান্য, তা বাইরের থেকেই আসে, অফিসে বসেই খায়। মাত্র এক প্লেট স্যান্ডউইচ্, আর এক কাপ কালো কফি। সকালবেলা সে নিজেই নিজের খাবার তৈরি করে। মাখনবিহীন টোস্ট, আর ভাজা ডিমের ঘন্ট বলা যায়। তখনো সে এক কাপ কালো কফি পান করে। রাত্রের খাবার তৈরি করে গোপীনাথ। নবনীত বুঝতে পারে, গোপীনাথের হাতের রান্না অনেকের পক্ষেই হয়তো মুখে তোলা সম্ভব না। তার খারাপ লাগে না। গোপীনাথ তেল আর মশলার ব্যবহার প্রায় জানেই না। ঝাল নুনের ব্যাপারেও ও বেশ কৃপণ, কিংবা ওর কোনো আন্দাজ নেই। কিন্তু নবনীতর খারাপ লাগে না। এই রান্নার কাজটা, গোপীনাথের চাকরির অন্তর্ভুক্ত না, নবনীত

তাকে বেতন দেয়, এবং রাত্রের খাবারও গোপীনাথের প্রাপ্য। বিকালবেলাটা গোপীনাথের কোনো কাজই থাকে না, সংসার বলতেও কিছু নেই, বউ চলে গিয়েছে, এবং যে দুটি সন্তান ওর বউয়ের আছে, তারা গোপীনাথের ঔরসজাত না, অতএব নবনীতর রাত্রের রান্না করা, বা দিনান্তে একবার ঘর দরজা পরিষ্কার করা, সবেতন একবেলা খাবারের বিনিময়ে ওর কোনো অসুবিধা হয় না।

নবনীত লক্ষ করেছে, দু এক মাস অন্তর অন্তর গোপীনাথ হঠাৎ এক একদিন কথা বলতে আরম্ভ করে। সে দেশের কথা বলে, বাবা মায়ের কথা বলে, চাষআবাদের কথা বলে, কিন্তু সবটাই বলে গল্পের মতো করে। আর তার তুলনাগুলো অদ্ভুত, 'সে আপনাকে কী বলব আঁগে। একটা বিষ্টি হয়ে যাবার পরে মাটি এমন মিটমিট করে হাসতে লাগে, আপনারও হাসি পেয়ে যাবে। আমি তো হেসেই মরে যাই আঁগে।' মাটি হাসে, এমন কথা নবনীত গোপীনাথের কাছেই প্রথম শুনেছে। একটার পর একটা প্রসঙ্গ ও বলতে থাকে, এবং এভাবেই ওর স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠে পড়ে, 'বেশ তো, এখানে তোমার গাঁ সমাজ টমাজ কিছু নাই, কোন পরোয়া নাই, তা বলে অন্য জায়গায় গিয়ে বাসা নিতে পার না? আমার চখের সামনেই থাকতে হবে? বুঝলাম, এখন তোমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, আমার কাছে থাকতে হয় নাই। হত না, একথা কে বলতে পারে আঁগে? আমি অশক্ত বুড়া না, তুমি নিজেই তা জান, আমার শরীলেও অঢেল বীজ আছে, তোমার নিজের দেখতাই, আমি আমার মায়ের বোনের পেট করেছি, তোমাকে সারা রাত্র দফায় দফায় ফালা ফালা করেছি...।'

আশ্চর্য, এসব কথা শুনতে শুনতে নবনীতর রাগ হয় না, হাসিও পায় না, বরং গোপীনাথের মুখে যে-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, দেখে সে বিচলিত বোধ করে। গোপীনাথের বেশির ভাগ কথাই একটু কৃষি ও চাষ ঘেঁষা। নবনীতর কানে কথাগুলো ভাল্‌গার শোনায়, সেটা ঠিক, কিন্তু সে বোঝে সত্যি কথা অকপটে বলবার অন্য কোনো ভাষা গোপীনাথ জানে না। যেমন, 'হাঁ, বলতে পার, সোমায়ে বীজ না বুনতে পারলে, বসুমতীকে দোষ দিতে পার না। তা বলে আমার হাল লাঙ্গলকে ত আর খারাপ বলতে পার না। অশান্তির কথা কি আঁগে, বউটা এখনো আমার সঙ্গে কথা বলে, হাসে, ছেলেমেয়েগুলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি আবার ওসব নিয়ে রাগমাগ করতে পারি না, কিন্তু মনটা তো টাঁটায়, সেটা তুমি বুঝবে না? রাত্রে আমার ঘরে ইস্তক আসতে চায়, এসব কী কথা বলেন ত?...'

নবনীত একদিন বলেছিল, 'তুমি ওই কোয়ার্টার ছেড়ে দিলেই পারো। ইচ্ছে করলে তুমি আমার এখানেও থাকতে পারো, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।' গোপীনাথের জবাব, 'এক এক সোমায় ভাবি, ওখান থেকে চলে যাব। তারপরে আবার ভাবি, কেন যাব। ওটা আমার সরকারী কোয়ার্টার,

আমার হকের ঘর। ছাড়ব কেন?' নবনীতর বলতে ইচ্ছা করেছিল, ওর বউ যার কাছে চলে গিয়েছে, সে-ই বা তার হকের কোয়ার্টার ছেড়ে যাবে কেন। কিন্তু বলে নি। তার মনে হয়েছিল এবং সেটাই নবনীতর বিশ্বাস, গোপীনাথ সেখান থেকে নড়তে চায় না। তার আশা করবার হয়তো আর কিছুই নেই, সম্ভবত করেও না, কিন্তু বউ যেখানে আছে, সেখানেই সে থাকতে চায়। নবনীতর কষ্ট হয়। হয়তো বউকে রোজ দেখতে পাওয়া, আর পুরনো দিন ও রাত্রিগুলোর স্মৃতিচারণই ওর প্রাণের তৃষ্ণাকে ভিজিয়ে রাখে। এবং এক-একদিন ও যখন কথা বলতে আরম্ভ করে, তখনো ভিজতে থাকে—মানে গ্রন্থির রস মোচন হতে থাকে।

নবনীত বাগানে নেমে চুনের দাগ দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। কোদাল তুলে নিয়ে মাটি কোপাতে আরম্ভ করলো।

'ওরকম করে হবে না আঁগে, ওতে অসুবিধা।' গোপীনাথ গোলাপঝাড়ের পাশ থেকে ওর সেই অস্পষ্ট, অনেকটা গোঙানো ধরনের উচ্চারণে স্বর চড়িয়ে বললো, 'আগে, দাগে দাগে কোদাল মেরে নেন, তারপরে একধার থেকে কোপাতে শুরু করেন।'

নবনীত গোপীনাথের কথা শুনলো, এবং ব্যাপারটা বুঝে, ওর নির্দেশ মতো কোদাল চালাতে আরম্ভ করলো, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে একটা সন্দেহ জাগলো, গোপীনাথের চড়া স্বর শুনে সুদীপার ঘুম হয়তো ভেঙে গেল। গেলে বাঁচা যায়। কেন না, মাটি কোপানোর কাজ শেষ হয়ে গেলেই নবনীত প্রথমে যাবে ওর খাবার তৈরি করতে। কোদাল কুপিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই স্নান করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কফির জল চাপিয়ে ও স্নান করতে যাবে। স্নান করতে ওর বেশি সময় লাগে না। আজ অবিশ্যি অসুবিধা আছে। একটা মেয়ে রয়েছে বাড়ির মধ্যে। অন্যথায় বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, খাওয়া পোশাক পরা, সবই এক সঙ্গে চলে। অতএব সেক্ষেত্রে নগ্নতা অনিবার্য, কিন্তু সুদীপার সামনে সেটা অসম্ভব। বরং সুদীপা যদি এখন জেগে ওঠে, বাথরুমের কাজ সেরে নেয়, নবনীতর পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। সেই আশায় কোদাল চালাতে চালাতে সে একবার বারান্দা ও দরজার দিকে দেখে নিল। কয়েক বারই দেখলো। সুদীপার ছায়াও দেখা গেল না। কিন্তু মেয়েটাকে উঠতে তো হবেই। নবনীত দেরি করতে পারবে না। সে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে যায়। চাবি অবিশ্যি গোপীনাথের কাছে থাকে। গোপীনাথ ওর সময়মতো, এক সময়ে এসে ঘরদরজা পরিষ্কার করে রেখে যায়। পয়সা দেওয়া থাকে। বাজার করে, ওর রান্না শেষ হতে হতেই নবনীত বাড়ি ফিরে আসে। মোটামুটি এটাই ওর প্রতিদিনের রুটিন। অফিস থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে, একেবারে বাড়ি ফিরে আসে। তারপরে আর বেরোয় না। গতকালের মতো নিমন্ত্রণ প্রায়ই থাকে। নবনীত সাধারণত সব নিমন্ত্রণই রক্ষা করে, কারণ ওটাও তার কাজের একটা অঙ্গ বলা যায়। না গেলেই নানারকম

প্রশ্ন ওঠে, বাধ্যতামূলক না হলেও, নানারকমের জবাবদিহি করতে হয়। তা ছাড়া, এসব জমায়েতে যেতে ওর তেমন খারাপ লাগে না। অস্বস্তিকর যেটা, সব পার্টিতেই মদ্য পরিবেশিত হয়, আর কিছু লোক মাতাল হবেই, আর মাতাল হলেই তারা অন্যদের বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। যেন অন্যদের বিরক্ত করার তাদের তখন একটা অধিকার জন্মে যায়।

নবনীত ঘামতে আরম্ভ করেছে। সে একবার বারান্দার দিকে তাকালো। না, সুদীপার জেগে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এক হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, সে আবার কোদাল চালাতে আরম্ভ করলো। সম্ভবত একদিনেই সব জমিটা তার পক্ষে কোপানো সম্ভব হবে না। এ জায়গাটায় সে আলুর চাষ করবে। ঘড়ি দেখবার তার দরকার নেই, ঠিক সময়ে গোপীনাথ তাকে কাজ থামিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেবে। ওর সময়জ্ঞান খুব টনটনে, ঘড়ি না দেখেই, প্রায় অব্যর্থ বলে দিতে পারে। কিন্তু, নবনীতর কি উচিত, একবার ভিতরে গিয়ে, সুদীপাকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া? ওইটুকু মেয়ে, কী করে এতো বেলা অবধি ঘুমোয়, কী করেই বা রাত্রি জেগে ওইসব ছাইপাঁশগুলো খায়? সত্যি, একটা ভাববার মতো কথা। নবনীতর সামনে সুদীপা ড্রিংক করেছে বলে, তার আত্মসম্মানে কোনো আঘাত লাগে নি। ওর থেকে অনেক ছোট মেয়েকেও সে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে গায়ের কাছে বসে মদ্যপান করতে দেখেছে এবং সে সবই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার। সে উদ্দেশ্য কেউ গোপন করারও চেষ্টা করে না, কারণ সে-সব ঘটনাগুলো ঘটে গোপন স্থানেই, বাইরের কোনো লোকের পক্ষে দেখা বা জানা সম্ভব না। নবনীতকে সে-সব দেখতে হয়, কারণ সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায়ই তাকে চলাফেরা ওঠাবসা করতে হয়। অবিশ্যি কাজের প্রয়োজনে। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে কাজ ভন্ডুল হওয়া স্বাভাবিক এবং তা হয়েও থাকে। সেই সব সতরো আঠারো বা ঊনিশ কুড়ি বছরের মেয়েদের মোটামুটি চেনা এবং বোঝা যায়। এক কথায়, দুঃখী বলা যায় সেই সব মেয়েদের। মানুষকে করুণা করাটা নবনীতর মানসিকতার মধ্যেই নেই। সেই সব মেয়েদের দুঃখী ভাবা মানেই তাদের সে করুণা করে না। দুঃখবোধ করে, এবং সব থেকে সহজে যে কথাটা বলা যায়, রাগ করা বা ঘৃণা করা, সেরকম অসহনীয় কোনো অনুভূতির থেকেও একটা অসহায় যন্ত্রণা সে বোধ করে।

কিন্তু সুদীপার মতো মেয়ে এরকম মদ্যপানে অভ্যস্ত হলো কী করে? এখন অবিশ্যি নবনীতর মনে হচ্ছে—যা একটা ধারণা মাত্র, সুদীপা হয়তো মিসেস হালদারের মেয়ে বিম্বা হালদারের বন্ধু। এবং সেই সূত্রেই ও গতকাল রাত্রে সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বিম্বা আর সুদীপাকে বাদ দিলে ওদের বয়সী মেয়ে গতরাত্রে একজনও ছিল না। মহিলা অবিশ্যি আরো কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা মিসেস হালদারের বন্ধু, এবং তাঁরা সকলেই জোড়ায় জোড়ায় এসেছিলেন—দম্পতী যুগল যাকে বলে। মিসেস হালদার অবিশ্যি বিধবা,

তাঁর স্বামী প্রায় বছর দশেক গত হয়েছেন। তিনি আর বিয়ে করেন নি। কিন্তু বিধবা বলতে যেরকম বোঝায়, সেরকম জীবনযাপন তিনি করেন না। এখনো তাঁর স্বাস্থ্য সৌন্দর্য রূপ যথেষ্ট, তিনি সে বিষয়ে সম্যক রূপে সচেতনও। তাঁর পোশাক প্রসাধন বিম্বার থেকে কোন অংশে কম না, এবং তাঁর যেটা বৈশিষ্ট্য, যা নবনীত আর কখনো কারোকে দেখে নি, তিনি তাঁর ঘন কালো চুলের সিঁথায়, ছোট একটি সিঁদুরের রেখা আঁকেন। নবনীত শুনেছে, এ বিষয়ে তাঁর জবাব, এটাও নাকি তাঁর স্বামীরই স্মৃতি রক্ষার্থে। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচার নেই, মদ্যপান করতেও অরুচি নেই—না অরুচি নেই কথাটা ঠিক বলা হলো না, বলা উচিত, হৃদয় ও শরীর দিয়ে উপভোগ করেন। গতকাল রাত্রে তাঁকে মাতাল হতে দেখা যায় নি, কিন্তু পান করেছিলেন যথেষ্ট বরং বিম্বাকেই দু একবার সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, 'বেশি ড্রিংক করে শরীর খারাপ করিস না।'...

বিম্বা কি গতকাল শরীর খারাপ করার মতো মদ্যপান করছিল? প্রশ্নটা মনে জাগা মাত্র নবনীতর হাসি পেল কিন্তু তন্মুহূর্তেই চমকে, কোদাল চালানো থামিয়ে বারান্দার দিকে তাকালো। বারান্দার দিকে একটা শব্দ পেয়েই সে চমকে তাকালো, এবং একটা বিশেষ প্রত্যাশা নিয়েই। না, প্রত্যাশা মেটবার কোন লক্ষণই নেই, সুদীপার কোন চিহ্নই ঘরের দরজা বা বারান্দার ধারে কাছে দেখা যাচ্ছে না, দুটো কাক ছাড়া। কাক নামক এই পক্ষীগুলোর ভাবভার বোঝার কোন উপায় নেই। নবনীত অন্তত বুঝতে পারে না। এমনিতে যত্রতত্র কুটো কাঠি লোহার তার, যেখানে যা পায় ঠুকরে ঠুকরে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, এমন কি, মাটির টব ফেটে ভেঙে যাওয়ার আশংকায়, জড়ানো মোটা তারগুলো নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি করে। নিজেদের বাসা তৈরী করার জন্য, ওরা তা করতেই পারে, তথাপি একটু সময় জ্ঞান থাকা বোধহয় উচিত ছিল। এখন শীতকাল, গাছের পাতা ঝরতে আরম্ভ করেছে, সেটা ঠিক, বাসাগুলো পাতার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু ঝড়ের সময় এটা না, বা ঝড়ের পরে ধ্বংসের সময়ও না, তবে রোজ রোজ লোহার তার দেখলেই ঠোকরাবার মানেটা কী? অর্কিডের সঙ্গে জড়ানো কিছু কিঞ্চিৎ সরু তারের তো কথাই নেই, বারোমাস ওগুলোকে নিয়ে টানাটানি করে। আর এখন যে শব্দে নবনীত চমকে উঠলো, সেটা আর কিছুই না, ক্যাকটাসের টব থেকে ছোট একটা পাথরের টুকরো, ঠোঁট দিয়ে তুলে নিয়ে ফেলেছে। তার মানে, ওদের পাথরও দরকার! অবিশ্যি, কী-ই বা দরকার নেই। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত হোক, একবার একটা ভেঙে পড়া কাকের বাসায়, সে আস্ত একটা চায়ের চামচ, আর ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরোও দেখেছিল। ছোটখাট কাপড়ের টুকরোর তো কথাই নেই। আর সব বাদ দিলেও, চামচটা ওদের কী দরকার ছিল? অসভ্য!

নবনীত মনে মনে উচ্চারণ করে আবার কোদাল চালাতে লাগলো। না,

সুদীপা বোধ হয় বেলা বারোটার আগে উঠবে না। নবনীতর সবই মনে আছে গত রাত্রের কথা। সে সুদীপাকে বাধা দেয় নি, কারণ, বাধা দেবার কোন দরকার মনে করে নি, তথাপি যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেছিল। সময়টা শীতকাল, সেটা বোঝা গেল, এবং এটাও না হয় বোঝা গেল, সুদীপার বয়স এখনো যথেষ্ট কম, সহ্য করবার শক্তি যথেষ্ট আছে, তা বলে গেলাস ভরতি কাঁচা হুইস্কি ঢেলে বরফের চাংড়া মিশিয়ে, চোঁ চোঁ করে চুমুক দেওয়া, কোন কাজের কথাই না। ওটাকেই সত্যিকারের বেশি ড্রিংক করে, শরীর খারাপ করা বলে। সুদীপা আর বিম্বা, দুজনেই এক সঙ্গে পান করছিল, নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, আর প্রায়ই থেকে থেকে, খিলখিল করে হেসে উঠছিল, আর সেসময়েই, মিসেস হালদার তাঁর মেয়েকে সাবধান করছিলেন। এক্ষেত্রে, নবনীতর ধারণা, সাবধান করা বলতে বোধ হয়, আচরণের বিষয়ে সজাগ করে দেওয়াই বলা যায়। কারণ ঘরের বিভিন্ন কোণে, ধারে, বা মাঝখানে, মহিলা পুরুষগণ গুচ্ছ গুচ্ছ দানা বেঁধে, কথাবার্তা চালালেও, সুদীপা আর বিম্বা খিলখিল করে হেসে উঠলেই, ঘরের সবাই ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। দৃশ্যটা বোধ হয় একটু দৃষ্টিকটু। অবিশ্যি নবনীত লক্ষ করেছে—হয়তো অনুচিত এরকম লক্ষ করা বা চোখে পড়া, মিসেস হালদারের অনেক পুরুষ বন্ধুরাই, সতৃষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে, বিম্বা আর সুদীপাকে দেখছিলেন। অল্প বয়েসী বলতে, ওরা দু জনেই ছিল। ওদের বয়েসী কোন ছেলেও ছিল না। থাকলে বোধ হয় ভালোই হতো, ওরাও একটা গুচ্ছে দানা বাঁধতে পারতো। মিসেস হালদারের কয়েকবার সাবধান করে দেবার পরে, একজনই বিশেষ করে, সস্নেহে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'ওদের কেন ডিসটার্ব করছেন মিসেস হালদার? লেট দেম্ এনজয়!' তিনি সেই বিশিষ্ট মাননীয় ব্যক্তি, যাঁর অনারে—মানে, প্রধানত যাঁকে উপলক্ষ করে, গত রাত্রে মিসেস হালদার তাঁর বাড়িতে একটু দেখা সাক্ষাৎ পান ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। দেখা সাক্ষাৎ এবং পান ভোজনের আয়োজনের গূঢ় কারণটা নবনীত ভালোই জানতো, আর জানতো বলেই, অনিবার্য কারণে, সে ওখানে নিমন্ত্রিত ছিল। একটু কঠিন ভাবে বা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, এ কথাই বলতে হয়, গত রাত্রের নিমন্ত্রিত সকলেই, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবৃন্দ ছিলেন। এমন কি—হ্যাঁ, এখন বলে না, গত রাত্রেও নবনীতর কোনো সন্দেহ ছিল না, সুদীপাও বিশেষ প্রয়োজনেই নিমন্ত্রিত হয়েছিল।

খারাপ, খুবই খারাপ, এভাবে এসব কথা ভাবতে মোটেই ভালো লাগে না। এসব যে তেমন একটা ভাববার ব্যাপার, বা ভাবতে ইচ্ছা করছে তা মোটেই না। পৃথিবীর সর্বত্র, সব দেশে, এরকম ঘটনা ঘটছে, কোনো অভিনবত্ব, নতুনত্ব, কিছুই নেই, দেশ কাল এবং আচারে, কিছুটা ভঙ্গির রকমফের বা মাত্রাভেদ মাত্র। প্রতিবাদ? চিৎকার? আক্রোশ? হনন? কিন্তু ফল কী? কালার ব্লাইন্ড ছাড়া, লালকে কেউ সাদা বলে না, বলবেও না। তা ছাড়া,

পৃথিবীর কথা বলতেই বা যাচ্ছে কে? নবনীত? না এ-ধরনের কোনো ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করার কোনো মহৎ ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু নিজের কাছে, নিজেকে কেমন নিরুপায় মনে হয় না? বিশেষ করে ভাবনাগুলো যখন ইচ্ছামতো দমিত থাকতে চায় না। এ ক্ষেত্রে না থাকার কারণ, অবিশ্যিই, খানিকটা সুদীপা। সুদীপা অসুস্থ হয়েছিল, অসুস্থ অবস্থাতেও সে, অভাবনীয় ভাবে, ফণা তোলা সাপের মতো আচরণ করেছিল—মানে, হ্যাঁ কথা বলেছিল, একই ব্যাপার। অভাবনীয় অত্যন্ত, প্রকৃতই অভাবনীয়, সুদীপার সেই আচরণ এবং ভাষা ও ভঙ্গি, মাননীয় ব্যক্তি যখন ওর গায়ে শালটা পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার আগে, একবারের জন্যও নবনীতর মনে হয় নি, সুদীপা ওইরকম আচরণ করতে পারে বা ওইরকম ভাষা বলতে পারে। অবিশ্যি, হ্যাঁ, খুব বেশি উত্তেজিত আর অসুস্থ হয়ে পড়লে, মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, কারণ, তখন সে আত্মবিস্মৃত হয়। এটা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না, সুদীপা তখন সেই অবস্থাতেই ছিল, অসুস্থ, আত্মবিস্মৃত। আজ যখন ও জাগবে, তখন নিশ্চয়ই ওর মাথা ভার হয়ে থাকবে, ব্যথা করবে, এবং অনুশোচনায় অনিবার্য ভাবেই খুব বিমর্ষ হয়ে থাকবে।

কিন্তু নবনীতর মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, সুদীপা বিম্বার বন্ধু, নিমন্ত্রণের সূত্র সেইখানেই, প্রয়োজনটা ছিল ভিন্ন। তার মানে, এই না, গত রাত্রেই সুদীপা প্রথম বিম্বাদের বাড়ি এসেছিল। মিসেস হালদারের সঙ্গে, ওর কথাবার্তাতেই বোঝা গিয়েছিল, ওবাড়িতে ও আগেও গিয়েছে। কতোটা যাতায়াত ছিল, সেটা অনুমান করা যাচ্ছে না। নবনীত এখন পরিষ্কার মনে করতে পারছে, মিসেস হালদার, কী বলে, সুদীপার সঙ্গে, সেই মাননীয় অতিথির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, 'এই আমার আর একটি মেয়ে, সুদীপা, মাই বিলাভেড ডটার। বলুন, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় বিউটি কম্-পিটিশনে ফার্স্ট হবার মতো রূপসী কী না?'...'হান্ড্রেড পারসেন্ট, মোর দ্যান হান্ড্রেড পারসেন্ট।' বলে মাননীয় অতিথি বিদেশী কেতায় সুদীপার দিকে তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং সুদীপা বেশ সলজ্জ হেসেই, নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেটা স্থান কাল এবং পাত্রপাত্রী হিসাবে, নবনীতর খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। সুদীপাকে নিশ্চয়ই একটু বেশি খুশি করার চেষ্টা হয়েছিল, এবং, সুদীপা, একটি মেয়ে, রূপের প্রশংসায় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি হয়েছিল, এবং লজ্জাও পেয়েছিল।

সকলে যেমন হাসছিল, নবনীতও তেমনি হাসছিল, অবিশ্যি দূর থেকে। তারপরে মাননীয় অতিথির সঙ্গে, সুদীপার তখন আর কী কথা হয়েছিল, নবনীত শুনতে পায়নি। সে নিজেও অন্যের সঙ্গে কথা বলছিল। অবিশ্যি, তার আগে, সেও মনে মনে স্বীকার করেছিল, মেয়েটি দেখতে ভালোই—চোখে পড়বার মতো। একটু পরেই মিসেস হালদারের সঙ্গে, তার সামনে এসে সুদীপা দাঁড়িয়েছিল। সুদীপা হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে, মিসেস হালদারের

কাছ থেকে তার পরিচয় শোনবার মাঝখানেই ভুরু কুঁচকে উঠে বলেছিল, 'নবনীত ঘোষ, মানে, আপনি একস্ প্রফেসর অব্—?'

সুদীপা কথাটা শেষ করেনি, একটা বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ও যেন নবনীতর চোখের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, অথচ চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা ছিল। নবনীত খুবই চমকে উঠেছিল এবং তার অবস্থাও খানিকটা সুদীপার মতোই, বিভ্রান্ত না হলেও অবাক আর অনুসন্ধিৎসু চোখে সুদীপার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনুসন্ধিৎসার কারণ ও মেয়েটিকে (তখনো সুদীপার নামটা তার শোনা হয়নি) চিনতে চেষ্টা করেছিল এবং অবাক স্বরেই বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আগে আমি কলেজেই চাকরি করতাম। কিন্তু আপনাকে—?' নবনীত কথাটা শেষ করেনি সুদীপাই বলে উঠেছিল, 'আমি সুদীপা—সুদীপা মজুমদার, আমাকে আপনি করে বলবেন না। আমি তো আপনার ছাত্রী ছিলাম। ইস! আশ্চর্য আমারই তো আপনাকে আগে চেনা উচিত ছিল স্যার, আসলে আমি মোটে লক্ষই করিনি।'

নবনীত মনে মনে বলেছিল, 'করবার কথাও না' কিন্তু তার তৎক্ষণাৎ মনের মধ্যে একটুও না হাতড়ে নামটা শোনা মাত্রই সুদীপাকে চিনতে পেরেছিল। না চিনতে পারার কোনো কারণই ছিল না, নানান ভাবেই ফেমাস্ বলতে যা বোঝায় কলেজে সুদীপা মজুমদার তা-ই ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন করার রাজনীতি থেকে শুরু করে, যতো রকমের হৈ চৈ হাঙ্গামা হুজ্জোত সব কিছুর সঙ্গেই ওর নামটা জড়িয়ে থাকতোই, যে-কারণে কোনো কোনো অধ্যাপক ওকে নটোরিয়াসও বলতেন—অবিশ্যি আড়ালে। সুদীপার যথেষ্ট প্রভাব ছিল ছাত্রছাত্রী আর অধ্যাপক মহলেও, কিছুটা নির্ভীক আচরণ, কথা-বার্তার প্রখরতা এবং বলাই বাহুল্য, (যেহেতু নবনীত নিজেকে সিনিক মনে করে না) সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। চলতি কথায় যাকে বলে নজর কাড়ানো ঝলক, সেটা ওর সবখানিই আছে, আর নজর কেবল তরুণ ছাত্রদেরই থাকে সেটা তো আদৌ সত্যি না বা শরীরে মনে একটু দোলা লেগে যাওয়া, প্রৌঢ় প্রবীণ অধ্যাপক-মাস্টারমশাইদেরও প্রাণ ভরে থাকে, সে অভিজ্ঞতা নবনীতর আছে। বাঙলা ভাষার একজন অধ্যাপক তো সুদীপাকে স্নেহ আর ঠাট্টা করে সকলের সামনেই বলতেন, 'এই যে জাঁহাবাজ মেয়ে!'......বোধহয় জাঁহাপনা-টাহাপনা শব্দ থেকেই এরকম একটি বিশেষণ প্রচলিত হয়েছে। কথাটা প্রকৃতই পাত্রী বিশেষে ভারি লাগসই, অবিশ্যি লোকেল অর্থে এর মধ্যে মন্দর কোনো ইঙ্গিত আছে কি না নবনীতর জানা নেই। কিন্তু সুদীপার মুখে গতকাল রাত্রে, 'স্যার' শব্দটা নবনীতর কানে খট করে লেগেছিল। তার কারণ এই না, যে সুদীপার হাতে হুইস্কির পাত্র ছিল এবং ওর চোখে আর গালে তখন কিঞ্চিৎ রক্তাভা দেখা দিয়েছিল। কলেজ এবং কলেজীয় কোনো ব্যাপারটাই নবনীতর আর ভালো লাগে না, সেটা এখন তার কাছে অতীত জীবনের অসময়ের কাল বলে মনে হয়। দুঃসময়ও বলা যায়। তার ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা আর মতামত হলো, ওরকম একটা পেশা নিয়ে জীবনধারণ করার মতো কষ্ট আর বিরক্তিকর বিষয় আর কিছু নেই। চিন্তায় ভাবনায় মনে সব দিক থেকেই প্রতিদিন যেন একটু একটু করে বেঁটে হয়ে যেতে হয়। মানুষ মাত্রেই অবস্থা এবং ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতির খানিকটা শিকার হয়ে পড়ে, এই অসহায়তার কথা মনে রেখেই এইরকম অনুভূতি তার হয়েছিল। এর দ্বারা নিজের চিন্তা ভাবনাকে সে মহৎ আখ্যা কোনো রকমেই দিতে চায় না কেন না, ঠিক কোনো অর্থেই মহত্ব ব্যাপারটাকে সে বিশ্বাস করে না। কলেজের চাকরির প্রতি বিতৃষ্ণাটা তার একান্তই ব্যক্তি-চরিত্রের ভিন্নতা। সকলের সব আবহাওয়া যেমন সহ্য হয় না, অনেকটা সেই রকম। অবিশ্যি সহ্য না হলেই যে মানুষ সেই আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রায় অসম্ভব, এ তো প্রায় সমগ্র মানব সমাজেরই ট্রাজিডি অসহায়তা যাকে বলে। তথাপি নিশ্চেষ্ট থাকাও সম্ভব না এবং কলেজ ছেড়ে বর্তমানে সে যে কাজে লিপ্ত তাও যে প্রশ্নাতীত সুখের তা বলা চলে না, তবে কিছুটা স্বস্তিদায়ক এবং নিজেকে কিছু মানানসই লাগে। কলেজের শিক্ষকরা কেউ-ই নিজেকে একজন চাকর ভাবে না, সেক্ষেত্রে নবনীত জানে এবং ভাবেও, সে একটি উৎকৃষ্ট চাকর ব্যতীত কিছু না। নবনীত একটু হেসে সুদীপাকে বলেছিল, 'তুমি করে বলতে আমি অস্বস্তি বোধ করবো না, সত্যিই তো, তোমার সঙ্গে আমার আগের পেশাগত একটা রিলেশন ছিল। আমি তোমাকে লক্ষ করেছি গোড়া থেকেই, কিন্তু চিনে উঠতে পারিনি।'

সুদীপা বলেছিল, 'আপনাকে এখানে দেখতে পাবো, একবারও ভাবিনি!'

নবনীত সুদীপার মতো তেমন বিস্মিত হয়নি, মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হেসেছিল। সুদীপা বলেছিল, 'আমি কিন্তু স্যার, আপনার খুব অ্যাডমায়ারার ছিলাম। আপনি অবিশ্যি একটু অহংকারী ছিলেন......।'

সুদীপা কথাটা শেষ না করে হেসে উঠেছিল, এবং মিসেস হালদারও, এবং নবনীতও কিছুটা কৌতুকোচ্ছলে হেসে উঠতে গিয়ে মিসেস হালদারের চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘাড় ঝাঁকানো ভঙ্গি আর কথা শুনে প্রায় থমকিয়ে গিয়েছিল, 'অ্যাডমায়ারার মানে কী সুদীপা, তুই মনে মনে মিঃ ঘোষের প্রেমে পড়েছিলি বল!' সুদীপার চোখ মুখের রক্তাভা কিছু কিঞ্চিৎ বর্ধিত হয়েছিল কি না, নবনীত তা খেয়াল করে নি, এবং ঠিক প্রতিবাদের ভঙ্গিও না, এক ধরনের অস্বীকারের ভাব করে বলেছিল, 'না, ঠিক তা না।' মিসেস হালদার তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতেই বলেছিলেন, 'অবিশ্যি তোদের অ্যাডমায়ারের মানে আমি ঠিক বুঝি না, আমাদের সময়ে কোনো ইয়ং প্রফেসরের অ্যাডমায়াবার মানে আমরা মনে রঙ লাগাই ধরে নিতাম।' বলে তিনি কোনো অংশে কম না-যাওয়া তন্বীর মতো হেসে উঠেছিলেন এবং নবনীতর দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁর উদার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে। নবনীত জানতো, তাকে মিসেস হালদারের দরকার। অপ্রয়োজনীয় কেউই ছিল না সেখানে সকলের প্রতিই মিসেস

হালদার, যথোপযুক্ত দৃষ্টি রেখেছিলেন। নবনীত হেসেছিল, কিন্তু মিসেস হালদারের কথাগুলো মোটিভেটেড হলেও একান্তই সরল আর হাস্যকর ছিল। সে সুদীপার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'অহংকারী—এটা একটা রিলেটিভ টার্ম, তোমার মনে হয়েছিল অহংকারী, আদৌ যা সত্যি না। আসলে ওই জায়গায় মানে, কলেজে আর কলেজের আমার সহকর্মীদের তুলনায় আমি ছিলাম একজন অনুপযুক্ত মানুষ, তোমাদের বা তাঁদের কারোর সঙ্গেই কোনো কথা বলতে বা আলোচনা করতে আড়ষ্ট বোধ করতাম।'

সুদীপা তখনই বলে উঠেছিল, 'আর এখন যা শুনলাম, তাতে তো মনে হচ্ছে, আপনি একটা আস্ত এস্টাব্লিশমেন্টের লোক হয়ে গেছেন!'

নবনীত নিঃশব্দে হেসেছিল, মনে হয়েছিল কিছু কথা, যা সে বলে নি, বরং বলেছিল, 'তোমাকে একটা অনুরোধ, আমাকে সেই আগের মতো স্যার বলো না, আমি খুব অস্বস্তিবোধ করি।'

সুদীপা ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আপনাকে অনেকে সেলাম ঠুকে স্যার বলে—।'

'নিশ্চয়ই।' নবনীত প্রায় সুদীপাকে বাধা দিয়েই বলে উঠেছিল, 'কিন্তু তার সবটাই আলাদা, তার মধ্যে আমার পুরনো পেশার কোনো গন্ধ থাকে না।'

সুদীপা ঠিক সেই মুহূর্তে প্রায় একটা অসহায় ভঙ্গি করে বলেছিল, 'তা হলে আপনাকে আমি কী বলবো?'

নবনীত বলেছিল, 'যা তোমার খুশি। আমার একটা নাম আছে, পদবী আছে। তুমি আমাকে মিঃ ঘোষ বলেই বলতে পার।' মনে মনে বলেছিল, 'সম্ভবত তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, বা হলেও কিছু যায় আসে না।'

কিন্তু সুদীপার অসহায় ভঙ্গিটা মুহূর্তেই বদলিয়ে গিয়েছিল এবং নবনীতর হাতের হালকা রঙের তরল পানীয়র গেলাসের দিকে তাকিয়ে ওর নিজের গাঢ় বর্ণের হুইস্কির সঙ্গে বরফের চাঙড়া মেশানো গেলাসের দিকে দেখে একটু যেন লজ্জা পেয়ে হেসেছিল, বলেছিল, 'কোনো দিন কল্পনাই করতে পারি নি, আপনার সামনে এভাবে' কথা থামিয়ে নিজের গেলাস দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কী ভাবছেন?'

নবনীত নিজের গেলাস দেখিয়ে বলেছিল, 'ও বস্তু তো আমার হাতেও রয়েছে। এ নিয়ে ভাবাভাবির আর কী থাকতে পারে।'

সুদীপা বলেছিল, 'আপনার হাতে ওটা রেখেছেন, নিতান্ত লোক দেখানো। হঠাৎ দেখলে শুধু সোডা ওয়াটার বলেই মনে হয়, কিন্তু আয়াম্ অন রক।' বলে ও ওর গেলাসটা সুদ্ধ হাত নামিয়ে নিয়েছিল।

নবনীত বলেছিল, 'সে তো দেখছিই। আমি—মানে, এ সবে খুব একটা আকর্ষণ বোধ করি না—মানে, এনজয় করি না।'

সুদীপা বলেছিল, 'আমি আবার খুব এনজয় করি' এবং বলেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, এবং হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে উঠেছিল, 'সত্যি, কী আশ্চর্য, আপনাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি, এটা যেন আমি এখনো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না. অবিশ্যি শুনেছিলাম, আপনি এডুকেশন লাইন ছেড়ে সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে গেছেন। আমার, সত্যি, ভীষণ ভালো লাগছে স্‌স্‌—সরি, আমি আবার স্যার বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম।' বলেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, যা একটা দমকার মত কারণ হঠাৎ আবার হাসি থামিয়েই হাতের গেলাসটা সামনে তুলে বলেছিল, 'তা হলে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন?'

নবনীত হেসে বলেছিল, 'সিলি! অনুমতি? এটা কোনো অনুমতিসাপেক্ষ ব্যাপারই নয়।'

ইতিমধ্যে সুদীপার হুইস্কিতে অনেকখানি বরফ গলেছিল, ও প্রায় এক চুমুকেই বরফটুকু বাদ দিয়ে গেলাস শূন্য করেছিল এবং ঘাড় একটু কাত করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে কেমন লাগছে আপনার?'

নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল এবং সে কিছু বলবার আগেই সুদীপা ওর ঠোঁটের ওপর গেলাসটা চেপে ধরেছিল, কাচ আর বরফের আড়ালে ওর লাল ঠোঁট, সাদা দাঁত দেখাচ্ছিল অদ্ভূত। গেলাসটা সরিয়ে বলেছিল, 'আমি কিন্তু সেই প্রফেসর নবনীত ঘোষকেই জিজ্ঞেস করছি। অস্বস্তি বোধ করছেন, না?'

নবনীত বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে, আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলে।' বলেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে বলেছিল, 'মিঃ ঘোষ টোষ আমি বলবো না আপনাকে, তার চেয়ে আপনার নাম ধরেই ডাকবো।'

নবনীত শান্তভাবেই হেসে বলেছিল, 'কোনো অসুবিধে নেই।' আর তখনই সে বলেছিল, উপযুক্ত সময়ে বিয়ে করলে সুদীপার মতো তার একটি কন্যা হয়তো থাকতে পারতো, যার জবাবে সুদীপা সেই কথাগুলো বলেছিল, 'এমন কি একটি দৌহিত্রীও থাকতে পারতো...' ইত্যাদি এবং কথাগুলো বলেই ও আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। ওর ওভাবে হেসে ওঠার জন্যই নবনীত আর জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় নি, পুরুষ হিসাবে তাকে সুদীপা কী চোখে দেখে। অবিশ্যি, সুদীপার জবাব পেয়েও নবনীতর লাভ বা লোকসান কিছুই নেই। ওর হাসির মুখেই বিম্বা এসে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, 'কী রে চুমকি, এত তোর হাসির ঘটা কিসের?'

ইতিমধ্যে অনেক আগেই মিসেস হালদার অন্যদিকে তাঁর প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। বিম্বার সম্বোধনে প্রথম জানা গিয়েছিল, সুদীপার ডাক নাম চুমকি। সুদীপা হাসি থামিয়ে বিম্বাকে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি নবনীত ঘোষ। এক সময়ে উনি আমাদের

কলেজের প্রফেসর—।' এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়ে নবনীতর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সরি, আমি আবার আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে যাচ্ছিলাম।'

নবনীত বুঝতে পারছিল, তার মতো সেই অবস্থায়, যে-কোনো পুরুষেরই পরিস্থিতিটা কিছু সংকটজনক মনে হতে পারতো। কিন্তু স্কচ অন রকস-এর ক্রিয়াটা ভেলবার কোনো কারণ ছিল না, যা সুদীপার রক্তের শিরায় তখন দ্রুত কাজ করছিল। সে বলেছিল, 'অস্বস্তিতে ফেলবে কেন, তুমি ওঁকে যা বলতে যাচ্ছো, বলো, কিংবা আমিই বলি।' বলে, নবনীত বিম্বার দিকে ফিরে বলেছিল, 'এক সময়ে কলেজে মাস্টারি করতাম, তখন ও আমার ছাত্রী ছিল।'

সুদীপা বলে উঠেছিল, 'আর আমি মনে মনে ওঁর প্রতি খুব ইয়ে ছিলাম, কিন্তু উনি পাত্তা দিতেন না, আর সেই ঝালটা খুব মিটিয়ে নিচ্ছি।' সুদীপার কথা বলার ভঙ্গিতে নবনীত না হেসে পারে নি, এবং বিম্বাও। নবনীত যতটা ভেবেছিল সুদীপাকে রকস্ ততোটা কাবু করতে পারে নি, ওর খেয়াল ছিল এবং বিম্বাকে দেখিয়ে বলছিল, 'আর এই আমার বন্ধু বিম্বা হালদার, শেলী মাসীর মেয়ে।'

নমস্কার বিনিময় হয়েছিল, তারপরে বিম্বা সুদীপাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু তুই যেভাবে ঝাল ঝাড়ছিস, লক্ষণটা একটু অন্যরকম। তোর চোখ মুখ হাসি তাই বলছে।'

সুদীপা তৎক্ষণাৎ বলেছিল, 'বলছে, না? আমিও সেটা ফিল করছিলাম, আমার যেন মনে হচ্ছে, অনেক দিনের পুরনো বয় ফ্রেন্ডকে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছি।' বলেই আবার নবনীতর দিকে ফিরে রীতিমতো চোখের তারা ঘুরিয়ে বলেছিল, 'দেখবেন, আবার বলে বসবেন না যেন, সময় মতো বিয়ে করলে...।' কথাটা শেষ না করেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

সেই সময়ে সেই বিশিষ্ট মাননীয় অতিথি দু'তিনজন পারিষদ সহ ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'এত হাসির ঝরনা, এদিকে না এসে থাকতে পারলাম না।'

সুদীপা বলেছিল, 'জানতাম। আপনি ঝরনায় ভাসতে ভালবাসেন, না এসে থাকবেন কেমন করে?'

মাননীয় অতিথি বলেছিলেন, 'বিউটিফুল! কিন্তু গেলাসটা খালি কেন?'

বিম্বা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে হাত তুলে একজন ভৃত্যকে ডেকেছিল এবং ইশারায় সুদীপাকে পানীয় দিতে বলেছিল। নবনীত আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গিয়েছিল। ওর সব সময়েই ইচ্ছা, একটু দূর থেকে সব কিছু দেখবে।

মিসেস হালদারের পার্টিতে তার কোনো উপায় ছিল না, অন্যান্য নিমন্ত্রিত মহিলা পুরুষদের সঙ্গে ওকে কথা বলতে হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায়ই সুদীপা আর বিম্বার মিলিত হাসির শব্দ যেন আচমকা কাচের বাসনপত্র ভেঙে পড়ার

মতো ঝনঝনিয়ে বেজে উঠছিল, আর মিসেস হালদার বলে উঠছিলেন, 'মেয়ে দুটো আজ শরীর খারাপ না করে ছাড়বে না দেখছি।'

নবনীত একেবারে শতভাগ অস্বীকার করতে পারে না, সুদীপার হাসি ঠাট্টাগুলোর কথা সেই মুহূর্তেই তার মস্তিষ্ক থেকে শূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং মেয়েটি কিছু কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক কী না, এরকম একটা প্রশ্নও মনে জেগেছিল, কিংবা হয় তো, কলেজের সেই হৈ চৈ করা সুদীপা মজুমদারই রয়ে গিয়েছে, এইরকম ভেবেছিল। কিন্তু সুদীপা আবার নবনীতর কাছে এসেছিল, আর তখনই, মিসেস হালদার সম্পর্কে মন্তব্যগুলো ক'রেছিল! নবনীত যুগপৎ সচেতনতা এবং অস্বস্তিবোধ করেছিল, কথার মোড় ফিরিয়ে, তখনই জানতে পেরেছিল, সুদীপা একটি বেসরকারী অফিসে চাকরি করে। আবার তাদের সামনে সেই বিশিষ্ট মাননীয় অতিথি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুদীপা বলেছিল, 'জানতাম, না এসে থাকতে পারবেন না।'

মাননীয় অতিথি হেসে বলেছিলেন, 'মিঃ ঘোষের ভাগ্য দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।'

সুদীপা বলেছিল, 'তাই নাকি? কিন্তু দেখবেন, ও'কে ভাগ্যবান কুকুর বলে প্রশংসা করবেন না, শুনতে আমার খারাপ লাগবে।'

মাননীয় অতিথি খুবই হেসেছিলেন, এবং তাঁর পারিষদবৃন্দও, নবনীত যাদের ভালোই চেনে, দুঃসাহসী আর কড়ামেজাজের লোক সবাই, যারা প্রায় সময় মতো হাসতে পারে, কিন্তু ঠিক সময় মতো রেগে যেতেও পারে। তারপর থেকেই সুদীপা নিজেকে ক্রমাগত হারাতে আরম্ভ করেছিল, মানে, অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। নবনীত খাবার টেবলের দিকে ওকে যেতে দেখেনি, যখন মাননীয় অতিথি মিসেস হালদারের কোনো কথার জবাবে নবনীতকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'মিঃ ঘোষ হলেন আমার অভিভাবক, যা করবার উনিই করবেন, আমি নিমিত্ত মাত্র। মিঃ ঘোষ ভারি কড়া লোক, ও'কে আমি ব্যাচেলার বলবো, কি, আনম্যারেড বলবো, ঠিক জানি না, কিন্তু উনিই আমার অভিভাবক।'...

মিসেস হালদার নবনীতর হাত চেপে ধরে বলে উঠেছিলেন, 'রিয়্যালি? য়ু আর এ কনফার্মড ব্যাচেলর?' বলে নবনীতর আপাদমস্তক, দৃষ্টির দ্বারা যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছিলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার কোনো প্রশ্নই ছিল না, নবনীত মদিরারক্ত চোখের ওপর চোখ রাখতে পারে না, নিজের চোখে কেমন যেন জল কেটে যায়। কিন্তু একজনের কথা তখন নবনীতর মনে পড়েছিল, যা সম্ভবত অনিবার্য ছিল। অবিশ্যিই সে এমন একজন না, যার কথা নবনীত মনে করতে চায় না। কারণ নবনীতর মনে করা না করার ইচ্ছার ওপরে, সেই একজন, তার স্মৃতিকে কোনোরকম রেয়াত করে না। মিসেস শেলী হালদারের সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই একজনের অনেক প্রভেদ। সম্ভবত বয়সের সমতার জন্যই তখন মনে পড়েছিল। কিন্তু সেই একজন কি মিসেস হালদারের মতো মধ্য চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে? হয় নি, তবে

চল্লিশ অতিক্রান্ত, নিঃসন্দেহে।

তারপরেই ক্রমাগত, পার্টি সমাবেশের চেহারাটা বদলিয়ে গিয়েছিল, যা দেখে নবনীত অবাক হয় নি কারণ, মত্ততা, সুখ অসুখ উল্লাস আর বিরক্তি ইত্যাদি সবই এসব ক্ষেত্রে, পালা ভাঙবার সময়েই যেন হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে তার সঙ্গে চলতে থাকে বিদায়ের পালা। নবনীতর একটা কর্তব্য, মাননীয় অতিথি বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত তার বিদায় নেওয়া চলে না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সুদীপা মাননীয় অতিথিকে সেই অপমানকর কথাগুলো বলার পরে, মাননীয় অতিথি এবং তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গেই, সুদীপাকে পাঠাতে চেয়েছিলেন মিসেস হালদার। অন্যদিকেও উৎসাহ কম ছিল না। নবনীত সেই একটা সময়ে, কয়েকটা মুহূর্তে, মনে মনে তার যেরকম অবিচলিত থাকা উচিত, তা থাকতে পারে নি। সে প্রায় ধরেই নিয়েছিল, সুদীপাকে মাননীয় অতিথি এবং তাঁর পারিষদদের সঙ্গে যেতেই হবে। না চাইলে, তাকে জোর করেই নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সুদীপা সেলারের দিকে এগিয়ে, গেলাস নিয়ে হুইস্কি ঢেলেছিল। সে মোটেই সুস্থ ছিল না, তথাপি গেলাসে চুমুক দিয়ে, অনেকটা যেন নিজের মনেই বলেছিল, 'সাপকে খোঁচানোর থেকে, বেড়ালকে খোঁচানো ইজ মোর ডেঞ্জারাস্।'

মাননীয় অতিথি ভারী চোখের পাতা মেলে অনেকটা দূর থেকেই, সুদীপাকে দেখেছিলেন। নবনীত যা ভাবতে চায় না, তা-ই তার মনে হয়েছিল, মাননীয় অতিথির দৃষ্টিকে কেমন যেন কুমীরের দৃষ্টির মতো দেখাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'ওয়ান স্টেপ ব্যাক, টু স্টেপ ফরওয়ার্ড। আই ডোন্ট মাইন্ড মিসেস হালদার, আজ আমি ব্যাকওয়ার্ড স্টেপ করছি, এটা আমি অনেক কষ্ট করে শিখেছি।' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে সপারিষদ বিদায় নিয়েছিলেন। নবনীত সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। বাইরে সিকিউরিটির লোকজনরা সচেতন ছিল। মাননীয় অতিথির সঙ্গেই, তারাও বিদায় নিয়েছিল। মিসেস হালদার তখন বাইরে ছিলেন, নবনীত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, নিজের হিলম্যানের দরজা খুলেছিল, তখনই সুদীপার, প্রায় চিৎকার শোনা গিয়েছিল, 'নবনীত, প্লিজ, একটু দাঁড়াও।'

মিসেস হালদার বলে উঠেছিলেন, 'এই চুমকি, মিঃ ঘোষের সঙ্গে তুই কোথায় যাবি? রাত্রে আমার এখানেই থাকবি।'

সুদীপা বলেছিল, 'নো শেলীমাসী, আই শ্যাল গো ব্যাক টু মাই প্লেস! নাইট!'......

বলতে বলতে ও নবনীতর গাড়ির সামনের আসনের দরজা খুলে বসে পড়েছিল। নবনীত প্রকৃতই বিভ্রান্ত বোধ করেছিল। সুদীপা বলেছিল, 'প্লিজ নবনীত, গাড়িটা আগে স্টার্ট করো, তারপরে যা বলবার বলো।'

নবনীত একবার মিসেস হালদারের দিকে তাকিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু এত রাত্রে চুমকির এলাকায়।'

সুদীপা আবার বলেছিল, 'হারি আপ্ নবনীত, প্লিজ।'

নবনীত, অতএব, খানিকটা নিরুপায় হয়েই গাড়ি চালিয়েছিল। সুদীপা বলেছিল, 'ভয় নেই, তোমার সংসারে গিয়ে, এখন আমি ঝামেলা পাকাবো না।'

নবনীত বলে উঠেছিল, 'সংসার! সে বস্তুটা থাকলে তোমাকে আমার ওখানে নিয়ে যাওয়ার কোনো অসুবিধাই ছিল না। আসলে—।'

সুদীপা বলে উঠেছিল, 'তার মানে, তোমার সংসার নেই? মিসেস ডেড? নো চিলড্রেন?'

নবনীত বুঝতে পারছিল, সুদীপা জ্ঞানত তাকে তুমি বলছিল না এবং সম্ভবত কোনো কথাই ভেবে বলছিল না।

সুদীপা জিজ্ঞেস করেছিল 'কিন্তু কোনো মিসট্রেস বা ওই জাতীয় কোনো মহিলা কি তোমার বাড়িতে আছেন? আমাকে দেখলে যিনি বিরক্ত হতে পারেন?'

সুদীপা নিজের থেকেই সব বলে চলেছিল। নবনীত মনে মনে হেসেছিল, 'না, সেরকমও কিছু নেই। এখন বলো, তোমাকে কোথায় নামাতে হবে।'

সুদীপা কথা বলবার সময়, মাথাটা আসনের পিঠে হেলিয়ে রেখেছিল, কপালে গালে ঘাড়ে চুল ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু নবনীতর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল না। নবনীতর কথা শুনে, হাত বাড়িয়ে নবনীতর কাঁধ স্পর্শ করে বলেছিল 'তাহলে তোমার বাড়িতেই আমাকে নিয়ে চলো। আমার বাসাটা যাদবপুরের দিকে, ওদিকে এখন আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না। কাছেই একটা মেয়েদের হস্টেলে আমার এক বন্ধু থাকে। কিন্তু এ অবস্থায় সেখানেও এত রাত্রে যেতে চাই না। তোমার বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দেবো। আমি বুঝে নিয়েছি, সাপ বেড়াল খোঁচানোটা তোমার পছন্দ নয়, তবে মনে মনে হয়তো রাগ করছো। কিন্তু তাড়িয়ে দিও না।'

নবনীত তখন পরের অধ্যায় ভাবতে আরম্ভ করেছিল। রাত্রির অধ্যায়, কোথায় কী ভাবে সুদীপাকে থাকতে দেওয়া যায়। অবিশ্যিই, তার নিজের শোবার ঘরটাই। সিদ্ধান্ত নিতে তার দেরি হয় নি, দেরি হলে সেটা অযথাই হতো, অতএব সে তার পুরনো গাড়িকে যতোটা সম্ভব দ্রুত ছুটিয়ে বাড়ি পৌঁছেছিল। গাড়ি থেকে নেমে, সুদীপা নিজের ভার সামলাবার জন্য, নবনীতর ওপর কিছুটা নির্ভর করেছিল, যা খুবই স্বাভাবিক ছিল। গতকাল রাত্রে গোপীনাথ ছিল না। কোনোদিনই রাত্রে থাকে না, নিয়মানুযায়ী রোজ রাত্রে নবনীতকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে সে বিদায় নেয়। যেসব রাত্রে নবনীত বাড়িতে খায় না, গোপীনাথ সেইসব রাত্রে বাইরে খায়, পয়সা অবিশ্যিই নবনীত দেয়। ঘরে পৌঁছে তখনই, সকালবেলার চায়ের সময়ের কথাটা সে সুদীপাকে জিজ্ঞেস করেছিল, যার জবাবে।

ভাবনায় ছেদ পড়লো। গোপীনাথ কখন কাছে এগিয়ে এসেছে, খেয়াল

করে নি, বললো, 'আপনার আগে নাইতে যাবার সোমায় হয়ে গেল।'

নবনীত কোদাল চালানো থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সার্টটা ঘামে ভিজে উঠেছে, শীতের সকালেও বেশ গরম লাগছে, আর অনেকক্ষণ কোমর ভেঙে থাকার জন্য একটু ব্যথাও করছে, যা এখনই ঠিক হয়ে যাবে। সে চারপাশে তাকালো, রোদটা সমস্ত জমির ওপর ছড়িয়ে গিয়েছে। সে জানতো, গোপীনাথ তাকে ঠিক সময়েই ডাকবে। এখনো তার নিশ্বাস দ্রুত। কোদালটা রেখে কোপানো অংশ দেখলো। খুব কম কাজ হয় নি। সে বারান্দার দিকে তাকালো। না, সুদীপার কোনো সাড়া শব্দ নেই।

নবনীত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বেরোবার আগে, আর একবার শোবার ঘরে ঢুকলো। সে স্নান করেছে, প্রাতঃরাশ তৈরি করেছে, পোশাক পরে, প্রাতঃরাশ খেয়েছে এবং এখন তার ঠোঁটে সিগারেট, ভ্রূকুটি চোখে চিন্তিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। সুদীপা এখন এ পাশে ফিরেছে, কিন্তু সারা গায়ে কম্বল জড়ানো, শয়ানভঙ্গি শীতার্ত গুটিসুটি, মুখটা এখন পুরোপুরি কম্বলের বাইরে। ও যে এখনো গভীর ঘুমে অচৈতন্য, বোঝা যায় ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের ভঙ্গি দেখে। সে একবার টেলিফোনের কথা ভাবলো, যেটা রয়েছে বসবার ঘরে। মিসেস হালদারকে কি একবার টেলিফোন করা উচিত? কিন্তু তিনি তো করেন নি, অথচ জানেন, নবনীতর সঙ্গেই সুদীপা গত রাত্রে বেরিয়েছে। তিনি যদি উদ্বেগ প্রকাশ করে কোনো টেলিফোন না করেন, (মিসেস হালদার নিশ্চয়ই তার টেলিফোন নাম্বার জানেন) নবনীত তাঁকে অকারণ ব্যস্ত করবে কেন? তথাপি এখন কর্তব্যই বা কী? সে কি সুদীপাকে ডাকবে? মনে হলো, উচিত না। এবং এই সিদ্ধান্তের পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে, তার আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হলো না। সে শোবার ঘর থেকে, বাইরের ঘরে গেল। সেখান থেকে কাজ বা পড়ার ঘরে। টেবলের ওপর থেকে অ্যাটাচিটা নিল এবং বেরিয়ে এলো একেবারে বারান্দায়। গোপীনাথ বারান্দায় ছিল, থাকবারই কথা। নবনীত বেরিয়ে গেলে, ও ঘর-দরজা বন্ধ করে চলে যাবে, অথবা এখনই সব পরিষ্কার করে দশটায় অফিসে যাবে। নবনীত বললো, 'শোন গোপীনাথ, আমার ঘরে একজন মহিলা শুয়ে আছেন। মহিলা, বুঝেছ? স্ত্রীলোক—মানে একজন দিদিমণি বলতে পারো। উনি এখনো ঘুমোচ্ছেন। কখন উঠবেন, জানি না। তুমি আজ আর অফিসে যেও না, বাড়িতেই থাকো। উনি কোনোদিন এ বাড়িতে আসেন নি, থাকেন নি, কিছুই জানেন না। উনি যখন উঠবেন, যা চাইবেন—মানে, খাবারটাবার, যা কিছু, তুমি করে দিও। তারপরে উনি হয়তো চলে যাবেন। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো, আমি অফিসে চলে গেছি।' নবনীত প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল, এবং গোপীনাথের মুখের ক্রম পরিবর্তন দেখেই সে বুঝেছে, গোপীনাথ এতোই হতভম্ব হয়ে গিয়েছে, গ্যারেজের গেটটা খোলবার কথা মাথায় নেই। গোপীনাথ বছর পাঁচেক, বলতে গেলে তার সঙ্গেই আছে কখনো এরকম

কথা শোনে নি, বোধহয় ভাবতেই পারছে না। নবনীত নিজেই গ্যারেজের গেট খুললো, এবং অ্যাটাচিসহ যখন গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে বসলো, তখন গোপীনাথ ছুটে এলো, কিন্তু তখন আর ওর কিছু করার নেই।

নবনীত গাড়ি স্টার্ট করে, পেছিয়ে এসে, সামনের গেটের দিকে যাবার আগেই, গোপীনাথ ছুটে গিয়ে বাড়ির গেট খুলে দিল। নবনীতর বলার কিছুই ছিল না একমাত্র লক্ষ করা ছাড়া, গোপীনাথের বিভ্রান্ত অবাক দৃষ্টি এবং প্রায় অচেনা মুখটা। সে গাড়ি চালিয়ে অফিসের রাস্তায় এগিয়ে চললো। নবনীত যে একেবারেই চিন্তিত না সুদীপার বিষয়ে বা গোপীনাথের অবাক বিভ্রান্তিতে, তা ঠিক না। এখন গোপীনাথের কথাই বিশেষ করে তার মনে আসছে, যে তার পাঁচ বছরের জীবনে, হয়তো কালেভদ্রে, কখনো কোনো মহিলাকে নবনীতর বাড়িতে আসতে দেখেছে, যারা সম্পর্কে তার আত্মীয় কেউ বা অফিসের। অফিসের বাইরের কেউ হলেও, অফিসের সঙ্গে যুক্ত কোনো প্রয়োজনে হয়তো কারোকে আসতে দেখেছে, যারা রাত্রিবাস তো দূরের কথা, অনেককে চা দিয়েও আপ্যায়ন করা হয় নি। গোপীনাথকে সুদীপার বিষয়ে ভেঙে বিশদ বলার কোনো প্রশ্নই নেই, কিন্তু গোপীনাথকে যে গভীর চিন্তায় ফেলে আসা হলো কোনো সন্দেহ নেই। নবনীত অনুমান করতে পারে না, ও সুখী হবে বা দুঃখিত হবে বা রেগে যাবে বা মনে ঘৃণা জাগবে। কিংবা এসব কিছুই হবে না, ও হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাকেই দেখবে অত্যন্ত নির্বিকার দৃষ্টিতে, যদিচ ওর পরিবর্তিত মুখ ও বিভ্রান্ত বিস্ময় নবনীত লক্ষ করেছে।

কিন্তু কাজ, অনেক কাজ নবনীতকে গিয়ে এখন করতে হবে। তার মধ্যে যতো ভণ্ডামি, নষ্টামি আর সর্বনাশই থাকুক কিন্তু সেটাও একটা যন্ত্র, এবং জনসাধারণের যথার্থ স্বার্থ ও অধিকার ইত্যাদির প্রয়োজনেই, তাকে নির্বিকারভাবে সমস্ত কাজ করে যেতে হবে। তার অফিসটা কলকাতার অফিসপাড়া বলতে যে অঞ্চলকে বোঝায়, সেখানে না। যোগাযোগটা সেই অঞ্চলের সঙ্গে, প্রতি মুহূর্তেই রাখতে হয়। সেই হিসাবে, নবনীতর অফিস অঞ্চলটা যেমন কিছু কিঞ্চিৎ নিরিবিলি, তাকে কাজও করতে হয়, অনেক কম লোক নিয়ে। করণিকদের দল খুব ভারী না, বরং কিছু অফিসারকে নিয়েই তাকে বেশির ভাগ কাজ করতে হয়—বুরোক্রাট যাদের বলা যায় এবং সে নিজেও তার মধ্যেই পড়ে, তবে অফিসাররা প্রায় সব ক্ষেত্রেই, কঞ্চির মতো দড়ো। তারা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কর্মক্ষমতা বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন, এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন, এসব বুরোক্রাটদেরও ভয়ংকর নিষ্ঠুর আর দাম্ভিক করে তোলে। নবনীতকে স্বভাবতই অবিচল, শান্ত আর তুষ্ণীভাব ধারণ করে এদের সঙ্গে আচরণ করতে হয়। দূরত্ব বজায় না রাখতে পারলেও নির্বিকারভাবে কাজ করতে হয় এবং উত্তেজনা হচ্ছে এক্ষেত্রে সব থেকে বড় শত্রু দুর্বলতার রাজদুয়ারের কপাট খুলে দেওয়া, এটা সে ভালো

জেনেছে।

নবনীত গাড়ি নিয়ে, অফিস বারান্দায় দাঁড়াতেই তার খাস বেয়ারা সেলাম ঠুকে, দরজা খুলে দাঁড়ালো। নবনীত তার হাতে অ্যাটাচিটা তুলে দিয়ে, গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ফিরে গাছতলার নীচে, কারসেডে ঢুকিয়ে দিল। গাড়ির চাবি নিয়ে, ফিরে এসে সামনের ঘরে ঢুকলো, যেখানে কোনো রিসেপসনিস্ট নেই। সিঁড়ির পাশে, একটি ছোট ঘরে টেলিফোন অপারেটর দুটি মহিলা আছেন। অফিসবাড়িটি দোতলা, অতএব লিফটের কোনো প্রশ্ন নেই, তবে ঢোকবার মুখে, গেটের কাছে, রাইফেলধারী পাহারা আছে, যে ফৌজী কায়দায় নবনীতকে সেলাম ঠুকলো। নবনীত জানে, তার আসার সংবাদ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। অবিশ্যি এখনো সকলের আসবার সময় হয় নি। নবনীত অনেকের থেকে আগে আসে, আসতেই হয় এবং তার সংগে আরো অনেক পরে আসার কথা, তারা অনেক পরে আসে কারণ তারা কেউ নিজের গাড়ি নিয়ে অফিসে আসে না, অফিসের গাড়িতে আসে, যা তাদের অধিকারভুক্ত, কিন্তু অফিসের গাড়ির চালকরা কখনোই নাকি ঠিক সময়ে তাদের অফিসে এনে পৌঁছে দিতে পারে না সেইজন্য দেরি হয়। নবনীত কোনো অপচয় না ঘটানোর জন্য, বা জনসাধারণের টাকার প্রতি দয়া দেখানোর উদ্দেশ্যে, নিজের মান্ধাতা আমলের পুরনো ঝরঝরে গাড়িটা নিজের হাতে চালিয়ে আসে না। পদাধিকার বলে, গাড়ি পাওয়াটা তারও অধিকারভুক্ত, টাকায়, জনসাধারণের জন্য কাজ এবং যে সব প্রচলিত অর্থে, জনসাধারণের করা বোঝায়, তার সবটাই তা-ই, এবং তার অন্যান্য অফিসারের তুলনায়, পদাধিকার বলে তার টাকা এবং কাজও বেশি ও মূল্যবান বোঝায়। কিন্তু স্বস্তি নামক একটা অনুভূতি আছে, সেজন্যই সে তার নিজের গাড়ি নিজে চালিয়ে আসে। অতএব এক্ষেত্রে নিয়মমাফিক তার কিছু প্রাপ্য নেই, এবং নিয়ম সে মেনে চলে। অবিশ্যি ড্রাইভারের বেতন না হোক, গাড়ি চালাবার আর যা কিছু প্রয়োজন, তেল মবিল বা মেরামত করানো, এসব সে পেতে পারে। টাকার প্রয়োজন আছে, এ কথা যেমন সত্যি, প্রয়োজন মেটাতে যা যা করণীয়, সকলেই সেইসব করণীয় কাজ করবার যোগ্য না। যোগ্যতা, এক্ষেত্রে না পারা বা অনিচ্ছা। নবনীতর পক্ষে দুটোই, পারে না, ইচ্ছাও নেই, আর নিজের গাড়ি চালিয়ে আসে বলেই বোধহয়, সে অনেকের থেকে অনেক আগে আসতে পারে।

নবনীত দোতলার অফিস বারান্দা দিয়ে, তার নিজের ঘরের লক্ষে এগিয়ে গেল, যেটা এক প্রান্তে। একজন মহিলা কর্মচারি, গায়ে হাতে বোনা উলের জামা গায়ে, কপালে দু হাত ঠেকিয়ে বললো, 'নমস্কার স্যার।'

নবনীত হাসলো, কপালে দ্রুত দুই হাত ঠেকিয়ে বললো, 'নমস্কার। আপনি দেখি রোজই প্রায় ঠিক সময়ে আসেন।'

মহিলার নাম অর্চনা, নবনীত জানে, এবং বিবাহিতা, তার স্বাক্ষর তাঁর

সিঁথায় ছোয়ানো মৃদু আর সংক্ষিপ্ত সিঁদুরের রেখায়। শ্যামবর্ণ অর্চনার বয়স তিরিশের মধ্যে, এখনো স্বাস্থ্য ভালোই বলা যায়, মুখের হাসিটিও মিষ্টি, চোখের তারা দুটিতে একটু বেশি দীপ্তি। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। নবনীত এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার ছেলে দুটি ভালো আছে?'

অর্চনা যেন একটু লজ্জা পেলেন, এইভাবে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, ভালো আছে। আপনি স্যার এত সকালে, এই শীতে শুধুমাত্র একটা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছেন? শীত করছে না?'

নবনীত হেসে বললো, 'করে না তো দেখি। সকালে স্নানের পরে, আমার আর শীত করে না। অবিশ্যি সার্টের নীচে একটা উলেন গেঞ্জি আছে।'

যেন শেষের কথাটার মধ্যেই এই কথাবার্তার আসল কৌতুকটা লুকানো ছিল, এইভাবে নবনীত মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে, নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। একটু কি ছলনা করা হলো? বোধহয় না, ঠিক অফিসে ঢোকবার মুখেই, কারোর সঙ্গেই সে দাঁড়িয়ে গল্প করে না। অবিশ্যি আর কী কথাই বা এই মহিলার সঙ্গে থাকতে পারে। তাঁর ছেলেদের কথা জিজ্ঞেস করাটা, একটা প্রচলিত ভদ্রতা, কারণ, তাঁর দুটি ছেলে আছে, নবনীতকে কী একটা উপলক্ষে জানিয়েছিলেন। তা ছাড়াও, নবনীত জানে, উনি এ অফিসের একজন অফিসারের বিশেষ প্রিয়পাত্রী, যাঁর বিশেষ চেষ্টায়, মহিলাকে এক দূর জেলার অফিস থেকে এখানে ট্রান্সফার দিয়ে আনা হয়েছে। অর্চনা সেই অফিসারের আত্মীয়া কী না, সে বিষয়ে নবনীতর সম্যক কোনো ধারণা নেই, তবে অফিসের বাইরে যত্রতত্র আচরণের ক্ষেত্রে উভয়ের কেউ-ই গোপনীয়তা করেন না। তাঁদের বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত। অনেকের ঈর্ষা এবং ব্যঙ্গের বিষয়। অতএব, দুর্বাক্য আর কটু সমালোচনার অভাব নেই। কিন্তু ক্ষতি কী?

পার্সোনাল—অর্থাৎ খাস বেয়ারার, ভারী আর মোটা পর্দাটা তো তুলে ধরে রাখবার কথা। রোজ রাখে বলেই, ব্যতিক্রমটা চোখে পড়ছে। নবনীত নিজেই, পর্দাটা তুলে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখলো, তার টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইনে সে বলছে, '...আজ্ঞে হ্যাঁ, বারান্দায়... এই যে নিন, বড়সাহেব এসে গেছেন।' বলেই সে (নাম তার বিপিন) রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো, 'স্যার, একজন মেয়েছেলে—মানে, লেডি টেলিফোনে আপনাকে চাইছেন, বললাম, আপনি আসছেন, কিন্তু স্যার উনি বিশ্বাস না করে, আমাকে ধমক দিচ্ছেন, আমি নাকি বাজে কথা বলছি।'

নবনীতর ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, আবার তৎক্ষণাৎ হাসলো, বললো, 'বুঝলে বিপিন কেউ আজকাল কারোকে বিশ্বাস করতে চায় না। তুমি রিসিভারটা টেবিলের ওপরে রাখো, আমি দেখছি। বেশিক্ষণ ধরে রাখলে হয়তো, টেলিফোনের ভেতর দিয়ে, তোমার হাতেই একটা কিছু এসে বিঁধে যাবে।'

বিপিনের হাসি পেলো, লজ্জাও হলো, এবং সে খুশি হয়েছে, বোঝা গেল। রিসিভারটা টেবিলের ওপরে রেখে, সে বেরিয়ে গেল। নবনীত তার ঘরের চারদিকে তাকালো। মেঝের কার্পেট থেকে, পর্দা তোলা কাচের বন্ধ পাল্লা, টেবল, চেয়ার, ফাইল, টেলিফোন দুটো পর্যন্ত। চেয়ারের বাঁ দিকে, সেন্টার টেবলের থেকে কিঞ্চিৎ ছোট একটা টেবলের ওপরে তার অ্যাটাচি। নবনীত চেয়ারে বসে, রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে মহিলার ব্যস্ত এবং প্রায় অধৈর্য স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো, কে, মিঃ ঘোষ?'

মিসেস হালদার! গতকাল মধ্যরাত্রের সেই ঝঙ্কার নেই, তবে টেলিফোনে তাঁর স্বরে তারুণ্য যেন আরও বেশি করে ফুটে উঠছে, মিষ্টতায় বয়সের কোনো ছাপই নেই। নবনীত বললো, 'হ্যাঁ, সুপ্রভাত। খবর কী বলুন।'

সুদীপার কথা সে ইচ্ছা করেই তুললো না, তিনি কী বলেন, সেটাই শুনতে চাইলো, কারণ হঠাৎ সকালবেলা কারোর মন মেজাজ খারাপ করে দেওয়া উচিৎ না। সুদীপার কথাটা তার বলাটা, মিসেস হালদারের কাছে অবাঞ্ছিত বোধ হতে পারে। মিসেস হালদার টেলিফোনে ফিক করে একটু হাসলেন, এবং যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ততার জন্যই, হঠাৎ কী বলবেন, ভেবে না পেয়ে কয়েকবার, হুঁ হাঁ উঁ ইত্যাদির পরে বললেন, 'খবর তো প্রচুর, আর সবই আপনার কাছে, তাই না? হ্যাঁ, তাই বলছিলাম কী, আমি কি আজ আপনার অফিসে যাবো? ওহ্ হ্যাঁ, দাঁড়ান, দাঁড়ান তার আগে জিজ্ঞেস করে নিই, সেই মেয়েটির—মানে, চুমকির—মানে, কালকের সেই সুদীপাকে কোথায় নামালেন? আমি খুব দুঃখিত মিঃ ঘোষ, ও এতো ইয়ে হয়ে গেছলো—।'

নবনীত বললো, 'হ্যাঁ, সুদীপা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ও কাল রাত্রে আমাকে যাদবপুরে—।'

'গেছলেন নাকি?' মিসেস হালদারের স্বর কন্টকিত শোনালো, এক ধরনের আতংকে আর ভয়ে।

নবনীত বললো, 'যাদবপুরে ও নিজেই যেতে চায় নি, কাছেই কোথায় একটি উয়োমেনস্ হস্টেলে—।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, লছ্মীর হস্টেলে গেছে।' মিসেস হালদার ব'লে উঠলেন নবনীতর কথার মাঝখানে, 'লছমী ভাট বলে একটি মেয়ে সেই হস্টেলে থাকে। তবুও আপনাকে ওই রাত্রে খুবই ট্রাবল নিতে হয়েছে। ওহ্ উঁ-হ্যাঁ, কিন্তু কাল রাত্রে ও খুব অন্যায় করেছে। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হবে না। যাকগে, এখন বলুন, আপনার অফিসে কখন যাবো।'

সুদীপা যেমন গতকাল রাত্রে গাড়িতে, নবনীতর বিষয়ে নিজেই অনেক কিছু ভেবে নিয়েছিল, মিসেস হালদারও সেইরকম করছেন। সুদীপা অবিশ্যি সুস্থ ছিল না, মিসেস হালদার এখন সেই হিসাবে সুস্থ, কিন্তু নবনীত বোঝে, তিনিও ঠিক সুস্থ নন, কারণ, শেষের জিজ্ঞাসাটা তাঁর কাছে এত বড়,

সুদীপার বিষয়টা নিজের ধারণা মতো ভেবে নিয়ে, দৌড়ে টপকে এসে পড়লেন শেষের জিজ্ঞাসায়। অতএব, আগে তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া স্থির করে, নবনীত বললো, 'আমার কাছে আপনি যে কোনো সময়েই আসতে পারেন। কিন্তু জানেন তো, প্রাথমিক মঞ্জুরিপত্রটা আপনাকেই আগে নিয়ে আসতে হবে। সেটা পেলে, আমি সবই করতে পারবো—মানে, সমস্ত ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখা, আর আমার বস্‌কে রিপোর্ট করা।'

মিসেস হালদারের স্বরে একটু আবদারের সুর মিশলো, নবনীত যেন দেখতে পেলো তিনি ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখের তারা ঘোরাচ্ছেন। বললেন, 'উঁম্, ওসব বললে আমি শুনছি না মিঃ ঘোষ, আমি জানি আপনার ওই খতিয়ে দেখাটাই হলো আসল কথা, আর আপনার রিপোর্টের ওপরেই আমার জীবন মরণ।'

নবনীত হেসে শান্ত ভাবে বললো, 'না না, কী বলছেন মিসেস হালদার আপনার কেসটা যাচাই করে দেখা, আর রিপোর্ট করাই, সব থেকে বড় ব্যাপার না। এটা হলো একটা নিয়মমাফিক ব্যবস্থা মাত্র, ডিসিশন যা কিছু সবই আমার বস্-এর, ওপরে আর কেউ নেই।'

মিসেস হালদারের তেমনি পুষি মার্জারি ভাবের উঁ আঁ একটু শোনা গেল, এবং বললেন, 'তিনি তো কাল আসল কথা বলেই দিয়েছেন, আপনিই হচ্ছেন ওঁর আসল অভিভাবক। আপনার এখনকার কথা আমি শুনতে চাই না।'

নবনীত হাসলো, যেন সত্যি বালিকার আবদার শুনে হাসার মতো, বললো, 'জানেন তো, ওসব কর্তাদের কথা। ঠিক আছে, আপনি ওখান থেকে ঘুরে আসুন আমি তো পাঁচটা অবধি অফিসে আছিই।'

মিসেস হালদারের ব্যস্ত স্বর শোনা গেল, 'আমি একটু বাদেই বেরোচ্ছি। ডালহৌসি হয়ে, আফটার লাঞ্চ আপনার অফিসে যাবো। তখন আর সব কথা হবে—মানে, আমার আর সব কথা।'

কথা শেষ হবার আগেই, তাঁর তরুণী স্বরের হাসি একটু শোনা গেল। নবনীত বললো, 'কিন্তু আপনাকে একটা খবর দেওয়া দরকার, সুদীপা কাল রাত্রে সেই মহিলাদের হস্টেলে যায় নি।'

'যায় নি? তবে কোথায় গেছে?' আতংকিত শোনালো তাঁর স্বর।

নবনীত বললো, 'ও কাল রাত্রে আমার বাড়িতেই ছিল—মানে, এখনো রয়েছে।'

মিসেস হালদারের স্বরে আঁতকে ওঠার মতো একটা ধ্বনি শোনা গেল মাত্র, 'আঁ!' তারপরে প্রায় পনেরো সেকেন্ড নীরবতার পরে, নবনীত যখন কথা বলতে গেল, তখনই মিসেস হালদারের উচ্ছ্বসিত হাসি, নানা সুর ও শব্দে কল্‌কল্ করে ভেসে এলো, বললেন, 'উহ্, উঁম্—হুঁ হুঁ, তাই বলুন! তা হলে ব্যাচেলরের লাস্ট নাইট দারুণ—এ মেমোরেবল নাইট গেছে! আহ্,

তার ওপরে এই কনকনে শীতের রাত, অ্যান্ড শী ওয়াজ ভেরি হট—য়োর একস্‌ স্টুডেন্ট। কংগ্রাচুলেশন মিঃ ঘোষ, আই কংগ্রাচুলেট য়ু।'

এবার নবনীতর চুপ করে থাকার পালা। এসব তার কিছুটা অনুমিতই ছিল। নবনীত নিজেও এ বিষয়ে সকালে তার শোবার ঘরে শায়িত সুদীপা এবং ঘরের অবস্থার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল। সে যা ভেবেছিল, মিসেস হালদার তার থেকে বেশি কিছু বলেন নি, সুর স্বর ভাষার ভঙ্গি যা একটু আলাদা। সুদীপা কী ভাববে, সে জানে না, মিসেস হালদারকে কথাটা তাকে বলতেই হতো, এবং নিজের দিক থেকে তার কোনো বাধা ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু তার সকালের তাজা মুখটা যেন শুকিয়ে গেল, একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটলো তার মুখে। সুদীপা তো মিসেস হালদারের মেয়ে বিম্বার বন্ধু। সকলের কাছে, নিজের মেয়ে বলেই পরিচয় দিচ্ছিলেন। স্নেহের আধিক্য অবিশ্যি তার মধ্যে ছিল, তথাপি এক কথায়, সুদীপাকে নবনীতর অংকশায়িনী ভেবে নেওয়াটা, একটু অস্বস্তিকর। তবে, সুদীপাকে সে যতোটা জানে, মিসেস হালদার তার থেকে নিশ্চয়ই বেশি জানেন, এবং তাঁর পরিবেশ পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতার থেকেই হয়তো বলছেন। বিম্বার বিষয় হলেও, তিনি এমনি করে বলতেন কী না, নবনীত জানে না। এ বিষয়ে আর কিছু বলার আছে বলে, তার মনে হলো না। সে স্বর স্বাভাবিক রেখে বললো, 'থ্যাংক্যু। তা হলে আপনি—।'

মিসেস হালদারের ব্যগ্র স্বর ভেসে এলো, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু শুনে নিই। চুমকি আপনাকে কাল রাত্রে দেখার পর থেকেই খুব ক্ষেপে ছিল, ড্রাংক অবস্থায় আরো ডেসপারেট হয়ে গেছলো। ও কি এখনো আপনার ওখানে রয়েছে নাকি?'

নবনীত বললো, 'আসবার সময় পর্যন্ত তো তাই দেখে এসেছি, অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার উপায় ছিল না থাকবার। আচ্ছা, এখন রাখি, পরে কথা হবে।'

মিসেস হালদার বললেন, 'নিশ্চয়ই। তবে সত্যি মিঃ ঘোষ, আপনি যে ওকে যাদবপুরে পৌঁছুতে যান নি, খুব ভালো করেছেন। ও যে-এলাকায় থাকে, মারাত্মক। ওই মেয়ে বলেই তা সম্ভব, কী যে না পারে!'

নবনীত জানে, সুদীপার বিষয়ে, আর আলোচনার কিছুই নেই। একটি ভাবনা ও বিশ্বাসের মধ্যেই, সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন যা বলবার, মিসেস হালদার বলবেন, তাকে শুনতে হবে। সে টেলিফোন রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখবার আগে, মিসেস হালদারের হাসি শুনতে পেলো। বেয়ারাকে ডাকবার বেল টিপলো। শব্দ মাত্রই, বিপিন পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকে বললো, 'স্যার, বক্‌সী সাহেব এসেছেন।'

নবনীত বললো, 'হ্যাঁ, ওঁকেই ডাকতে বলছিলাম। আসতে বলো, আর দেখ, মিঃ কর, আমজাদ সাহেব এসেছেন কী না। এসে থাকলে, তাঁদেরও

আসতে বলো।'

বিপিন বললো, 'আচ্ছা স্যার।' পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে সে আড়ালে চলে গেল।

নবনীত জানে, এবার মিঃ বক্সী ঢুকবেন, তাঁর ছ' ফুট বিশাল চেহারা নিয়ে। সে কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। নীল আকাশ, উজ্জ্বল রোদ আর কৃষ্ণচুড়া গাছ, পশ্চিম দিকে। পুষ্পের কোনো প্রশ্নই নেই, কৃষ্ণচুড়া এখন প্রতিদিন নিষ্পত্র হচ্ছে। আর মাত্র মাসখানেক পরেই, একটি পাতাও আর অবশিষ্ট থাকবে না, মনে হবে মৃত, রুক্ষ. কালো কতকগুলো ডালপালা মাত্র। তারপরেই কবে কখন চিকচিক করে ওঠে, কয়েকটি কচি পাতা, তার মাঝখানে লাল ফুলের উজ্জ্বল গুচ্ছ।

নবনীতর একটা নিশ্বাস পড়লো। ডান দিকে ফিরে দেখলো। একটু দূরে সারি সারি কয়েকটা পাম গাছ, যার আড়ালে দু একটি সেকালের পুরনো সাহেববাড়ি দেখা যায়। কিন্তু বারান্দার রেলিংএ শুকোয় শাড়ি, বাচ্চাদের জামা। দক্ষিণের আকাশটা আগে অনেকখানি দেখা যেতো। অতি সম্প্রতি বিরাট দুটো ইমারত উঠেছে, কম করে বোধহয় দশতলা উঁচু। কে জানতো, কলকাতার মাটিরও এতো ধারণ ক্ষমতা ছিল।

নবনীত সামনে তাকালো, মিঃ বক্সী। মাথায় টুপি থাকলেই, সেই কোন একটা সিগারেটের প্যাকেটের ওপরে ছাপা ছবির মতো মনে হতো। সেইরকমই তাঁর কয়েক ভাঁজ চিবুক, ফোলা চোখের কোল, চোখা মোটা নাক, গোঁফ দাড়ি কামানো ফরসা মুখ, মাথায় টাক এবং তা ধূসর চুলে ঘেরা, কেবল পোশাকটা কেমন পুলিশ কোর্টের দীন আয়ের উকীলদের মতো। কিন্তু তিনি খুবই স্মার্ট। মাথা ঝাঁকিয়ে মোটা স্বরে বললেন, 'গুড মর্নিং স্যার।' ডিসটার্ব করলাম না তো?'

নবনীত হেসে বললো, 'না না, ডিসটার্ব আবার কী। বসুন মিঃ বক্সী।'

মিঃ এস কে বকসী--সুরেন্দ্রকুমার বকসী, নবনীতর টেবলের ওপারে সারি সারি সাজানো চেয়ারের একটিতে বসলেন। বললেন, 'স্যার, একসকিউজ মী, মিসেস হালদারের দরখাস্তের কোনো কপি কি গতকাল আপনার ঘরে পৌঁছেছে?' মিঃ বক্সী হালদারের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। নবনীত একটু হেসে বললো, 'মিসেস হালদারের বিষয় পরে আলোচনা করা যাবে। দরখাস্তের কপি আসেনি। আগে আমরা কনফারেন্সটা সেরে নিই, কেমন?'

মিঃ বকসী একটু ঝুঁকেছিলেন, সোজা হয়ে বসে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

পর্দা সরিয়ে একজন উঁকি দিয়ে বললেন, 'গুডমর্নিং স্যার।'

নবনীত বললো, 'আসুন মিঃ কর।'

পর পর পাঁচজন ঢুকলেন। মিঃ কর, আমজাদ সাহেব, মিঃ মুখার্জি, মিঃ দেবনাথ, মিঃ দে চৌধুরী। মিঃ বকসীর মতো, সকলের হাতেই ফাইল। সকলেই বসলেন। নবনীত বেয়ারাকে বেল টিপে ডাকলো। বিপিন পর্দা সরিয়ে মুখ

বাড়াতেই, সে বললো, 'তুমি দুটো জানলা খুলে দাও, দক্ষিণ দিকের। তারপর বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

বিপিন যথাযথ আদেশ পালন করতে লাগলো। নবনীত অফিসের টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে নিল। মহিলা অপারেটরের স্বর ভেসে এলো 'ইয়েস স্যার?'

নবনীত বললো, 'শুনুন, আমরা কনফারেন্সে বসছি।'

অপারেটর বললো, 'ঠিক আছে স্যার।'

নবনীত রিসিভার রেখে দিল। এই বাই উইকলি কনফারেন্স, একটা রুটিন ওয়ার্ক, কিন্তু তাকে বিশেষভাবে সচেতন মনোযোগী থাকতে হয়। অফিসাররা কে কী রিপোর্ট পেশ করেন, তা সবই খুঁটিয়ে শুনতে হয়, দেখতে হয়, এবং তারপরে আলোচনা চলে। বিপিনের দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো।

দুটো বাজতে দশ মিনিট আগে কনফারেন্স শেষ হলো। অফিসারদের যাওয়ার তাড়া দেখে মনে হলো, তাঁরা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়ে নবনীতর ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। নবনীত প্রথমে রিসিভার তুলে, অপারেটারকে জানালো কনফারেন্স শেষ। অপারেটর বললো, 'স্যার এর মধ্যে তেরোটি কল এসেছিল। তিনজন নাম বলেন নি, বাকী দশজনের মধ্যে—।'

নবনীত বললো, 'ছেড়ে দিন। যাঁদের দরকার, তাঁরা আবার টেলিফোন করবেন।'

সে রিসিভার নামিয়ে রেখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিপিন ঢুকে বললো, 'স্যার আপনার খাবার এসেছে।'

নবনীত, তার ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণে, বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বললো, 'দাও আমি বাথরুম থেকে আসছি।'

নবনীতর কথার পৃষ্ঠেই প্রায় বিপিন আবার বলে উঠলো, 'স্যার, আজ গোপীনাথ অফিসে আসেনি।'

নবনীত বললো, 'জানি।' সে বাথরুমের বন্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো এবং ভিতর থেকে আবার বন্ধ করলো। বেসিনের সামনে দেওয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে যেতে যেতেই ঘরের টেলিফোন বেজে উঠলো। শব্দটা তার ডাইরেক্ট লাইনের না শুনেই বুঝতে পারলো। এতক্ষণ যারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল তারা আর তা ধারণ করে থাকতে পারছে না। স্বাভাবিক। কিন্তু নবনীতকেও কিছুটা সময় দিতে হবে। সে সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে ভাবলো. যারা এই অফিসের সঙ্গে কাজেকর্মে যুক্ত, অথচ বাইরের লোক তারা সকলেই মোটামুটি সময় অনুযায়ী পরিস্থিতি জ্ঞাত আছে, অতএব এই মুহূর্তেই তাড়াহুড়ো করার কোনো মানে হয় না। সে বেসিনের পাশে রাখা ছোট আলনার ওপর থেকে ধোয়া তোয়ালে দিয়ে হাত মুছলো। শুনতে পেলো, বিপিন টেলিফোনটা ধরে কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলছে। অস্পষ্ট

পরিষ্কার কোনো কথাই শোনা যাচ্ছে না, দু একটা কথা ছাড়া 'সাহেব' 'হ্যাঁ' 'আজ্ঞে' ইত্যাদি।

নবনীত আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখলো। তারপর বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বিপিন তখনো রিসিভার ধরে কথা বলছে, 'আজ্ঞে, আমি কী বলব--হ্যাঁ, উনি এখন—' এই পর্যন্ত বলতেই নবনীত তার চেয়ারের সামনে এগিয়ে এলো এবং বিপিন তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলো, 'এই যে উনি এসেছেন. আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলুন।'

নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠলো, সে জিজ্ঞাসু চোখে বিপিনের দিকে তাকালো। বিপিন রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো, 'স্যার আবার বোধহয় সেই মেয়েছে—আজ্ঞে সেই লেডি স্যার আমাকে ধমক দিয়ে বলছেন, তোমার সাহেবকে বলো আমি তাঁর কাছে কানাকড়ি সাহায্যও চাই না, আমার দরকার আলাদা। যতো বলছি আজ্ঞে, উনি—।'

নবনীত হেসে বললো, 'বিপিন আজ তোমার কপালটাই খারাপ, সকাল থেকে লেডির ধমক খেয়ে মরতে হচ্ছে, দাও দেখি আমি ঠান্ডা করতে পারি কিনা।' বলে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিয়েই বললো, 'দেখুন, আপনি যেই হোন, যাকে আপনি ধমকাচ্ছিলেন, সে মোটেই আপনাকে মিথ্যে কথা বলেনি।'

টেলিফোনের ওপার থেকে জবাব এলো, 'তাই নাকি?'

নবনীতর ভুরু আবার কোঁচকালো, অবাক জিজ্ঞাসু তার মুখের অভিব্যক্তি। অবিশ্যি মিসেস হালদারের কথা সে ভাবেনি, কারণ তিনি কখনোই এমন কথা বলবেন না, 'আমি তাঁর কাছে কানাকড়ি সাহায্যও চাই না।'...কিন্তু এ গলার স্বরটা কেবল অচেনাই লাগলো না, রীতিমতো অবিশ্বাস আর বিদ্রুপপূর্ণ শোনালো মহিলাটির কথার সুর। তাঁর 'তাই' কথাটা উচ্চারিত হলো 'থাই'। নবনীত অবিশ্যি খুব সহজে এই অবিশ্বাস আর বিদ্রুপ মেনে নিল না. বললো, 'হ্যাঁ' মানুষকে এক কথায় অবিশ্বাস করার কোনো মানে হয় না আর এভাবে অবিশ্বাস করে কোনো কাজই হয় না, অকাজই বেশি হয়। আমি সত্যি সত্যি অফিসের বাইরে চলে গেলে লোকটিকে আপনি বিশ্বাস তো করতেনই না, আরো ধমকাতেন। যে কোনো লোককেই এতো ধমক ধামকের দরকার কী? এখন বলুন. কে আপনি, কী দরকার আমাকে।'

বিপিনের চোখ মুখ আত্মগরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। নবনীতকে সে দেখছিল. যেন চোখের সামনে বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, ঈশ্বর অধিষ্ঠান করছেন। এই মুহূর্তে ও ওর কর্তব্য ভুলেই গেল, নবনীতর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া আর মুখের অভিব্যক্তি দেখবার জন্য বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইলো। খেয়াল নেই, উল্লসিত আনন্দে ওর দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

নবনীত শুনলো, টেলিফোনের অপর দিকের স্বর তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হলো এবং একটু যেন কৌতুকপূর্ণ আর মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা ভেসে এলো, 'খুব রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে?'

নবনীত রাগেনি মোটেই, আসলে একটু গম্ভীর স্বরে সেও একটু কৌতুক করার জন্যই কথাগুলো বলছিল। যাকে বলে 'মুড' তা তার খারাপ ছিল না, অধীনস্থ অফিসারদের কনফারেন্স করে সে কিছুটা স্বস্তিই বোধ করছিল কিন্তু এবার সে একটু যেন চমকে উঠলো, অবাক তো বটেই। এভাবে কে কথা বলছে? স্বরটা এখনো একান্তই অচেনা লাগছে। তবু সে বললো, 'রাগ করিনি, আপনি কে কথা বলছেন?'

টেলিফোনের ওপার থেকে কিঞ্চিৎ অভিযোগপূর্ণ স্বর শোনা গেল, 'আপনি আর আপনি! আমার গলার স্বরটা চেনা যাচ্ছে না? আমি তো প্রথম থেকেই বুঝতে পারছি, নবনীতর সঙ্গে কথা বলছি। আর নবনীত আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি—।'

'সুদীপা।' নবনীত বলে উঠলো, এবং হাসলো, যদিচ হাসিটাও একটু বিস্ময় মেশানো। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে টেলিফোন করছো? আচ্ছা থাক, শোনো, তোমাকে আমি একটা নাম্বাব বলছি, তুমি সেই লাইনে ডায়াল করো।' বলে সে তার ডাইরেক্ট লাইনের নাম্বারটা বললো। তাকে আর কিছু বলতে হলো না, সুদীপা তৎক্ষণাৎ ওপার থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

নবনীত রিসিভার রেখে বিপিনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বিপিন, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার খাবারটা নিয়ে এসো।'

বিপিন সচকিত হয়ে বলে উঠলো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার নিয়ে আসছি।' বলেই ঘরের পেছন দিকে চলে গেল। একটি স্টিলের আলমারি আর একটি কাঠের আলমারি পিছনের দক্ষিণে দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে। বিপিন কাঠের আলমারি খুলে টিফিন ক্যারিয়ার আর প্লেট বের করবার আগেই ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোন বেজে উঠলো। নবনীত রিসিভার তুলে কানে লাগালো, বললো, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে সুদীপা প্রথমেই বললো, 'আমি তো আপনার বাড়ি থেকেই কথা বলছি।'

নবনীত সেটা খানিকটা অনুমান করেছিল, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন ঘুম থেকে উঠলে নাকি?'

সুদীপার একটু হাসির আওয়াজ শোনা গেল, তারপরে 'না। ঘুম থেকে উঠেছি বেলা বারোটা নাগাদ। আপনি বেরিয়ে যাবার আড়াই ঘন্টা পরে। গোপীনাথ আপনার লোকটি, ও আমাকে লেবু চা করে খাইয়েছে। আমার চানটান হয়ে গেছে। জামা কাপড়ও কাচা হয়ে গেছে, শুকোতে দিয়েছি।'

নবনীতর মুখ দিয়ে অবাক স্বরে বেরিয়ে এলো, 'জামা কাপড়?'

সুদীপার স্বর শোনা গেল, 'হ্যাঁ, আমার জামা কাপড়গুলো। ওগুলো পরে কি আপনি আমাকে বাইরে বেরোতে বলছেন নাকি?'

নবনীত একটা ঢোক গিলে বললো, 'না, তা বলছি না, ওগুলো ময়লা

হয়ে গেছলো।'

সন্দীপার স্বর, 'হ্যাঁ, বিচ্ছিরি অবস্থা। সব সবই 'আমার গায়ে যা যা ছিল, সবই কেচে দিয়েছি শালটা ছাড়া। আপনার গোপীনাথই অবিশ্যি কাচতে চেয়েছিল। আমি তা দিই নি, তার বদলে ওর সংগে কথাবার্তা বলে বুঝলাম, আপনার বাড়িতে রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থাই আছে। আর গোপীনাথই (বিপিন স্যাণ্ডউইচের প্লেট সামনে রাখলো) শুনলাম আপনার রান্না করে। ওকে আমি রান্না করতে বলেছি। বিশেষ কিছু না, ডাল ভাজা আর ভাত। আমার খুব খিদে পেয়েছে, কাল রাত্রে খাওয়া হয় নি তো, খালি ড্রিংকই হয়েছে। তা ছাড়া আমার তো কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ভাবলাম খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করি। আপনি কি খুব রেগে যাচ্ছেন?'

নবনীত আদ্যোপান্ত যে ব্যাপারটা ভেবে উঠতে পারে না, তা নিয়ে রাগ করতে পারে না। সন্দীপা প্রশ্ন করে থামতেই আগে বললো, 'না, রাগ করিনি। এখন তুমি ইয়ে—মানে কী পরে আছো? তুমি তো বললে, তোমার—।'

তার কথার মাঝখানেই সন্দীপার হাসি শোনা গেল, বললো, 'হ্যাঁ, ওটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল। শুনে হয়তো আপনি রেগে যাবেন, আমি আপনার ওয়ারড্রব থেকে বের করে, আপনারই একটা পায়জামা আর হাওয়াই সার্ট পরেছি। ধুতিও ছিল, পরিনি, ভাল লাগলো না, মনে হলো আমাকে বিধবার মতো দেখাবে।'

নবনীত রীতিমতো উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। স্বভাবতই একটি মেয়ে যদি বলে, সে তার সব জামা কাপড়ই কেচে দিয়েছে, আর সেখানে যদি মেয়েদের জামা কাপড়ের কোনো চিহ্নই না থাকে, দুশ্চিন্তা হতেই পারে। সে একটু স্বস্তি পেলো এবং হেসে বললো, 'সেটা ভালোই করেছ। খাওয়া কি হয়ে গেছে?'

সন্দীপার জবাব, 'না, গোপীনাথ এখনো রান্না করছে। আজ গ্যাস নেই, হিটারে রান্না হচ্ছে, একটু দেরি হবে। তা হোক, হলেই খেয়ে নেবো। আমি সত্যি খুব ক্ষুধার্ত। এখনো ড্রিংকের এফেক্ট রয়েছে, খেয়ে একটু বিশ্রাম করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনি খেয়েছেন? শুনলাম, আপনি দিনের বেলা শুধু এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ খান।'

নবনীত বললো, 'খাইনি, স্যাণ্ডউইচের প্লেট সামনেই রয়েছে, এখুনি খাবো। তুমি তা হলে খেয়ে নিয়ে—।'

'একটু বিশ্রাম করবো, মানে ঘুমোবো।' সন্দীপার স্বর শোনা গেল, নবনীতর কথার মধ্যেই।

নবনীত বললো, 'হ্যাঁ তা করো। বিশ্রাম করে তোমার সময় মতো তুমি চলে যেও, আমি যে কখন ফিরবো তা ঠিক—।'

সন্দীপার স্বর আবার নবনীতর কথা শেষ হবার আগেই ভেসে এলো, 'না, শুনুন নবনীত, বিশেষ কাজ না থাকলে আপনি অফিস থেকে বাড়ি

চলে আসুন। আমাকে চলে যেতে বলাটা খুবই সহজ, সেটা এমন কোনো ব্যাপার না। আমার খুব ইচ্ছে, আপনি এলে আপনার সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে তারপরে যাবো। খুব অসুবিধে হবে?'

নবনীতর কাছে পরিস্থিতি রীতিমতো সংকটজনক মনে হলো। বেশ কয়েক সেকেন্ড সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। অফিস থেকে বাড়ি? কখনোই সে যায় না। এনগেজমেন্ট বুক দেখবার দরকার নেই, নবনীত জানে, আজ তার কোথাও কোনো, জরুরি কাজ বা কোনো বিশেষ জায়গায় যাবার নেই। যেরকম কাজের শেষে একটু আড্ডা দিয়ে ফেরে সেইরকমই ফেরবার কথা। তা ছাড়া সুদীপাকে চলে যেতে বলা মানে কোনোরকম বিতাড়ন না। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, সুদীপা যেন কোনো ফর্মালিটির কথা না ভাবে, নিজের সময় মতো চলে যায়।

সুদীপার স্বর আবার ভেসে এলো 'কি হ'লো, কথা বলছেন না কেন? আপনার অসুবিধে হলে আমি জোর করে থাকতে চাইনে।'

নবনীত বললো, 'আমি আমার অসুবিধের কথা ভাবি নি। অফিসের পরে আমার আজ কোন কাজ নেই। আসলে অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরি না, তাই ব্যাপারটা ভাবতেই সময় লেগে গেল। যাই হোক তোমার তো আজ কাজে যাওয়া হল না।'

সুদীপার জবাব শোনা গেল, 'না, কাল গিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দেবো। এখন আর আপনাকে টেলিফোনে আটকে রাখবো না, অনেক বেলা হয়েছে, আপনি খেয়ে নিন।'

নবনীত বললো, 'তা আমি খেয়ে নিচ্ছি। আমি কাল রাত্রে পেট ভরেই খেয়েছিলাম। গোপীনাথের রান্নার কাজকর্মের হাত একটু ধীর, তাড়া না দিলে আরো দেরি হবে। আসলে একে তো তাড়াহুড়ো করে রান্না করতে হয় না, অভ্যাস নেই। মিসেস হালদার তোমার খোঁজ করছিলেন।'

সুদীপা শুনেই যেন চমকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি বলেছেন নাকি আমি আপনার এখানে আছি?'

নবনীত বললো, 'হ্যাঁ। অবিশ্যি পরে আমার মনে হয়েছিল, না বললেই বোধহয় ভালো হতো। উনি ব্যাপারটাকে--।'

সুদীপা নবনীতর কথার মাঝখানেই বলে উঠলো, 'ও'র যেভাবে নেবার সেইভাবেই নিয়েছেন। আমার অবিশ্যি খুব খারাপ লাগছে, গত রাত্রে আপনাকে, আপনার বিছানা ছেড়ে শোফায় রাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু উনি তা মোটেই বিশ্বাস করবেন না, এর সুযোগ নেবার চেষ্টা করবেন। বোধহয় এতক্ষণে টেলিফোনে অনেকের কাছে কথাটা বলা হয়ে গেছে। আমার অবিশ্যি কিছুই যায় আসে না, কিন্তু আপনি এতোটা ভালো মানুষ তা আমি একবারও ভাবিনি।'

নবনীত কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে তুমি কি আমাকে

খারাপ মানুষ ভেবেছিলে নাকি?'

সুদীপার জবাব, 'খারাপ ভাবলে আর রাত্রে আপনার বাড়িতে আপনার বিছানায় শুতাম কেমন করে? ভালো মানুষ বলতে আমি অন্য কথা বোঝাচ্ছি। যাকগে বলেছেন যখন ঠিক আছে। মাসীটি আমার খুব এলেমদার তো, নানা ব্যাপারে হাতযশ যেমন আছে, অনেক বিষয়কে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, তাও খুব ভালো জানেন। কিন্তু আমি আর আপনাকে আটকাবো না, গোপীনাথ ডিম ভাজছে গন্ধ পাচ্ছি, আর থাকতে পারছি না। তবু একটা কথা, আপনার পড়ার ঘরের টেবিলে দেখলাম, একরাশ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের পত্রপত্রিকা রয়েছে, আমি ওগুলো ঘাঁটলে কোনো অসুবিধে নেই তো?'

নবনীত হেসে বললো, 'না। তবে বাঁ দিকে একটা আলমারি আছে, তার মধ্যে তোমার মতে যারা অসাম্রাজ্যবাদী, তাদের পত্রপত্রিকাও কিছু পাবে। ইচ্ছে করলে তুমি সেগুলোও ঘাঁটতে পারো।'

সুদীপার হাসি এবং কথা প্রায় এক সঙ্গেই শোনা গেল, 'আমার মতে? ঠিক আছে, এখন আর কোনো তর্কে যাবো না, ছাড়লাম। অফিস থেকে সোজা বাড়ি আসছেন।' বলেই আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

নবনীত রিসিভারটা রেখে স্যান্ডউইচের প্লেটটা একটু সামনে টেনে নিল। কিন্তু তার সারা মুখে অন্যমনস্ক চিন্তার ছায়া নেমে এলো। সমস্ত ঘটনার বাস্তবতাটা কোথায় এবং কী সে যেন ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না। সে স্যান্ডউইচ মুখে তুলে দাঁত বসালো, মুখ বুজে চিবোতে লাগলো. আর সুদীপার টেলিফোনের সমস্ত কথাগুলো আর একবার ভাবলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জবাবহীন এবং খানিকটা অর্থহীন ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো, সুদীপা তার খাবার টেবিলে খাচ্ছে, বিছানায় শুচ্ছে। সুদীপা এখনো তার বাড়িতে!

বিপিন মুখ ঢাকা গেলাসে জল দিল। ইতিমধ্যে সে বাইরে থেকে কালো কফিও নিয়ে এসেছিল। কফির কাপও সামনে এগিয়ে দিল। নবনীত স্যান্ডউইচ শেষ করে গেলাস তুলে দু চুমুক জল পান করলো। আর তখনই তার মনে পড়ে গেল, সুদীপা এখনো তাকে নাম ধরে কথা বললো, অবিশ্যি গত রাত্রে গাড়িতে যেমন 'তুমি' সম্বোধন করছিল, এখন তা করলো না, 'আপনি' বললো। গত রাত্রে মিসেস হালদারের বাড়িতে যেমন বলেছিল, ও তাকে নবনীত বলে ডাকবে, তা-ই ডাকলো। সে কোনো গভীর দুশ্চিন্তা বোধ করছে না। পৃথিবীতে অনেক রকমের পুরুষ আর নারী আছে। তারা অনেকেই জানে না কার শান্তি কীভাবে কতোটা বিঘ্নিত হতে পারে। নবনীতর সেটাই যা অস্বস্তি। সে তার শান্তি বিঘ্নিত হতে দিতে চায় না।

ছ'টার মধ্যেই অন্ধকার, রাস্তায় আলো জ্বলছে। অন্ধকার অনেক আগেই হয়েছে, পাঁচটা নাগাদ প্রায়। শীতের বেলা ছোট, আসতে আসতেই চলে যায়।

নবনীত হেড লাইট জ্বালিয়ে হর্ন দিল। অধিক রাত্রি না হলে বা অন্যান্য সাধারণ দিনের মতো ফিরে এলে সে গেটের সামনে হেড লাইট জ্বালিয়ে এভাবেই হর্ন বাজায়। গোপীনাথ এসে গেট খুলে দেয়। একটু বাদেই গেট খুলে গেল. আলোয় দেখা গেল গোপীনাথ না, সুদীপা, যে নবনীতর পায়জামা টেনে গুঁজে নানাভাবে সামলিয়ে নিয়ে পরেছে, আর তারই একটা সার্ট তার গায়ে কোমরের বেশ খানিকটা নিচে ঝুলে পড়েছে। চুল খোলা।

নবনীত চমকাতে গিয়েও চমকালো না, গাড়িটা আগে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে এবং গ্যারেজের দিকে যেতে যেতেই বললো. 'তুমি কেন, গোপীনাথ কোথায়?' বলতে বলতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল গ্যারেজের খোলা গেট দিয়ে। ইঞ্জিন আর আলো বন্ধ করে অ্যাটাচি হাতে যখন নেমে এলো, সুদীপা তার মধ্যে বাইরের গেট বন্ধ করে গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নবনীত সামনে এসে দাঁড়াতেই সুদীপা বললো. 'গোপীনাথকে আমার শাড়ি আর জামা একটু প্রেস দিয়ে আনতে পাঠিয়েছি। কাছেই নাকি কোথায় একটা লণ্ড্রিতে ইলেকট্রিক ইস্তিরি আছে।'

নবনীত বলে উঠলো. 'চলো চলো ভেতরে চলো. ঠান্ডা লেগে যাবে। তোমার শালটা জড়িয়ে ঘরের বাইরে এলেই পারতে।'

বারান্দার আলোটা জ্বালানো রয়েছে। নবনীত একবার আকাশের দিকে তাকালে। শীতের আকাশ খুব একটা ঝাপ্‌সা না. তারার ঝিকিমিকি প্রায় স্পষ্ট, কিন্তু কোথাও নিশ্চয় এক ফালি চাঁদ উঠেছে। একটা অস্পষ্ট আলোর আভাস ছড়িয়ে রয়েছে। সুদীপা বললো, 'কিছু হবে না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনাকে স্যুটেড বুটেড টাই পরা দেখবো। শীতের দিনে এরকম সামান্য পোশাক পরে বেরিয়েছেন?'

সকালের সেই মহিলা কেরানীর কথা মনে পড়লো। নবনীত বারান্দায় উঠতে উঠতে বললো. 'দরকার হয় না। একটা প্রোটেকশন অবিশ্যি আছে ভেতরে। কখন খেলে?'

দুজনেই পর্দা সরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকলো। সুদীপা বললো, 'আপনার টেলিফোন ছেড়ে দেবার পরেই। আপনার যে একটা ডাইরেক্ট লাইন আছে, গোপীনাথ বোধহয় জানে না!'

নবনীত বললো. 'জানে. তবে নাম্বারটা বোধহয় জানে না।' তারপরে অ্যাটাচিটা রাখবার জন্য তার পড়ার ঘরে যেতে গিয়েও একটা শোফার ওপরে রাখলো, বললো. 'থাক।' সে সুদীপার দিকে তাকালো। জামার ভিতরে কোমরের কাছে একটু ফুলে আছে। থাকাই স্বাভাবিক. কারণ পায়জামাটা ওকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়ে এপাশে ওপাশে একটু গুঁজতে হয়েছে, কিন্তু ঢলঢলে মোটেই দেখাচ্ছে না. যেমন দেখাচ্ছে না জামাটা ওর বুকের কাছে, কারণ ও মোটা না হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভালো, মেয়েদের বয়সোচিত লক্ষণে ওর বুক কোমর আর উরুদেশ গুরুভার। দৈর্ঘ্যে যে পোশাক ওর শরীরে

বেমানান দীর্ঘ, অন্য কারণে তা স্থান বিশেষে বেশ আঁট। নবনীত হেসে বললো, 'অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

সুদীপা কোনোরকম সংকোচ বোধ করে পায়জামা সার্ট ধরে টানাটানি করলো না, বললো, 'অদ্ভুত এমনিতে কিছু না. প্রায় এ ধরনের পোশাক তো মেয়েরা আজকাল কেউ কেউ পরে। মাপটা ঠিক নেই। আপনি তো খুব চিন্তায় পড়ে গেছলেন সব জামা কাপড় কেচে দিয়ে আমি তা হলে বোধহয় একেবারে—।' কথাটা ও শেষ না করে, হেসে উঠলো।

ও কী বলতে চাইলো, তা বুঝতে পেরে নবনীতই যেন একটু লজ্জা পেয়ে হাসলো, বললো, 'চিন্তা তো হবারই কথা। অবিশ্যি ছেলেরাও তো বিপাকে পড়লে, মেয়েদের শাড়ি পরে।' তারপরেই হঠাৎ স্বর বদলিয়ে বললো, 'আচ্ছা. আমি বরং এই পোশাকটা ছেড়ে ঘরে থাকবার মতো কিছু পরি। আমি কি ও ঘরে যেতে পারি?' বলে সে শোবার ঘরের দিকে তাকালো।

সুদীপা ভুরু কুঁচকে অবাক স্বরে বললো, 'নিশ্চয় যাবেন। কী আশ্চর্য, আপনার ঘর, এ আবার জিজ্ঞেস করবার দরকার আছে নাকি?'

নবনীত পূর্ণমাত্রায় অবহিত আছে, ওটা তারই ঘর। কিন্তু সুদীপা হয়তো অনুমানই করতে পারছে না. তার উপস্থিতি এবং অবস্থান বাড়ির সমগ্র চেহারাটাকেই কতটা বদলিয়ে দিয়েছে। সাময়িক হলেও নবনীত তা লক্ষ না করে পারে না. না ভেবেও পারে না। সে বললো. 'ঠিক তা না, তা হলেও একজন মহিলা থাকলে—।'

হঠাৎ থেমে একটু হেসে বললো, 'গত রাত থেকে, ও ঘরে তুমিই আছো তো, তাই একবার জিজ্ঞেস করলাম।'

নবনীত শোবার ঘরের পর্দা সরিয়ে, অন্ধকার দেখে, আগে ডান দিকে হাত বাড়ায়, অব্যর্থ সুইচ্‌টি টিপে আলো জ্বাললো। দেখলো, বেডকভার ঢাকা দিয়ে, খাটের বিছানা পরিপাটি সাজানো। এ সব গোপীনাথেরই কাজ। ড্রেসিং টেবলের ওপরে সুদীপার ব্যাগটা না থাকলে, ঘরের চেহারা যেমন থাকা উচিত, সেইরকমই আছে। ওয়ারড্রবের পাল্লা খুলতে চোখে পড়লো, কিছুটা এলোমেলো অবস্থা। নতুন মানুষের হাত পড়লে, যা হয়। সে সার্টটা খুলে, ওয়ারড্রবের একেবারে নিচের থাকে রাখলো। একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি এবং এণ্ডির একটা ব্যবহৃত চাদর বের করলো। পায়জামাটা নিয়ে বাথরুমে গেল। ট্রাউজার বদলিয়ে, পায়জামা পরে. হাত মুখ ধুয়ে নিল। এটাই, রাত্রের মতো শেষ ধোয়া না, খেতে যাবার আগে আর একবার বাথরুমে আসতে হবে। আপাতত সে বাথরুমের বাইরে এসে ওয়ারড্রবের মধ্যে ট্রাউজার রেখে গায়ে পাঞ্জাবির ওপর চাদরটা জড়িয়ে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে বসবার ঘরে এলো। সুদীপাকে দেখতে পেলো না। সে অ্যাটাচিটা নিয়ে তার পড়বার ঘরে গেল। দেখলো, সুদীপা, কাঠের আলমারি খুলে, কিছু রাখছে। নবনীতকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে হেসে বললো, 'অসাম্রাজ্যবাদী

বইগুলো রাখছি।'

নবনীতও হেসে, অ্যাটাচিটা পড়ার টেবলের পাশে, মেঝের ওপরে রাখলো। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বিকেলে চা খেয়েছ নাকি?'

সুদীপা বললো, 'খেয়েছি। আপনি কি এখন খাবেন?'

নবনীত বললো, 'খেলে হয়। চলো, ও ঘরে গিয়ে বসি। কিংবা, তুমি যেখানেই হোক, বসো, আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।'

কথাটা শুনে সুদীপার যতোটা অবাক হওয়া উচিত, তা ও হলো না, বললো, 'শুনেছি, সকালবেলা আপনি নিজের হাতেই চা জলখাবার তৈরি করেন, বাগানের কাজ করেন। আপনার মাটি কোপানো জায়গাটা দেখলাম। আপনি একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টর বলে আমার মনে হচ্ছে। কলেজে পড়বার সময়, আপনাকে মোটেই বুঝতাম না।'

নবনীত বসবার ঘরে এসে, হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন বুঝতে পারছো?'

'মোটেই না। আপনি ঠাট্টা করছেন নাকি?' সুদীপা একটু ঘাড় বাঁকিয়ে, নবনীতর চোখের দিকে তাকালো।

নবনীত দেখলো, গত রাত্রের তুলনায় সুদীপার মুখটা একটু ভারী, আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর চোখের কোলগুলো একটু ফোলা। মুখ তেলতেলে, আলোয় চিকচিক করছে। ক্রীম মেখেছে নিশ্চয়ই। গাল বা চোখ এখন লাল না, কিন্তু ওর চোখ দুটি ঝকঝকে, একটু বেশি উজ্জ্বল। সে বললো, 'ঠাট্টা করবো কেন? তুমি যদি জবাব দিতে, বুঝতে পেরেছো, তা হলে তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতাম, কী রকম বুঝেছ।'

সুদীপা তথাপি কয়েক পলক নবনীতর চোখের দিকে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলো, বললো, 'বুঝবো কেমন করে? আমি বলতে চেয়েছিলাম, আপনি যে অবিবাহিত, এরকম একটা জীবন কাটান, এসব তখন কিছুই বুঝতাম না। তখন অবিবাহিত ছিলেন জানতাম, এতদিনেও যে বিয়ে করেন নি, বাগান করেন, মাটি কোপান, নিজের হাতে নিজের খাবার তৈরি করেন, আপনাকে দেখে, এ সব ঠিক বোঝা যায় না। আমার ধারণা ছিল, আপনি যেরকম একটা চাকরি করেন, আপনার সব ব্যাপারটাই হবে বেশ রাজকীয়।'

নবনীত হেসে বললো, 'বসো। এখন আর নিজের হাতে চা করতে যাবো না। আজ একটু অন্যরকমই হোক, গোপীনাথ এসে চা করবে। কিন্তু আমি একলা এত বড় একটা বাড়িতে থাকি, তোমার এটা রাজকীয় মনে হচ্ছে না?'

নবনীত বসলো। সুদীপা বসলো না, বললো, 'সেদিক থেকে রাজকীয় ঠিকই। কলকাতার বুকে, এতখানি জায়গা নিয়ে, এতো বড় একটি বাড়িতে, একজন মাত্র লোক থাকে, খুবই রাজকীয়। তবে আরো রমরমা থাকা উচিত ছিল, খানসামা বাবুর্চি বেয়ারা, অনেকের আনাগোনা। এ যেন সাত্ত্বিক বিবাগী মানুষের বাড়ি।'

সুদীপা পা সামনের দিকে অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়ে বসলো। নিরুপায়

কারণ, পায়জামা উরুজঙ্ঘা কোমরের কাছে ফেঁসে যেতে পারে। বসে বললো, 'গোপীনাথের সঙ্গে গল্প করে, আর যেটুকু দেখলাম, আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল আপনার সম্পর্কে।'

'কিন্তু আমি সাত্ত্বিক বিবাগী, কিছুই না।' নবনীত বললো, 'আমি বেশ আরামে আর ভোগেই আছি। আসলে, আমার যে রকম থাকতে ভালো লাগে, সেই রকম থাকবার চেষ্টা করি। যা করতে ভালো লাগে, তা-ই করি। আর এতোখানি জায়গায় একটা বাড়িতে এরকম ছড়িয়ে থাকা এটাকে তুমি আমার একটা বিলাসিতা বলতে পারো।'

সুদীপা হেসে শরীরটা একটু সামনে পিছনে দোলালো। তারপরেই হঠাৎ কোমরের কাছে দু হাত রেখে, সোজা হয়ে বসে বললো, 'মনেই থাকে না যে, আমি আপনার সার্ট পরে আছি। অবিশ্যি আপনার বুকও যথেষ্ট চওড়া। ছেঁড়বার কোনো চান্স নেই, তবু ভয় লাগে। আপনি বোধ হয় একটু টাইট ফিটিং জামা পরেন। হ্যাঁ, কী যেন বললেন, বিলাসিতা? অবিশ্যি এই বিলাসতাকে, স্বার্থপরতা বলবো, না একটা মানসিকতা, তা বুঝতে পারছি না।'

নবনীত বললো, 'সেটার বিচার তোমার, তুমি যে-ভাবে নেবে।'

সুদীপা ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললো, 'ঝপ্ করে এ বিষয়ে কিছু বলবো না।'

এই সময়ে গোপীনাথ ঢুকলো। ওর হাতে খবরের কাগজে মোড়া সুদীপার জামা আর শাড়ি। ও ওর নিরীহ চেহারা আর চোখ মুখ নিয়ে, ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ে, যেন অকূল পাথারে পড়ে গেল, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। নবনীত ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, সুদীপার দিকে তাকালো। সুদীপার মুখ প্রায় গতরাত্রের মতো লাল দেখাচ্ছে, বোঝা গেল, ও হাসির বেগ সামলাচ্ছে। নবনীত অন্যান্য সময় যেমন বলে, সেই রকম বললো, 'গোপীনাথ, তুমি জামা কাপড় শোবার ঘরে রেখে, হিটারে একটু চায়ের জল বসাও।'

গোপীনাথ যেন এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল এবং তা পাওয়ামাত্র শোবার ঘরে চলে গেল। সুদীপা দু হাতে মুখ ঢাকলো, ওর শরীর কাঁপছে। গোপীনাথকে আবার এ ঘর দিয়েই রান্নাঘরে যেতে হলো। শোবার ঘরের পাশে, আর একটা শোবার ঘর আছে, সেটা খোলা থাকলে, তার পাশের বারান্দা দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরে যেতে পারতো। কিন্তু সে সব বন্ধ আছে, থাকেও বন্ধ করাই, খোলবার প্রয়োজন হয় না প্রায়। নবনীত সুদীপার মতো উচ্ছ্বসিত না হলেও, হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'ও বোধ হয় তোমাকে প্রথম দেখে খুব অবাক হয়েছিল?'

সুদীপা মুখ থেকে হাত নামালো। মুখের মতো, ওর চোখ দুটোও লাল দেখাচ্ছে, এবং ও শব্দ করে হাসলো। নবনীত দেখলো, সুদীপার বুকের কাছে, হাওয়াই সার্টের একটা বোতাম খুলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই হাসি দমন করতে

গিয়ে এ-রকম ঘটেছে, আর অন্তর্বাস বলতে যা বোঝায়, তা ওর গায়ে নেই। কথাটা ওকে বলা উচিত কি না, স্থির করতে পারলো না। এই হাসি যেন, ঝাপটা দেবার মতো, ওর মুখের ক্লান্তির ভাবটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। জামার বোতামের কথাটা বলার দরকারই বা কী। না বলা সাব্যস্ত করে, সুদীপার হাসির বেগটা সামলানোর অপেক্ষায়, নবনীত ওর মুখের দিকে দেখলো, ভাবলো, ওর বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নবনীতের আসল কৌতূহলটা, আপাতত গোপীনাথকে নিয়েই।

গোপীনাথের সকালবেলার সেই বিভ্রান্ত মুখটা তার মনে পড়ছে। সুদীপা হাসি সামলিয়ে, দ্রুতনিঃশ্বাসের মধ্যে বললো, 'শুধু অবাক না, মনে হয়, আপনার গোপীনাথ খুব অ্যাংজাইটিতে ছিল।'

নবনীত ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যাংজাইটি?'

সুদীপা বললো, 'হ্যাঁ। আমি জানি না, আপনি ওকে কী বলে গেছলেন। ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হতে, ও আমাকে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, আপনার শরীর ভালো আছে তো? ডাক্তারবাবুকে ডাকবো? ওর কথা শুনে আমিই অবাক হয়েছিলাম। ভাবলাম, আপনি বোধ হয় ওকে এরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন।

সুদীপার কথা শুনতে শুনতেই, নবনীত অবাক হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে, গোপীনাথের এতোটা বিচলিত হবার কারণ কী? সে তো ওকে সে রকম কোনো নির্দেশ দিয়ে যায় নি। কিন্তু মুহূর্তেই ব্যাপারটা সে অনুমান করে নিল, কারণ গোপীনাথকে সে কিছুটা বুঝতে পারে। বললো, 'তুমি তো বলছিলে বেলা বারোটায় ঘুম থেকে উঠেছ। সেটাই ওর অ্যাংজাইটির কারণ। সুস্থ মানুষ বেলা বারোটা অবধি ঘুমোতে পারে, এটা ও ভাবতে পারে না। তা ছাড়া, বেলা সাড়ে ন'টা থেকে, ও তোমার জাগবার জন্য অপেক্ষা করেছে। প্রথমে ও তোমার কথা কিছুই জানতো না, আমি বেরোবার সময় বলে গেছলাম, তুমি ঘুম থেকে উঠলে ও যেন তোমার দরকার মতো সব ব্যবস্থা করে দেয়।'

সুদীপা বললো, 'সে সবের কোনো ত্রুটিই ও করেনি। আপনার কথাই ঠিক। আপনি ওকে বলে গেছেন, সব ওর কাছ থেকে শুনে নিয়েছি। শুনে নিয়েছি অবিশ্যি অনেক কথাই।'

নবনীতর মনে একটা আশঙ্কা জেগে উঠলো, এবং অস্বস্তিও। জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ বিষয়ে? গোপীনাথের বিষয়ে?'

সুদীপা নবনীতর চোখের দিকে তাকালো, ওর দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু, কিন্তু ঠোঁটে টেপা হাসি। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'গোপীনাথের বিষয়ে অনেক কথা শোনবার মতো কী আছে? ও আপনার অফিসে কাজ করে, ছুটির পরে আপনার রান্নাবান্না কাজকর্ম সব কিছু করে, আর ওর পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে জানতে পারলাম, ও ম্যারেড ম্যান, বউ দেশে আছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। অবিশ্যি, (সুদীপার চোখের

তারা দ্বটি একটু নাচলো) ওর একটা মনে মনে খ্বশি আর অহঙ্কার চাপা আছে, ওর বউয়ের জন্য। ওর বউ যে খ্বব স্বন্দরী আর ওকে খ্বব ভালোবাসে, সেটা ও চাপবার থেকে জানাতেই বেশি চায়।'

চমৎকার। নবনীত মনে মনে উচ্চারণ করলো এবং প্রকৃতই চমৎকৃত বোধ করলো। গোপীনাথের এই পরিচয়টা ওর মোটেই জানা ছিল না। এটাও কোনো রকম গ্রন্থির রসঃক্ষরণ কী না, এই ম্বহূর্তেই সে স্থির করতে পারলো না, কিন্তু এই স্বখের মিথ্যা ভাষণের মধ্যে গোপীনাথের ব্যথা ও যন্ত্রণা যেন আরো গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠলো। ক্ষণমাত্র, তথাপি, নবনীত বিস্মৃত হলো, স্বদীপা নিবিষ্ট চোখে তার হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ করে অবাক হচ্ছে এবং অবাক হয়েই স্বদীপা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো বল্বন তো? কোনো গোলমাল হয়েছে?'

নবনীত সচেতন হলো, হেসে বললো, 'সেটাই আশঙ্কা করছিলাম, তোমার কথা শ্বনে মনে হচ্ছে, তা হয় নি। গোপীনাথের একটাই দোষ, কথা বলতে আরম্ভ করলে থামে না। তোমাকে বিরক্ত করে নি তো?'

'মোটেই না। স্বদীপা বেশ একটু উচ্ছ্বসিতভাবে বললো, 'গোপীনাথের মতো ভালো লোক হয় না। অনেক কথা শোনাবার মধ্যে ম্যাক্সিমাম্ আপনার কথাই। আপনারা এস্টাব্লিশমেন্টের লোকেরা যেটা খ্বব ভালোই পারেন, ওর কাছে আপনি ঈশ্বর হয়ে গেছেন।'

নবনীত হাসলো, যার মধ্যে প্রতিবাদ বা সমর্থনের কোনো সঙ্কেত নেই, একটু হাসতে হয় ,অতএব একটু হাসা, কিন্তু সে বিষয়ে কিছ্ব বললো না, জিজ্ঞেস করলো, 'তা কী বললো আমার বিষয়ে? বলবার মতো কিছ্ব আছে বলে তো মনে হয় না। যাকে বলে, অনাটকীয়, ডাল্ লাইফ, আমার তা-ই।'

স্বদীপা বললো, 'সেই জন্যই আপনি ঈশ্বর। আপনি এত বড় মান্বষ, কিন্তু সকলের সঙ্গে খ্বব ভালোভাবে কথা বলেন, আপনার কোনো অহঙ্কার নেই, দাপট নেই, নিরীহ মান্বষ, হাসিখ্বশি শান্ত সৎ, মাটি কাটেন, বাগান করেন, কোনো বড়লোকী দেখান না, আর যে সব কথা গোপীনাথ পরিষ্কার করে বলতে পারলো না, তা হলো, আপনার কোনো ভাইস নেই। আমি মনে মনে ভাবলাম, মর্ডার্ন ভিলেনদের সব কোয়ালিটিগ্বলোই আপনার আয়ত্তে আছে।'

নবনীত কখনোই, তথাকথিত প্রাণখোলা হা হা হাসি বলতে যা বোঝায় তা পারে না। কিন্তু প্রাণ খ্বলেই সে হাসলো যার ঝলক তার চোখে ম্বখে ঝলকিয়ে উঠলো। স্বদীপা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে খোলা চুলে ঝাপটা লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অফিসে আপনার নিজের ঘরে গান্ধীর ফটো নিশ্চয় টাঙানো আছে?'

নবনীত হেসে বললো, 'আমার ঘরে নেই, তবে অফিসের নিচের রিসেপশন র্বমে টাঙানো আছে। আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা দেবে নাকি?'

সুদীপা বললো, 'না, এখনই চট করে দেবো না। আর কিছু দিন দেখি, তারপরে ডিসাইড করবো।'

নবনীত মুখে কিছু বললো না, কিন্তু 'আর কিছু দিন দেখি' বলে, সুদীপা কী বোঝাতে চাইছে? আর কিছু দিন দেখবার সুযোগ আছে নাকি? সুদীপা বললো, 'যাই হোক, আপনার গোপীনাথের আসল মজার কথাটা বলি। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিলাম, ডাক্তারের কথাটা আপনি বলেন নি, ও নিজের থেকেই বলেছে। ওকে যা যা বলেছি সবই করেছে, কিন্তু এক একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও এমন হাঁ হয়ে যাচ্ছিল ওকে যে আমি কিছু বলছি তা খেয়ালই করছিল না। আর ও যে মাঝে মাঝে আড়াল থেকে আমাকে লুকিয়ে দেখছিল, তা যে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ও তা টের পাচ্ছিল না। প্রথমটা আমি একটু অবাক হচ্ছিলাম, একটা বাজে সন্দেহও যে না হচ্ছিল, তা না। পরে বুঝলাম, আসলে ও ভীষণ অবাক হয়েছে, কৌতূহলের শেষ নেই, আমাকে কিছুতেই প্লেস করতে পারছিল না, এখনো পারেনি।' সুদীপা হেসে উঠলো।

নবনীত জিজ্ঞেস করলো, 'বাজে সন্দেহটা কী? তোমাকে একলা পেয়ে কোনো রকম--।'

'না না।' সুদীপা মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'ওসব ভয় আমি পাই না। সেরকম হলে, গোপীনাথকে কাবু করতে আমার বেশি সময় লাগতো না। বাজে সন্দেহটা হচ্ছে, স্পায়িং। আমি ভাবছিলাম, ও আমার ওপর কোনো রকম স্পায়িং করছে কী না।'

নবনীত অনুসন্ধিৎসু বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'স্পায়িং? কারা তোমার ওপর স্পায়িং করবে, কেন করবে?'

সুদীপা সোফায় এলিয়ে পড়ে বললো, 'স্পায়িং যাদের করার, তারাই করবে। আপনাদের কর্তারা আমাকে তো খুব সুনজরে দেখেন না। হয়তো গতকাল রাত্রে সেই অনারেবল গেস্ট আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাই আমার ওপর স্পায়িং করতে পারে, বলা যায় না কিছুই।'

মিসেস হালদারের কথা নবনীতর মনে পড়ল। আজ সকালবেলা, কেবল টেলিফোনের কথা না। বিকাল চারটে নাগাদ তিনি তাঁর কন্যা বিম্বাসহ, তার অফিসে এসেছিলেন, তখনো সুদীপার কথা উঠেছিল এবং মা ও কন্যা উভয়েরই আশঙ্কা, সেই মাননীয় ব্যক্তি এবং তাঁর পারিষদবর্গ সহজে সুদীপাকে ছেড়ে দেবেন না। নবনীত অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, উনি যদি জানতেন, সুদীপা অতিথির মর্জি বুঝে আচরণ করবে না, তা হলে ওকে ওরকম একটা পরিবেশে আসতে বলেছিলেন কেন। মিসেস হালদার পরিষ্কার করে বিশেষ কিছু জবাব দিতে পারেন নি, বিম্বার ওপরে কিছুটা দোষ চাপিয়েছিলেন। বিম্বা অবিশ্যি তা ঠিক মেনে নেয় নি, বরং ঠোঁট উল্টে চোখের কোণ দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল, শুধু বলেছিল,

'দুষ্টুমি হচ্ছে? বলে যাও।'

বিম্বার কথা কয়টি বেশ শুনিয়েছিল, একটু রহস্যময় অবিশ্যি। মিসেস হালদার জানতে চেয়েছিলেন, সুদীপা নবনীতর বাড়িতে তখনো আছে কী না। নবনীত সোজাসুজি কিছু বলে নি তার অনুমানের ভিত্তিটাকে একটু দৃঢ় করে নিয়ে বলেছিল, 'থাকবার কোনো কারণ নেই। আমার একলার বাড়িতে কোনো হোল-টাইম সারভেন্ট নেই। যে ছিল আমি তাকে বলে দিয়েছি, মহিলা ঘুম থেকে উঠে যা চান, তা যেন দেয়। তারপরে উনি যেখানে যাবার সেখানে যাবেন।'

মিসেস হালদার চোখের পাতা কাঁপিয়ে ভুরু নাচিয়ে নবনীতর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন এবং তারপরে কন্যার দিকে ফিরে দৃষ্টি বিনিময় করেছিলেন। বিম্বা বলেছিল, 'চুমকির বিষয়ে ডেফিনিট করে কিছু বলা যায় না।' বলে নবনীতর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে হেসেছিল।

নবনীত বিম্বার চোখের জিজ্ঞাসিত দৃষ্টির জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিল, বলেছিল, 'আমার বাড়ি ও যখন পৌঁছেছিল, তখন অল মোস্ট সেন্সলেস, কোনো রকমে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

বিম্বা বলেছিল, 'রিডিকুলাস। নোবডি ক্যান স্লিপ উইথ এডেড গার্ল।'

অভিজ্ঞ নাকি? বিম্বা? নবনীতর মনে প্রশ্নটা জেগেই ডুবে গিয়েছিল, সে কাজের কথায় প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

'খুব ভাবিত হয়ে পড়লেন মনে হচ্ছে?' সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পাচ্ছেন?'

নবনীত সুদীপার দিকে তাকালো, ওর দু হাত শোফার দু পাশে ছড়ানো। বুকের খোলা বোতামটার কথা কি ওকে বলা উচিত? বললো, 'না, আমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।' বলে হাসলো এবং উঠে দাঁড়ালো। স্পায়িং বা মিসেস হালদারের কথা তুললো না, আবার বললো, 'মিস্টার গোপীনাথ কী করছে, একবার দেখা দরকার। এতক্ষণে চায়ের জল গরম হয়ে যাওয়া উচিত। তুমি বসো, আমি আসছি।'

নবনীত রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। সুদীপাও উঠলো, বললো, 'চলুন, আমিও দেখি।'

রান্নাঘরে গোপীনাথ তখন দু কাপ চা তৈরি করে ট্রে-এর ওপর সাজাচ্ছে। নবনীত অবাক হলো, কারণ, সে ভেবেছিল, গোপীনাথ নিজের হাতে কখনো চা করবে না, জল গরম করে তাকে ডাকবে। সাধারণত তাই-ই হয়ে থাকে। সে বললো, 'তুমি চা করে ফেলেছো নাকি?'

গোপীনাথ মুখ তুললো না, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

সুদীপা নবনীতকে জিজ্ঞেস করলো, 'ও চা করেছে তো কী হয়েছে?'

গোপীনাথ মুখ না তুলেই বললো, 'আমি তো সাহেবের চা কখনো করি না, আজ করলাম।'

নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠতে যাচ্ছিল—রাগে না, কৌতূহলে। গোপীনাথের বক্তব্যের অর্থটা সে বুঝতে চেষ্টা করলো, এবং কাপের দিকে লক্ষ করে দেখলো, একটা কাপের চায়ে দুধ মেশানো নেই। জিজ্ঞেস করলো, 'দুধ দাওনি কার চায়ে?'

গোপীনাথ বললো, 'আপনার। আপনি তো কালো চা কফি খান, তাই। কিন্তু চিনি দিয়েছি।'

নবনীত জানে, তার সকালের প্রথম চা তৈরি, গোপীনাথ কোনো দিনই দেখতে পায় না। ব্রেকফাস্টের সময় কালো কফি খেতে দেখতে পায়। নবনীত বললো, 'বেশ করেছ, নিয়ে এসো।'

সুদীপা দুজনের দিকেই দেখলো। নবনীত একটু হাসলো। বসবার ঘরে ফিরে এলো দুজনেই। গোপীনাথ সেন্টার টেবলে ট্রে থেকে চায়ের কাপ দুটো রেখে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। নবনীতর মনে পড়লো, সুদীপাকে গোপীনাথের লুকিয়ে দেখার কথা। সে ডাবল সোফায় বসে বললো, 'ও তোমাকে আর আমাকে ডিসটার্ব করবে না ভেবে, নিজেই চা করেছে।'

সুদীপা অনায়াসে ডাবল সোফায় নবনীতর পাশে বসে বললো, 'স্বাভাবিক, অন্তত এই সময়ের জন্য। গোপীনাথ আমাকে বলছিল—।'

সুদীপা কথা থামিয়ে, মুখে একটি হাত চাপা দিয়ে হাসলো। নবনীত ওর দিকে ফিরে তাকালো। সুদীপা তাকে চোখের কোণে দেখলো। ঠিক লজ্জা না, লজ্জার মতোই একটা অভিব্যক্তি ওর মুখে। নবনীত বললো, 'গোপীনাথ কী বলতে পারে না পারে, তার হিসেব করা খুব মুশকিল। তবে,ও মতলব নিয়ে কিছু বলে না। তোমাকে লজ্জায় ফেলেছিল নাকি?'

সুদীপা মাথা নেড়ে বললো, 'লজ্জার থেকে মজাই আমার বেশি লেগেছে। ও এমন অনায়াসে কথাটা বললো, লজ্জা পাবার কোনো চান্স মেলেনি। ও আমাকে বলছিল, সাহেব কাজের চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে থাকেন, অনেক কথা মনে থাকে না। সারারাত একটা লোকের সঙ্গে রইলেন, একবারও বলেননি। যাবার সময় বলে গেলেন একজন দিদিমণি ঘরে শুয়ে আছেন।'

নবনীত ভাবলো, তবু ভালো। গোপীনাথের সেই কথায় পাওয়া অবস্থা হলে, কী বলতো না বলতো, কিছুই বলা যায় না। তথাপি নবনীত একটু অস্বস্তিবোধ করলো, সুদীপার দিকে আবার তাকালো। 'সারা রাত একটা লোকের সঙ্গে রইলেন' যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। কিন্তু গোপীনাথ একটি কথা ঠিক বলেনি, নবনীত কোনো কারণেই এমন বিভোর হয়ে থাকে না, অনেক কথা ভুলে যাওয়ার মতো।

সুদীপা নবনীতর চায়ের কাপটা সেন্টার টেবল থেকে নিয়ে তার হাতে দিয়ে, নিজের কাপটা তুলে নিয়ে বললো, 'আপনি যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন?'

নবনীত বললো, 'গম্ভীর না. অস্বস্তি বোধ করছি। গোপীনাথের

কথাবার্তা একটু ওই রকম।'

'এমন কিছু একটা খারাপ না।' সুদীপা বললো, 'মানুষটাকে আমার খুব সরল বলে মনে হয়েছে, ভদ্রলোকদের অনেকের কান ঝাঁজিয়ে উঠতে পারে ওর কথা শুনে, আমার ওঠেনি। সত্যিই তো, এ বাড়িতে আমি আর আপনি, সারারাত এক সঙ্গেই ছিলাম।'

নবনীত সুদীপার চোখের দিকে তাকালো। সুদীপাও তাকিয়েছিল, ওর চোখের আর ঠোঁটের হাসিটা, অনেকটা লুকোচুরি খেলার মতো—খেলতে খেলতে, লুকিয়ে পড়ে হাসার মতো। নবনীত হেসে বললো, 'তুমি এখনো বেশ ছেলেমানুষ আছো। এটা বেশ ভালো!'

সুদীপা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে বললো, 'তবু আপনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন না?'

'কেন?' নবনীত ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

সুদীপা বললো, 'কারণ আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন!'

নবনীত চায়ের কাপে চুমুক দিল এবং মনে মনে স্বীকার করতে হলো, কৌটোর জমানো দুধ না মেশালেও চা-টা পানের অযোগ্য হয়নি। বললো, 'সন্দেহ আছে নাকি?'

সুদীপা রীতিমতো ভঙ্গি সহকারে নবনীতর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললো, 'সব কিছু চোখে দেখে বলা যায়, আমি তা মনে করি না। পুরুষদের বয়স জিজ্ঞেস করলে বোধ হয়, তাঁরা কিছু মনে করেন না?'

সুদীপার প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝে নবনীত হেসে বললো, 'ওটা পুরুষ বিশেষের কমপ্লেক্সের ব্যাপার। আমার এখন পঁয়তাল্লিশ চলছে।'

'ছেলেমানুষ।' সুদীপা যেন অনেকটা প্রশ্রয়ের সুরে বললো, 'আপনি আমার থেকে মাত্র বিশ বছরের বড়। যদিও বয়সটা কোনো ফ্যাক্টর না। ওটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার, তাই না কী?'

নবনীত হাসলো, চায়ের কাপে চুমুক দিল, এবং সুদীপার খোলা বোতামের ফাঁকে আলোর রেখা যেন, গভীরের উৎসসন্ধানী, তার মনে হলো। বললো, 'বিষয়টা বিতর্কের, আমি—।'

সুদীপা তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললো, 'অনিচ্ছুক? তা হলে যার যা ধারণা তা-ই থাক, দয়া করে ছেলেমানুষের মতো ও কথাটা বলবেন না, সময় মতো বিয়ে করলে আমার মতো আপনার একটি মেয়ে থাকতে পারতো।'

'ছেলেমানুষ!' নবনীত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

সুদীপা বললো, 'হ্যাঁ, ওটাকে আমি স্টান্ট বা অকারণ স্মার্টনেস বলে মনে করি, আর ও-সব ছেলেমানুষরাই করে।'

বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল এবং হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমি আপনাকে বোর করছি না তো?'

বোর শব্দটার অর্থ যদি ক্লান্ত করা বা বিরক্ত করা বোঝায়, নবনীতর সে রকম কিছু হচ্ছে না। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা, কয়েকবারই তার মস্তিষ্কে ঝলক দিয়ে গিয়েছে, সুদীপা কখন যাবে? সে বললো, 'না, বোরড হচ্ছি না।'

সুদীপা হেসে ঘাড় কাত করে বললো, 'কিন্তু ভালোও লাগছে না বোধ হয়। ছুটির পরে রোজ কী করেন?'

নবনীত বললো, 'কী আর করবো, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিই।'

সুদীপা জিজ্ঞেস করলো, 'তারাও কি সব আপনার মতো ব্যাচেলর নাকি?'

নবনীত হেসে বললো, 'তা কেন? আমার বন্ধুর সংখ্যা তেমন বেশি না, আর তারা সকলেই বিবাহিত, ছেলেমেয়ের বাবা।'

'আর তারা সবাই সন্ধ্যের সময় এই রকম চা খায়?' সুদীপা ঘাড়টা বেশি কাত করতে গেল, কপালে আর গালে চুলের গোছা এসে পড়লো।

নবনীত মুচকে হেসে, শূন্য চায়ের কাপ টেবলে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এক মিনিট, অ্যাটাচি থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে এসে তোমার জবাব দিচ্ছি।' বলে পড়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলো, এতক্ষণে তো সুদীপার শাড়ি জামা পরা উচিত ছিল। শাড়ি জামার সমস্যা যা ছিল, তা তো মিটে গিয়েছে। সে অ্যাটাচি থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে ফিরে এলো এবং ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'না, কেউ চা, কেউ বা মদ্য পানও করে। আমার যেদিন যে রকম মর্জি হয় সেই রকম করি।'

সুদীপা বললো, 'সে তো গতকালই আপনার মর্জি মাফিক ড্রিংক করা দেখলাম।'

নবনীত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'অল্পেতেই ভালো থাকি। তুমি কি রেগুলার ড্রিংক করো?'

'রেগুলার?' সুদীপা অবাক চোখে তাকালো, (কেন যে গতরাত্রে ও কাজল পরেছিল। কাজল না পরেও ওর চোখ যথেষ্ট আয়ত আর কালো দেখায়) বললো, 'রেগুলার ড্রিংক করবার টাকা পাবো কোথায়? তবে ড্রিংক করতে আমার খারাপ লাগে না, বছর দুয়েক হলো শিখে নিয়েছি। এখন চান্স পেলেই করি।'

নবনীত তাকিয়েছিল সুদীপার চোখের দিকে। সুদীপাও তাকালো। নবনীত হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'চান্স মানে, কী রকম? গতকালের মতো?'

সুদীপা বললো, 'না। গতকাল তো শেলী মাসীর পার্টির ব্যাপার ছিল। বিম্বার কাছে গেলেই, ও আর আমি, ওর ঘরে বসে ড্রিংক করি। আমার বাড়িতে বসেও মাঝে মাঝে করি।'

'তোমার বাড়ি?' নবনীত একটা একক সোফায় বসলো এবং অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বাড়ি মানেটা কী, সেখানে আর কেউ নেই?'

'না।'

'তোমার বাবা মা ভাই বোন?'

'কেউ না। বাবা মা নর্থবেঙ্গলে থাকে, মালদহে। ভাই বোনের মধ্যে এক ভাই, আমার থেকে দু বছরের ছোট, ও আছে এখন খজাপুরে আই আই টি-তে।'

'আর তুমি এখানে একলা থাকো? মানে বাসা ভাড়া করে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন মানে? থাকি, কাজ করি।'

'তোমার বাবা মা আপত্তি করেন না? মানে, তোমার মতো বয়সের—।'

'করলেই বা তা শুনছে কে? আমি যথেষ্ট সাবালিকা, নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারি। সকলেরই নিজের ইচ্ছে মতো থাকবার অধিকার আছে। বাবা মায়ের আছে, আমারো আছে।'

নবনীত চুপ করে সুদীপাকে দেখলো। পর পর কতগুলো প্রশ্নোত্তরের পরে, সে হঠাৎ থামলো। কারণ, বুঝতে পারছে, এরকম প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করাটা অর্থহীন। সুদীপার মুখ একটু শক্ত আর নাসারন্ধ্র স্ফীত দেখাচ্ছে, এবং গালে লেগেছে কিঞ্চিৎ রক্তাভা। নবনীতর মনে হলো, সে সম্ভবত অনধিকার চর্চা করছে। এতো কথা জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি। এটা তার আত্মবিস্মৃত অবস্থা। সুদীপার কিছুই সে জানে না। অতএব, এভাবে প্রশ্ন করা চলে না। বললো, 'কিছু মনে করো না, মানে, এতো কথা জিজ্ঞেস করলাম বলে।'

সুদীপা একটু হাসবার চেণ্টা করলো, বললো, 'মনে আবার কী করবো। আমাকে সবাই প্রায় এরকম জিজ্ঞেস করে। সেটা আমি মেয়ে বলেই করে, ছেলে হলে করতো না।'

নবনীত মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'তা ঠিক। আমাদের দেশে তোমার মতো একটি মেয়ের পক্ষে একলা থাকা—মানে, একটু কঠিন।'

'পদে পদে বিপদ, আমি অবিশ্যি পরোয়া করি না।' সুদীপা বললো খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে, 'আমার অনেক বন্ধু আছে—ছেলেবন্ধু। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে আপনারা বয়ফ্রেন্ড বলেন সেই অর্থে না। তারা সবাই রাষ্ট্রবিরোধী। তাদেরই হয় তো খবরের কাগজে উগ্রপন্থীটন্থী বলে, কিংবা সরকারি ভাষ্যে। আমার বাসাটা যেখানে, সেটাকে সমাজবিরোধীদের অঞ্চল বলা হয়। সেখানে সব সময় শান্তিতে থাকা যায় না, তবে খারাপ থাকি না, ভালোই থাকি।' সুদীপা একটু হাসলো। আবার বললো, 'চেনা জানা সবাই আমাকে খারাপ মেয়ে বলে, তা আর কী করা যাবে।'

নবনীত আর একবার আত্মবিস্মৃত হলো। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বাসায় কি তুমি তোমার সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে ড্রিংক করো নাকি?'

সুদীপা ঘাড় কাত করে, চোখের কোণে তাকালো, এবং পা দোলাতে গিয়েই একটা শব্দ হলো কোমরের কাছে। ও তৎক্ষণাৎ চমকে স্থির হয়ে গেল, এবং চোখ বড় করে নবনীতর দিকে তাকালো, আবার ওর মুখে লাল ছটা ফুটে উঠলো, প্রকৃতই লজ্জার অভিব্যক্তি। বলে উঠলো, 'যাহ্। পায়জামাটা ছিঁড়লো!' তারপরেই সার্টের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে কোমরের আশেপাশে ছেঁড়া জায়গাটার অনুসন্ধান করলো এবং ডান দিকের এক জায়গায় ওর হাত স্থির হলো, বললো, 'পেয়েছি।'

নবনীত এতো অস্বস্তি বোধ করলো, কয়েক মুহূর্ত কী করবে স্থির করতে পারলো না। সুদীপা পায়জামার ভিতরে কিছু পরে নি বলেই তার ধারণা। ধারণাই—কারণ সে ঠিক জানে না, সুদীপা প্যান্টি বা সেই জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহার করে কী না। সে বললো, 'তুমি তা হলে শোবার ঘরে যাও, নয় তো আমি পড়ার ঘরে যাচ্ছি। এবার তুমি এগুলো ছেড়ে ফ্যালো।'

সুদীপা বললো, 'তার কোনো দরকার হবে না। যেখানটায় ছিঁড়েছে সেখানটা সার্টেই ঢাকা থাকবে, বাইরে থেকে দেখা যাবে না।'

তার মানে কী? সুদীপা নিজের শাড়ি জামা কখন পরবে? ও কখন যাবে? প্রশ্নগুলো পর পর নবনীতর মনে জাগলো। সুদীপা বললো, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন? আমি আমার সেই সব বন্ধুর সঙ্গে আমার বাসায় ড্রিংক করি কী না? ওরা কেউ ড্রিংক করে না। ওরা সমাজবিরোধী মাস্তান বা ওয়াগনব্রেকার না। ওরা সবাই বাড়ি ছাড়া, পুলিসের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে পলেটিকাল পার্টিগুলোর গুণ্ডাদের—যারা সত্যিকারের সমাজবিরোধী, মস্তান, ওয়াগনব্রেকার—কাল রাত্রের কথা মনে করুন, শেলী মাসীর বাড়িতে আপনার বস্ সেই মহামান্য অতিথি—তাঁর ওই সব সাঙ্গোপাঙ্গগুলো, যারা রিয়াল সমাজবিরোধী, আমার বন্ধুরা তাদের তাড়া খেয়েও লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ ধরা পড়ে, গুলি খেয়ে মরে আর তারপরে বলা হয় ওরাই সমাজবিরোধী—।' সুদীপা হঠাৎ থেমে গেল, নবনীতর অপলক চোখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন অস্বস্তিতে হাসলো, বললো, 'থাক এসব কথা। আপনাকে বিরক্ত করা হচ্ছে।'

কিন্তু নবনীত প্রকৃতপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়েছিল এবং সুদীপা থেমে যেতেই নিজের মনোযোগী হয়ে পড়ায় নিজেই কৌতূহলিত বোধ করলো। কারণ, মনোযোগী হয়ে পড়ার সেরকম কোনো হেতু নেই। সুদীপা নতুন কথা কিছুই বলে নি। সে বললো, 'না, আমি বিরক্ত হচ্ছি না। কিন্তু তোমার বন্ধুরা, তারাও কি পলেটিকস্ করে না? কোনো পলেটিকাল পার্টির ছেলে না?'

সুদীপা ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই পলেটিকাল পার্টির ছেলে, ওরা পলেটিকস্ করে। তা না হলে আর পুলিশ বা ওই সব গুণ্ডারা ওদের তাড়া করে খুন করবে কেন।'

নবনীত শান্তভাবে, তার চেয়ে বেশি কিছুটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো, 'আমি সেটাই জানতে চাইছিলাম। আমার নিতান্ত একটা কৌতূহল তাই জিজ্ঞেস করছি তুমি কি ওদের সঙ্গে রাজনীতি করো?'

সুদীপা তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না, নবনীতর চোখের দিকে দেখলো, তারপরে ভুরু তুলে হেসে বললো, 'আপনাকে বলবো কেন? আপনি তো এস্টাব্লিশমেন্টের লোক! সত্যি, আমি ভাবতেই পারি না, আপনি কী করে এরকম একটা ব্যুরোক্রাট বনে গেলেন।'

নবনীত হেসে বললো, 'সময় সুযোগ হলে তোমার কৌতূহল আমি মেটাতে চেষ্টা করবো। জবাব বলা হয় তো ঠিক হবে না, সেটা তোমার কাছে হয়তো কোন জবাব বলেই মনে হবে না। (কিন্তু তুমি কখন যাবে? এই উদ্ভট পোশাক ছাড়বে? তোমার তো একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হওয়া দরকার। রীতিমতো অগোছালো দেখাচ্ছে)। কিন্তু গোপীনাথ এতক্ষণ ভেতরে কী করছে? ওর তো একবার আসা দরকার।'

'আমার মনে হয়, ও ঠিক সময় মতোই আপনার কাছে আসবে, ওর রেসপনসিবিলিটি জ্ঞান বেশ আছে মনে হয়।' সুদীপা বললো, এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু হাত ঊরুর ওপর চেপে ধরে বললো, 'আমার কথার জবাবটা শুনুন। শুনে বলবেন, আমি মিথ্যে কথা বলি না, পুলিশ আর গুন্ডা আর শাসকদের ছাড়া। আমি রাজনীতি করি না, আমি ওদের দলেরও সভ্য নই, আমার সে-যোগ্যতা নেই। কিন্তু আমি ওদের ভালবাসি, ওদের সাপোর্ট করি—কেবল মনে মনে না, যখন যতোটুকু পারি ওদের জন্য করি। ওরা বর্তমানের সব কিছুকে ভেঙে চুরে ফেলতে চায়—সমাজ আর রাষ্ট্রের কাঠামো, ওদের একটা নীতি আর বিশ্বাস আছে। আমার যে তা ঠিক আছে মনে হয় না, তবে সব তছনছ হয়ে যাক রসাতলে চলে যাক—আমি সুদ্ধ, এইরকম আমার ইচ্ছা করে। আমি কিছুই মানি না, মানতে ইচ্ছা করে না ভয়টয়ের ধার ধারি না আমি। ভন্ডামিকে আমি সব থেকে বেশি ঘেন্না করি—কিন্তু আমি যাদের সঙ্গে চাকরি করি, বা যা চাকরি করি, যাদের সঙ্গে মিশি—তাদের কি ভন্ডামি নেই? গালাগালি দিলেও তাদের সঙ্গে মিশি—যেমন বিম্বা। বিম্বা অবিশ্যি তেমন ভন্ড না—শেলীমাসীর সঙ্গে তো মিশি কথা বলি! ভন্ডামি আমি আমাদের বাড়িতেই প্রথম দেখেছি—কিন্তু বাড়ির জোর জবরদস্তি বা বাইরের...।'

নবনীত অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, সুদীপার কথা আর তার কানে যাচ্ছে না। কলেজের সুদীপাকে বার বার মনে পড়ছে, আর ওর বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে না থাকার, একলা থাকার যুক্তিগুলো মনে পড়ছে। যুগোপযোগী—কিন্তু একটু মাত্রাধিক। নবনীতর মনে হলো সুদীপার বিষয়ে। অবিশ্বাস আর অস্থিরতা, রাগ আর ঘৃণা আর যা খুশি করা, এসব ওর ভিতরে প্রধানত ক্রিয়াশীল। দেশ কাল আচার ইত্যাদি ছাড়াও নিজেদের পরিবার থেকেও

সুদীপা নিশ্চয় এসব পেয়েছে। কিন্তু ওর মতো একটি মেয়ে এইরকম রূপ আর স্বাস্থ্য আর সক্ষমতা নিয়ে ওর মতো জীবনযাপনের কথা ঠিক ভাবে না। ওর বেপরোয়া চিন্তা ভাবনা জীবনযাপন ওকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছে নবনীতর পক্ষে তা সম্যক ধারণা করা সম্ভব না। অবিশ্যি এটা পরিষ্কার, বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা যে সব মূল্যবোধের কথা বলে, ও তার ধারেকাছে নেই। সাধারণভাবে, মেয়েদের চিরাচরিত বিশ্বাসগুলোও যে নেই বোঝা গিয়েছে গতকালই বিশেষ করে অনায়াসেই ও যখন সেই অবস্থায় নবনীতর সঙ্গে তার বাড়ি এসেছিল।

'...আশ্চর্য, শুনুন, বক্তৃতা তো আমি আর মোটেই দিচ্ছি না। না কি আপনি ইচ্ছা করে আনমাইন্ডফুল হয়ে থাকছেন?'

সুদীপার কিছুটা চড়ানো স্বর শুনে, নবনীত সংবিৎ ফিরে পেলো। সুদীপার দিকে তাকালো একটু ত্রস্ত হয়ে কুণ্ঠিত হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলছিলে?'

সুদীপা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে, ভুরু কুঁচকে নবনীতর দিকে দেখলো, তারপরে বললো, 'আমি আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করবো কী না, বুঝতে পারছি না। প্লিজ আপনি আমার সঙ্গে মডার্ন ভিলেনের মতো ব্যবহার করবেন না।'

নবনীতরও ভুরু কুঁচকে উঠলো, বললো, 'কী আশ্চর্য, আমি মোটেই তা করছি না, আমি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, দুঃখিত। কী বলছিলে তুমি? আমি তোমার আগের কথাগুলো সবই প্রায় শুনেছি।'

'আর আমার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।' সুদীপা বললো।

নবনীত হেসে বললো, 'আমি জানি, তোমার জন্য চিন্তিত হয়ে আমার কিছু করার নেই।'

সুদীপাও হাসলো, ওর চোখের তারায় ঝিলিক দিল বললো, 'কিন্তু দেখবেন, আমি আপনাকে আমার জন্য চিন্তিত করে ছাড়বো। আমি খুব সহজে আমার সেই পুরনো প্রেমকে ছাড়বো না।' বলে খিলখিল করে হেসে উঠে একটু দুলে উঠতে গিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল বলে উঠলো, 'আবার না পায়জামাটা ছিঁড়ে যায়। আমি বলছিলাম, আপনি যে অল্পেতেই ভালো থাকেন—মানে, মর্জিমাফিক খেয়ে থাকেন সে জিনিস কি বাড়িতে কিছু কিঞ্চিৎ আছে?'

নবনীত অবাক আর বিভ্রান্ত চোখে সুদীপার দিকে তাকালো, ওর প্রশ্নটা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য তারপরেই জিজ্ঞেস করলো, 'মানে—তুমি ড্রিংকসের কথা জিজ্ঞেস করছো?'

সুদীপা হাসছিলই, বললো, 'হ্যাঁ, হার্ড ড্রিংকসের কথা জিজ্ঞেস করছি, আছে নাকি কিছু?'

তার মানে সুদীপা তা হলে বাড়ি যাবে কখন? ও কি রোজ মদ্যপান করে

নাকি? কিন্তু এই সব জেগে ওঠা প্রশ্নের মধ্যেই নবনীত বললো, 'বাড়িতে আমি একলা থাকি, আর একলা ড্রিংক করতে ভালো লাগে না। আমি সেরকম ড্রিংকও করি না যে, কেউ না থাকলে একলাই নিয়ে বসবো। তবু, কালেভদ্রে হলেও কেউ কেউ আমার বাড়িতে আসে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে বাগানে বসবার জন্য। কিছু নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তুমি আজ আবার—?'

সুদীপার পিছনে, ওর ডানদিকে, বেতের তিনটে চেয়ার ঘেরা চেয়ারের মাঝখানে, টেবলের ওপরে, টেলিফোন বেজে উঠলো। নবনীত তাড়াতাড়ি উঠে, সুদীপার পিছনে গিয়ে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল, এবং 'হ্যালো' উচ্চারণ করলো, এমন একটা প্রত্যাশার সুরে, যেন সে জানে, কে এসময়ে টেলিফোন করতে পারে। কিন্তু ওপার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে ভেসে এলো বিম্বার স্বর, 'মিঃ ঘোষ?...শুনুন, আমি বিম্বা বলছি—বিম্বা হালদার, (হুঁম্ হুঁম্—নবনীত) বুঝেছেন তো? (হুঁম্ হুঁম্—নবনীত—'বলুন') শুনুন, চুমকি—মানে, ('বুঝেছি, বলুন'—নবনীত) আচ্ছা, ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ও আজ অফিসে যায় নি, ওর বাড়িতেও যায়নি। ওকে দু একজন খোঁজ করছে—গতকাল রাত্রে যারা আমাদের বাড়িতে এসেছিল—যারা আপনার বস্-এর লোক। তারা আমাদের এখানেও টেলিফোন করেছিল, চুমকির খোঁজ পাবার জন্য। ব্যাপারটা—মানে, মোটেই ভালো না, মা আর আমি দুজনেই এরকম সন্দেহ করেছিলাম। মা আবার আজ দুপুরে, আপনার বস্‌কে বলে ফেলেছে, চুমকি কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে গেছলো, আপনার বাড়িতে ছিল, বুঝেছেন? (হুঁম্, তারপর?'—নবনীত) ওরা আপনার কাছেও টেলিফোন করতে পারে। যা সত্যি, আপনি তা-ই বলে দেবেন। ('কী বলবো?' নবনীত অবাক) যা সত্যি যে চুমকি কাল রাত্রে আপনার বাড়ি ছিল, আজ চলে গেছে। আর শুনুন, ('হুঁম্'—নবনীত) চুমকি যদি আজ রাত্রে আপনাকে টেলিফোন করে বা যোগাযোগ করে ওকে ব্যাপারটা জানাবেন। আমাদের বাড়িতে করলে তো আমিই জানিয়ে দেবো, ওর আজ কিছুতেই নিজের বাড়ি যাওয়া উচিত না, ওখানে আশেপাশে, ওর জন্য লোক ওৎ পেতে আছে। অবিশ্যি জানি না, চুমকি এতক্ষণে ওর বাড়ি চলে গেল কী না। তা হলে একটা সাংঘাতিক কান্ড হয়ে যাবে—মানে খুবই খারাপ। আমার যতো চেনা জায়গা আছে, চুমকি যেখানে যেখানে যেতে পারে, অলমোস্ট্ সব জায়গাতেই আমি টেলিফোনে খোঁজ নিয়েছি, কোথাও ওকে পাইনি। কোথায় যে গেছে মুখপুড়িটা, ('বাহ্ চমৎকার!'—নবনীত—মনে মনে) কিছু বুঝতে পারছি না। আর যা রাগী গোঁয়ার মেয়ে, যদি শোনে, ওকে ওরা খুঁজছে, তা হলে হয় তো, আরো ইচ্ছে করেই, নিজের বাড়িতে যাবে, ওর কথা কিছু বলা যায় না, এতদিন ধরে মিশছি—মিঃ ঘোষ, আপনাকে আমি দেরি করিয়ে দিচ্ছি, না? ('না না, কিছুমাত্র না'—নবনীত) ধন্যবাদ, আসলে, আমি খুবই ডিসটার্ব ফিল করছি। আপনাকে—আপনি যদি কিছু মনে না করেন—অবিশ্যি আপনি

বিবেচনা করে দেখবেন, কথাটা বলা যাবে কী না, বা উচিত হবে কী না—এটা আমার অনুরোধ আপনার কাছে—কারণ, আমি জানি, মা আপনাকে এ কথা কখনো বলবে না, মা তো সংবাদ শুনেও বেশ নিশ্চিন্ত আছে, যেন ধরেই নিয়েছে, চুমকিটা গেল, ('আপনি আমাকে যেন কী বলতে চাইছিলেন?'—নবনীত) হ্যাঁ, আপনি যদি আগামীকাল বা আজ রাত্রেই যদি সম্ভব হয়, আপনার বস্‌কে একটু বলেন, চুমকিকে যেন ওঁরা ছেড়ে দেন—আই মীন আপনাকে আমি একটু পোজ্ করতে বলছি, যেন চুমকি আপনার—মানে, আপনি চুমকিকে—মানে, বুঝতে পারছেন? ('পারছি।'—নবনীত) তা হলে, আমার মনে হয়, চুমকি রেহাই পেয়ে যাবে। আপনি আপনার বস্-এর চরিত্রটা ভালই জানেন তো—উনি আবার একটু ওইসব ঝাঁজালো সুন্দরীদেরই বেশি পছন্দ করেন, সত্যিকারের শিকারী—হি হি হা হা...আমি অবিশ্যি বলছি না, চুমকি পুরুষদেব সঙ্গে মোটেই মেশে না, বরং ও মেয়েদের সঙ্গেই কম মেশে—আর যথেষ্ট—যাকে ব'লে ডেয়ার ডেভিল। যেমন কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে চলে গেল। ও যদি সেন্সলেস্ নাও থাকতো, একেবারে ঘুমিয়ে না পড়তো, তা হলেও, আপনি হাজার ইচ্ছে করলেও, ওর একগাছা চুল স্পর্শ করতে পারতেন না, ('না না, আমার সেরকম ইচ্ছাই কখনো হয় না'—নবনীত) আহা, তা বলছি না, সেটা বুঝতে পারছি, আমি চুমকির চরিত্রের কথা বলছি। আবার ভালো লাগলে, ও যে কতো দূর যেতে পারে, তাও কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। যাই হোক, আপনার কি বস্‌কে কথাটা বলতে খুব অসুবিধে হবে? ('একটু ভাবতে হবে, এখুনি কিছু বলতে পারছি না।'—নবনীত) ভেবে দেখুন যদি সম্ভব হয়—চুমকি তো এক সময়ে আপনার ছাত্রী ছিল, আর সত্যি সত্যি আপনাকে খুব ইয়ে করে—ওর গতকাল রাত্রের কথাবার্তা শুনে, ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি—ওকে সত্যি প্রেমিকা মনে হচ্ছিল—যাক্ আপনি একটু ভেবে দেখুন মিঃ ঘোষ—কথাটা বলতে পারলে, খুব ভালো হয়। আর যা বললাম, যদি চুমকি আপনার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করে, ('ইয়ে, ও তো—'—নবনীত)—আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না? না করলে কিছু বলার নেই, যদি করে, কাইন্ডলি, ওকে আমার নাম করে অনুরোধ করবেন, ও যেন বাড়ি না যায়! আর যদি আমাদের বাড়ি এসে যায়, আহ্, বাঁচা যায়। সত্যি, কী একটা দেশে যে বাস করছি! ('পৃথিবীর সব দেশের ক্ষমতাবানরাই তো এরকম করে'—নবনীত) তা জানি না, কী অন্যায়! ('হেলপ্‌লেস্—মানুষ-শাসিত সাধারণ মানুষ মাত্রেই, আর, শাসন তো থাকবেই' হেসে—নবনীত) কিন্তু চুমকি তা বুঝতে চায় না। ধন্যবাদ মিঃ ঘোষ অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। একদিন, এমনি, আমাদের বাড়িতে আসুন না। ('যাবো।'—নবনীত) ঠিক কিন্তু। এই ঝামেলাটা কেটে যাক, আপনি আমি চুমকি আড্ডা দেবো—মাকে বাদ। (হাস্য—নবনীত) ছাড়লাম তা হলে, গুডনাইট।'...

ওপার থেকে লাইন কেটে দেবার শব্দ হলো। নবনীত ধীরে ধীরে রিসিভারটা রাখলো। এই মুহূর্তেই সুদীপার সামনে যেতে তার সাহস হচ্ছে না, হয় তো ও মুখ দেখে, কিছু একটা অনুমান করতে পারে। অবিশ্যি, তার কোনো কারণই নেই, সুদীপা বিম্বার কোনো কথাই শুনতে পায়নি। নিজের মনটা নিয়েই নবনীতর বেশি ভাবনা, আর চোখের দৃষ্টি। সুদীপা পিছন ফিরে তরল সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'কে এতক্ষণ ধরে টেলিফোন করছিল? কোনো প্রেমিকা নাকি?'

নবনীত সহজ হবার চেষ্টা করে হাসলো, কিন্তু মনে মনে একটু সন্দেহও হলো। সামনে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, তুমি কি কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলে নাকি?'

সুদীপা বললো, 'স্পষ্ট কিছু না, তবে মনে হচ্ছিল, কোনো মহিলার স্বর শোনা যাচ্ছে।'

নবনীত শান্তভাবে বললো, 'হ্যাঁ, একজন মহিলাই ফোন করছিলেন। তারপরেই সে স্বর আর ভঙ্গির পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি সোডা না হলে চলে? আমার কাছে সোডা থাকে না। দরকার পড়লে আনিয়ে নিই।'

সুদীপা বেশ জোরেই ঘাড় নাড়লো, দু পাশের গালে চুলের ঝাপটা লাগলো, ঠোঁট উলটে বললো, 'সোডার কোনো দরকার নেই, আমার অতো পরিপাটি করে কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছে হলো, একটু খেলাম, যে-ভাবেই হোক। আপনার বুঝি সোডা না হলে চলে না?'

'হ্যাঁ, আমি নিলে, একটু সোডা মিশিয়েই নিই।' নবনীত বললো, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

সুদীপা তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়েও থমকে গেল, পায়জামাটা ছিঁড়ে যাবার ভয়ে। ব্যস্ত ভাবে বললো, 'নবনীত, শুনুন শুনুন, তার মানে, আপনি নেবেন না বলছেন? তা হলে আমার দরকার নেই। না হলে চলে না, বা রোজ রোজ ড্রিংক করি, তা তো না। আসলে আজ ওবেলা আমার মনে হচ্ছিল, হ্যাঙোভার কাটাবার জন্য, একটু খেলে হতো। আর এখন মনে হলো, এ ঠান্ডায় একটু হলে মন্দ হয় না, কিন্তু তার মানে আমি একলা খাবো বলে বলিনি। ভাবলাম, বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে, আপনার সন্ধেবেলার আড্ডাটা মাটি করলাম। আমিই না হয় আপনার সঙ্গে আড্ডা দিই।'

নবনীত পা বাড়িয়েছিল রান্নাঘরের দিকেই। সুদীপা কি, নিজের থেকেই এখানে থাকবে বলে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে? বাড়ি ফিরে যাবার কথা তো একবারও বলছে না? সে ফিরে তাকিয়ে হাসলো, বললো, 'আমি তো বলেছি, নিলে একটু সোডা মিশিয়েই নিই। কিন্তু সোডা না হলে কিছুতেই চলবে না, তা তো বলিনি। তা ছাড়া এমন কিছু রাত হয়নি, দরকার হলে, গোপীনাথকে পাঠানো যাবে। তবে, দরকারই বা কী? তোমার সঙ্গে

আমিও না হয় জলই নেবো। তুমি বসো, আমি গোপীনাথকে জল আর গেলাস দিতে বলি, আর একটু দেখি ও কী করছে।'

নবনীতর কথার মাঝখানেই সুদীপা সোফায় হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়েছিল, বললো, 'গোপীনাথ নিশ্চয়ই রান্না করছে।'

'তা কী করে করবে? এ-বেলা ওর একবার বাজারে যাবার কথা।' নবনীত বললো, 'কিন্তু ও আমার কাছ থেকে টাকা পয়সা কিছুই নিতে এলো না, রান্না কী করবে?'

সুদীপা নবনীতর কাছে এসে. হেসে বললো, 'সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি রাত্রে খেয়ে যাবো কী না, তাই বিকেল চারটে নাগাদ ওকে দিয়ে আমি বাজার করিয়ে রেখেছি। কিন্তু গোপীনাথকে তার জন্য আমাকে ধমকে চোখ পাকাতে হয়েছে, ও কিছুতেই আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার করতে চাইছিল না।'

নবনীত অবাক, কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ। সুদীপার খোলা বোতামের ফাঁকে একবার চোখ গেল, এবং কোমরের দিকে। না, ছেঁড়া জায়গাটা সত্যি দেখা যাচ্ছে না। সে বললো, 'তুমি টাকা দিয়ে বাজার করিয়েছ? কেন? গোপীনাথ ত ঠিকই করেছিল, টাকা নিতে চায়নি। তুমি খাবে বলেই কি, আমার বাড়ির বাজারের টাকা তোমাকে দিতে হবে নাকি?'

সুদীপা ঘাড় নেড়ে বললো, 'না। আপনি বাড়ি ছিলেন না, তাই দিয়েছিলাম। আপনি এলেও বাজার হতে পারতো, আগেই করিয়ে রেখেছি। রান্নাটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। চলুন, আমিও রান্নাঘরে যাই, দেখি গোপীনাথের রান্নার কতো দূর।'

'আশ্চর্য।' নবনীত হাসি হাসি মুখে বললো, দুজনে রান্নাঘরে গেল।

গোপীনাথ দাঁড়িয়ে রান্না করছে। নবনীত দেখে অবাক হলো, গ্যাস এসে গিয়েছে। একটু স্বস্তি পেলো। হিটারে রাঁধতে হলে, অনেক দেরি হতো, বিরক্তিকরও বটে। গোপীনাথ বললো, 'মাংস হয়ে এলো। এর পরেই ভাত বসাবো।'

নবনীত চোখ বড় করে বললো, 'মাংস! তুমি মাংস রান্না করছো নাকি?' তার স্বর প্রায় আর্তনাদের মতো শোনালো।

গোপীনাথ ওর প্রায় ভাবলেশহীন চোখ (আদৌ যা না দেখায় মাত্র) তুলে সুদীপার দিকে একবার দেখে বললো, 'দিদিমণি মাংসের মশলাটা মাখিয়ে দিয়েছেন আঁজ্ঞে, আমি রান্না করছি। দিদিমণি যেমন বলে দিয়েছেন, তেমনি করছি আঁজ্ঞে। গন্ধটা কী খারাপ লাগছে?'

নবনীত অবাক চোখে সুদীপার দিকে তাকালো, সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললো, 'ওরকম করে তাকাচ্ছেন কেন? ভ্যালো গন্ধই তো বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে না?'

নবনীত যেন একটু সচকিত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এখন পাচ্ছি। বসার ঘর

থেকে কোনো গন্ধ পাচ্ছিলাম না।'

গোপীনাথ আবার বললো, 'আমি দিদিমণিকে আগেই বলেছি, মাংস রাঁধতে জানি না, তাই শুনে আঁজ্ঞে দিদিমণি বললেন, তা'লে আজ রাত্রে মাংসই হোক।'

নবনীত ছোট জালের আলমারির দিকে যেতে যেতে বললো, 'বেশ, কিন্তু তুমি খুব তাড়াহুড়ো করতে যেও না, ধীরেসুস্থে রান্না করো।' বলে সে আলমারি খুলে, পোর্সেলিনের দুটো লাল টকটকে গেলাস বের করে আলমারি বন্ধ করলো। ক্ষুদ্রতম ফ্রিজ খুলে এক বোতল জল হাতে নিয়ে কনুইয়ের ধাক্কায় পাল্লা ঠেলে দিয়ে বন্ধ করলো, সুদীপার দিকে তাকিয়ে বললো, 'চল।'

সুদীপা হাত বাড়িয়ে নবনীতর হাত থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতলটা নিল, বললো, 'এইটা আমার খুব পছন্দ। খুব শীত থাকলেও খুব ঠাণ্ডা জল আমার ভালো লাগে।'

নবনীত বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'সে তো গতকাল রাত্রেই দেখলাম, বরফের চাংড়া মিশিয়ে ড্রিংক করছিলে। নিজের বাড়িতেও বুঝি এই করো?'

'আমার বাড়িতে? ফ্রিজ? আপনি ভাবছেন কী?' সুদীপা অবাক স্বরে, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, এবং বললো, 'ফ্রিজ কেনবার টাকা আছে নাকি আমার? তা ছাড়া ফ্রিজ থাকলে কবেই চুরি হয়ে যেতো।'

'চুরি?'

'হ্যাঁ। আমার ফ্ল্যাটে তালাবন্ধ ঘর থেকে সব সময়ই চুরি হয়। আমি কতোটুকু সময়ই বা বাড়িতে থাকি। অবিশ্যি আমার বন্ধুরা কোনো কোনো সময় থাকে, আমি যখন না থাকি। আমার থাকবার মধ্যে কিছু জামা কাপড় আছে, একটা আলমারিতে তালা বন্ধ থাকে। চোরেরা দয়া করে আমার জামা কাপড় আজ অবধি চুরি করেনি!'

নবনীত টেবিলের ওপর গেলাস দুটো রেখে বললো, 'খুবই বিবেচক চোর।'

'না, আসলে, পাড়ার আর ফ্ল্যাটের চোরগুলোও আমাকে চেনে, চুমকিদি বলে ডাকে।' সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

নবনীত হেসে বললো, 'আরো ভালো। আমাদের সঙ্গে চোরেরা এরকম সহৃদয় ব্যবহার করে না।'

সুদীপা ভুরু বাঁকিয়ে বললো, 'কেন করবে? চোরেদের রাঘব বোয়ালের সঙ্গে আপনারা থাকেন। আমি যাদের কথা বলছি, ওদের চুরি তো নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য—ওরা হলো দুর্ভাগা। ওরা যদি সেই সব সৌভাগ্যবান রাঘব বোয়াল চোর হতে পারতো, তা হলে ওরা তো জননায়ক হতো।'

'তা হলেও ওরা তোমার জামা কাপড় চুরি করতো না।' নবনীত হাসতে

হাসতে শোবার ঘরের দিকে এগোলো।

সুদীপা বললো, 'না, ওরা তখন আমাকেই চুরি করতো।'

নবনীত প্রায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। সুদীপা হেসে উঠলো। নবনীত শোবার ঘরে গেল। বাতি জ্বলছিল। সে আলমারি খুলে সামান্য একটু কম প্রায় পুরো এক বোতল হুইস্কি বের করলো। বোতলটা চোখের সামনে তুলে দেখলো, এবং ভুরু কুঁচকে আয়নার দিকে তাকিয়ে একবার ভাবলো, পুরো বোতলটা সুদীপার সামনে নিয়ে যাবে কী না। মনে মনে প্রশ্নটা করেই সে হেসে উঠে উচ্চারণ করলো, 'সিলি।' সে বসবার ঘরের দিকে গিয়ে দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালো। সুদীপা হাওয়াই শার্টটা তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে ডান দিকের কোমরটা দেখছে। ও নবনীতকে দেখতে পেয়ে শার্টটা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'আসুন। দেখছিলাম, পায়জামার কোথায় কতোটা ছিঁড়েছে। আপনার কোমরটা দেখছি সিংহের কোমর। বুকের তুলনায় বেশ সরু।'

নবনীত হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, 'সিংহ পুরুষ বলছো?' সে হুইস্কির বোতলটা টেবলের ওপর রাখলো। আবার বললো, 'তা, তুমি ওগুলো ছেড়ে তোমার শাড়ি জামা পরো না। না হয়, আজকের মতো কাল আবার ধুয়ে দেবে।'

সুদীপা অবাক হয়ে বললো, 'কেন, কাল তো আমি আমার ধোয়া শাড়ি জামা-ই পরতে পারবো।'

'না-ই বা গেলে।' নবনীত মনে মনে যথেষ্ট সাবধান থাকলেও কথাটা বললো, খুব স্বাভাবিক ভাবে, আলগোছে গড়িয়ে দেবার মতো, 'আজকের রাতটাও না হয় এখানেই থেকে যাও।'

নবনীত সোফায় বসলো, এবং বুঝতে পারলো সুদীপা তাকে অবাক আর অনুসন্ধিৎসু চোখে লক্ষ করছে। সে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে সুদীপার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো, খুব অবাক হয়ে গেলে, মনে হচ্ছে?'

সুদীপা না বসে বললো, 'তা একটু হচ্ছি। আজও থাকতে বলছেন? কাল রাত্রে মাতাল হয়ে জোর করে এলাম, আর আজ আপনি নিজেই থাকতে বলছেন?'

নবনীত বোতলের ছিপি খুলেও হুইস্কি না ঢেলে বোতলটা রেখে দিয়ে বললো, 'ভয় পাচ্ছো?'

'ভয় আমি পাই না।'

'কেন পাও না? আমার থেকে কি তোমার গায়ের জোর বেশি?'

'গায়ের জোর বেশি থাকলে কী হয়? একটা মেয়েকে যা খুশি তাই করা যায়?'

নবনীত হাসলো, সুদীপার চোখেও হাসির ঝিলিক, বললো, 'বড় জোর

একটা মেয়েকে মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। তারপরে কী হলো না হলো, কে দেখতে যাচ্ছে।'

নবনীত বললো, 'তবে আর কী। অবিশ্যি ভয় না পেলেও মনে একটা অস্বস্তি থাকতে পারে, কিন্তু তুমি নিশ্চিন্তেই থাকতে পারো। গল্প করে, আড্ডা দিয়ে, খেয়ে ফিরতে হয় তো দেরি হয়ে যাবে, সেই জন্যই বলছি, রাত্তিরটা থেকেই যাও।'

সুদীপা ঘাড়টা একটু পিছনে হেলিয়ে হেসে বললো, 'থাকতে খারাপ লাগবে না। এই বিলিতি হুইস্কি, মাংস ভাত খেয়ে। আপনার খাটের নরম বিছানায়—।' হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু ঝুঁকে বললো, 'আপনার কম্বলটা যেমন গরম, তেমনি নরম, অথচ হালকা। ওটা গায়ে জড়ালে বোধ হয় এমনিতেই ঘুম পেয়ে যায়। আপনিও আমার সঙ্গে শোবেন তো?'

নবনীত ভুরু কুঁচকে সুদীপার চোখের দিকে তাকালো, দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। বিম্বার কথা মনে পড়ে গেল, 'রিডিকুলাস। নোবডি ক্যান স্লীপ উইথ এ ডেডবডি।' কিংবা, একটু আগে টেলিফোনের কথা, 'ভালো লাগলে ও যে কতোদূর যেতে পারে, তার হিসাব কেউ জানে না।' ...সুদীপা। প্রকৃতপক্ষে কী বলতে চাইছে? ও আবার বললো, 'কী ওরকম তাকিয়ে রইলেন কেন? আপনার খাট যথেষ্ট চওড়া, দু'জন অনায়াসে শুতে পারে।'

নবনীত হেসে বললো, 'বসো দাঁড়িয়ে থাকছো কেন? আমার খাটটা যথেষ্ট চওড়া, কিন্তু তুমি কি আমার পাশে শুয়ে ঘুমোতে পারবে?'

'কেন, আপনি কি ঘুমন্ত ঘুষি লাথি ছোঁড়েন নাকি? না, কামড়ে খামচে দেন?' সুদীপা ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, ওর চোখের তারা ঝিলিক দিচ্ছে, ঠোঁটে টেপা হাসি।

নবনীত বললো, 'ওসব কিছুই করি না। ভেবো না, শোয়া নিয়ে কোনো ক্রাইসিস হবে না।'

'কালকের মতো, এই ডাবল সোফাটায় শুয়ে থাকবেন?'

'এখানে শুয়েছিলাম, জানলে কী করে?'

'গোপীনাথ বলেছে, বেডকভারটা ওখান থেকে ও তুলেছে।'

'বুঝেছি! না, আজ আমি আমার পড়ার ঘরের বিছানায় শোবো। গোপীনাথকে বলবো, একটু ফ্লিট স্প্রে করে দিতে।'

'সেই জন্যই আপনার এখানে থাকতে আমার খারাপ লাগবে। তার চেয়ে, আমিই বরং আপনার পড়ার ঘরে শোবো।' তবে আমার কিন্তু এক খাটে শুতে আপত্তি নেই।'

নবনীত আবার সুদীপার চোখের দিকে তাকালো। সুদীপাও তাকিয়েছিল, বললো, 'এখন মনে হচ্ছে, নবনীত ঘোষই ভয় পাচ্ছেন।'

নবনীত হাসলো, এবং সে যেন স্পষ্ট অনুভব করলো সুদীপা ঠাট্টা যেমন করছে না, তেমনি মিথ্যাও বলছে না। পরিণতির বিষয়েও ও যেন অতিমাত্রায়

সজাগ আর আস্থা রাখে, অন্যায় কিছুই ঘটবে না। কী করে এমন ভাবতে পারে, নবনীত অনুমান করতে পারছে না। নবনীতর নিজের প্রতি কোনো অনাস্থা নেই। সে যাকে বলে, 'বেলকাঠ ব্রহ্মচারী' তা না, কিন্তু তার নিজের জীবনটাই তার কাছে স্ব-পরিচয়ের অভিজ্ঞতা। তথাপি, সে জানে, সে সুদীপার সঙ্গে এক খাটে শুয়ে অস্বস্তি বোধ করবে। সে হেসেই জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বলছো, তোমার কোনো অস্বস্তি হবে না?'

সুদীপা অনায়াসে বললো, 'অস্বস্তি হলে, যাতে স্বস্তি পাই, তা-ই করবো।'

নবনীত আবার তাকালো সুদীপার চোখের দিকে। ওর কালো চোখের তারায় ঝিলিক দিচ্ছিল। নবনীতর সঙ্গে দৃষ্টি মিলতেই ও খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই থাকলো। নিজের স্বস্তি পেতে গিয়ে শেষটায় আপনার ঘুমটাই আমি মাটি করতে চাই না।' বলতে বলতে ও সাবধান আর ধীরে, নবনীতর পাশে বড় সোফাটায় বসলো। ওর শেষের কথায় মনে হলো, এতক্ষণ ও যেন ঠাট্টা করছিল, নবনীতকে পরীক্ষা করছিল, অথবা কোনোটাই নাও হতে পারে। কিন্তু এক সোফায় সুদীপাকে নিয়ে বসার জন্যই, সে ডাবল সোফাটাতে বসেনি। সিঙ্গল সোফার থেকে ডাবল সোফায় বসতে সে আরাম বোধ করে, যদৃচ্ছা বসা যায়, দরকার হলে, পাও তুলে দেওয়া যায়।

নবনীত বললো, 'বোতলটা আনকোরা না, কিছুদিন আগে এক বন্ধু নিয়ে এসেছিল, সে নিজেই একটু নিয়েছিল।'

সুদীপা বোতলটার দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে বললো, 'তাই নাকি? আমি দেখে ইস্তক ভাবছিলাম, একেবারে নতুন বোতল। একটুও খরচ হয়েছে বলে মনেই হয়নি। আপনার বন্ধুরা সব আপনার মতোই খাইয়ে।'

নবনীত হেসে বললো, 'আনকোরা না হলেও তুমিই তোমার হাতে ঢালো।'

সুদীপা ঘাড় ফিরিয়ে, নবনীতকে একবার দেখলো, ঠোঁটের ও চোখের কোণে হাসির ঝিলিক। তারপরে বোতলটা হাতে নিয়ে বললো, 'আমি কিন্তু আনকোরা, আমাকে পুরনো ভেবে, কথাটা বললেন না তো?'

নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠলো। আনকোরা কথাটা সে সেরকম কিছু ভেবে, মোটেই বলেনি। নিতান্ত একটা কথার কথাই বলেছিল। কিন্তু সুদীপা কথাটাকে এভাবে নিল কেন? 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি।' এরকম কোনো অগ্রিম প্রতিবাদের ছলনা নাকি?

সুদীপা বোতলটা দেখছে, বোতলের লেবেল, নাম এবং দেখতে দেখতেই বললো, 'অবিশ্যি আমাকে সবাই ভাবে, আমি একটা যাচ্ছেতাই মেয়ে। আমাকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করা যায়।'

বিম্বার কথাগুলো নবনীতর মনে পড়লো, তবু সে একটু গম্ভীর হলো, বললো, 'কেন যে তুমি কথাটা এ ভাবে নিলে, জানি না। আমি কিন্তু সেরকম

ভেবে কিছু বলিনি।'

সুদীপা নবনীতর দিকে তাকালো এবং হঠাৎ একটু হেসে উঠে, ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে বললো, 'রাগ করলেন?'

'না।' নবনীত বললো।

সুদীপা বললো, 'তা হলে বিরক্ত হয়েছেন। অবিশ্যি আমি সকলের সংগে আপনাকে মেলাতে চাই না। তবে আপনাকে আমি ঠিক ধরতে পারছি না কী না, আপনি লোকটা কেমন, সব সময়েই কেমন শান্ত আর স্থির, এরকম আনডিসটার্বড লোক আমি দেখিনি, সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া। তাই কথাটা বলে ফেললাম।' ও একটু হাসলো, এবং বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে আবার বললো, 'আসলে আমাকে সবাই খারাপ ভাবে বলেই কথাটা এমনিতেই আরো হঠাৎ মুখে এসে পড়লো। আপনি নিশ্চয় জানেন যারা সকলের সংগে হাত মিলিয়ে চলতে পারে না, তাদের ওপর রাগটা বেশি হয়, দুর্নামও বেশী রটে— মানে, আমার মত মেয়ের কথা বলছি। যেমন ধরুন, শেলী মাসী—ওহ্ কথাটা তো জিজ্ঞেস করাই হয়নি। উনি লাঞ্চের পরে আসবেন বলেছিলেন, এসেছিলেন?' জিজ্ঞাসা করেই, তৎক্ষণাৎ স্বর বদলিয়ে বললো, 'দাঁড়ান, আগে গেলাসে ঢালি, তারপরে শুনবো।' ও গেলাসে হুইস্কি ঢাললো।

নবনীত প্রায় আঁতকে ওঠার মতো বললো, 'কতো ঢালছো? এ তো ডাবল লার্জ।'

'পাতিয়ালা হয়ে গেল?' সুদীপা হেসে বললো, 'আমার হাতে, আমি কিছুতেই কম ঢালতে পারি না।' বলে একটু বেশি ঝুঁকে জলের বোতলটা নিতে গিয়েই মৃদু একটি শব্দ হলো, ফ্যাস। ওর মুখটা আবার লাল হয়ে উঠলো, জিভ কেটে বললো, 'যাহ্। আবার কোথায় পায়জামাটা ছিঁড়ে গেল। এটা তো দেখছি কেমব্রিক কাপড়, তবু ফ্যাস ফ্যাস করে ছিঁড়ে যাচ্ছে কেন? পুরনো নাকি?

নবনীত এবার রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করে বললো, 'তুমি শাড়ি জামাটাই পরো না।'

'উঁহু, ওগুলো পরে কাল সকালে আপনার এখান থেকে আমাকে অফিস যেতে হবে।' সুদীপা বসলো, ওর হাত হাওয়াই সার্টের নিচে, কোমরের আশেপাশে ছিন্ন অংশ সন্ধান করছে। আবার বললো, 'পেয়েছি বোঝা যাবে না, সার্টে ঢাকা পড়ে যাবে। ভাগ্যিস সার্টটা লম্বা।'

নবনীতর অস্বস্তি তথাপি গেল না, বললো, 'তুমি না হয় একটা নতুন পায়জামা পরো, নিশ্চয়ই আরো পায়জামা আছে।'

সুদীপা বললো, 'বসুন তো, আছি তো আমি আর আপনি, কে দেখতে আসছে।' ফিক করে একটু হেসে বললো, 'অবিশ্যি আপনি আছেন, কিন্তু দেখা তো যাবে না। নিন।' বলে, একটা গেলাস নবনীতর দিকে বাড়িয়ে দিল।

নবনীত গেলাস নিল। সুদীপা নিজের গেলাস তুলে টোস্ট করার ভঙ্গিতে

নবনীতর গেলাসে গেলাস ঠুকে বললো, 'দীর্ঘকাল পরে, আবার নবনীতকে দেখতে পাওয়ার খুশি উপলক্ষে। গতকালেরটা অন্য ব্যাপার ছিল।' বলে গেলাসে চুমুক দিল।

নবনীত গেলাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে মৃদু চুমুক দিয়ে বললো, 'কিছু খাবার হলে ভালো হতো।'

'কোনো দরকার নেই।' সুদীপা বললো, 'আপনার ইচ্ছে করে তো আমি পরে গোপীনাথকে বলে আসবো, আপনাকে কিছু দিতে। (নবনীত কিছু বলবার চেষ্টা করে) এখন বলুন, শেলী মাসী এসেছিলেন?'

নবনীত বললো, 'এসেছিলেন, সঙ্গে তোমার বন্ধু বিম্বাও ছিল।'

'শেলী মাসী আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি আপনার এখানেই আছি কী না?'

'হ্যাঁ করেছিলেন। আমার জবাব শুনে তাঁর মনে হয়েছে, তুমি এখান থেকে চলে গেছ।'

'মারভেলাস। আর বিম্বা কী বললো, কাল রাত্রে এখানে ছিলাম শুনে?'

'বললাম, তুমি প্রায় সেন্সলেস ছিলে, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলে। ও বললো, (নবনীত ইচ্ছা করেই কথাটা বললো।) রিডিকুলাস। নোবডি ক্যান স্লীপ উইথ এ ডেডবডি।'

'রাক্ষুসী।' সুদীপা হেসে উঠে বললো, 'ও কিছুতেই অন্যরকম ভাবতে পারে না। শেলী মাসী ওর জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। ওই জন্যই বেশি ড্রিংক করলে কাঁদে। ভয় হয় কোনদিন পাগল হয়ে যাবে।'

ওর মুখে প্রীতি আর বিষণ্নতা, একসঙ্গে ফুটে উঠলো। নবনীত আশা করেছিল, বিম্বার কথাগুলো শুনলে, সুদীপা রেগে যাবে। তা গেল না। সে সত্যি কথাকেই সময়ের হেরফের করে বললো, 'আরো বলছিল, তোমার কারোকে ভালো লাগলে, কতোদূর যেতে পারো, তার হিসাব কেউ করতে পরে না।'

'খুব ঠিক কথা' সুদীপা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'কারোকে ভালো লাগলে, তার জন্য আমি খুন করতে পারি, জেলে যেতে পারি, তা বলে শুতে পারি না। ওটাও একটা রিডিকুলাস ব্যাপার। পুরুষের চোখ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। আমাকে ওরা অনেকদিন আগেই চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে।' বলে হেসে উঠলা, এবং নবনীতর দিকে তাকালো।

নবনীত দেখলো, কয়েক চুমুকেই সুদীপার চোখে যেন ঝলক দিচ্ছে। তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললো, 'তা বলে আপনাকে বা সব পুরুষদের কথা আমি বলছি না। কিন্তু অনেকের কথা বলছি, তারা দেয়ালের ছবিও বোধ হয় ছিঁড়ে খায়, বিরক্তিকর। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বলতে গেলে, মনটা বিষিয়ে গেছে। বিম্বাটা তো একটু অন্যরকম—ও আমাকে নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছে।' বলতে বলতে হেসে, গেলাসটা দিয়ে চোখ ঠোঁট আড়াল করে,

আবার বললো, 'রেগে গিয়ে ওকে মারধোরও করেছি। ওর গায়ে লাগে না। ও একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

তার মানে কী, লেসবিয়ানিজম! নবনীতর মনে প্রশ্ন জাগলো, কিংবা সুদীপা শীতল ইন্দ্রিয়র মেয়ে? নবনীত বললো, 'কিন্তু মানুষের মুগ্ধ হওয়াটাকে তো তুমি আটকাতে পারো না।'

সুদীপা মুখের কাছ থেকে গেলাস সরিয়ে বললো, 'তা আবার আটকানো যায় নাকি? আমি কি কোনো পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হই না? আপনাকে দেখে তো আমি মুগ্ধ। তা বলে কি আমি মনে মনে, আপনার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

নবনীত অস্বস্তি বোধ করে একটু হাসলো, বললো, 'আমার কথা বাদ দাও, কোনো ফ্যাকটরই না—।'

'কে বললো ফ্যাকটার নন?' নবনীতর কথার মাঝখানেই সুদীপা বলে উঠলো, 'আপনি কি ভাবছেন, কাল রাত থেকে আপনাকে আমি মিথ্যা বলে যাচ্ছি? যেকোনো পুরুষের সঙ্গে ওসব নিয়ে আমি ঠাট্টা করতে পারি না। নবনীতকে দেখে, আমি আঠারো বছর বয়সেই মুগ্ধ ছিলাম, তখন অবিশ্যি তাঁর চুলে এরকম পাক ধরেনি, লাজুক আর মুখচোরা ছিলেন। তবে সেই সময়ের থেকে আপনার এখনকার চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে—মানে, কী বলবো—উঁমমম...ধারালো? না না না, আপনি তো আবার কেমন যেন নির্বিকার আর শান্ত। যাক গে, বলতে পারছি না, মোটের ওপর নাউ য়ু লুক মাচ মোর অ্যাট্রাকটিভ—আমার চোখে। তবে সেই অহংকারী ভাবটা যায়নি, তবু আমি মুগ্ধ।' সুদীপা ওর গেলাস চুমুক দিয়ে শূন্য করলো।

নবনীত সুদীপার কথায় কিঞ্চিৎ অসহায় বোধ করছে, কারণ ওর কথার সত্যি মিথ্যা যাচাইয়ের যেমন কোনো প্রশ্নই নেই, তেমনি বলবারও কিছু নেই। সুদীপা এমন কিছু পান করেনি যে, (অবিশ্যি নবনীতর কাছে অনেকখানি) ও প্রগলভ হয়ে উঠেছে। সুদীপা নিজের গেলাসের দিকে দেখলো, বললো, 'আপনি তো মোটে খানই নি দেখছি।'

নবনীত বললো, 'আমি সময় মতো নেবো, তুমি নাও।'

সুদীপা ওর গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে, একটু হেসে বললো, 'আপনি অবিশ্যি কখনো মুগ্ধ হননি, কিন্তু মুগ্ধ বলতে কী বোঝায়, গতকাল রাত্রেই দেখেছেন তো?' বোতলের ছিপি এঁটে রেখে গেলাসে জল মেশাতে মেশাতে আবার বললো, 'অন্যান্যদের কথা বাদই দিচ্ছি, আপনার বস্ কী রকম মুগ্ধ হয়েছিলেন, দেখেছিলেন তো?' ও গেলাস হাতে তুলে নিল।

নবনীতর মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, সুদীপা ওর জীবনের পশ্চাৎপট থেকে কোনো রকম শুচিবায়ুগ্রস্ততা আয়ত্ত করেছে নাকি, এবং আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ডুবে গেল। ওর যা রূপ আর স্বাস্থ্য, পুরুষরা ওর দিকে কিছুটা আকর্ষণ বোধ করে তাকাবে, এটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, ও বাইরে ঘোরে,

চাকরি করে, পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে কি ওর মতো মেয়ের এতো ভাবা চলে? ভাবে না হয় তো, মনে মনে ক্ষোভ পোষণ করে। সেটাও বোধ হয় খুব স্বাভাবিক না। অবিশ্যি, নবনীতর বস্-এর কথা আলাদা।

সুদীপা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'বিম্বাদের বাড়ি আমি প্রায়ই যাই, কিন্তু ওর মায়ের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাই না। গত রাত্রের পার্টিতে আমাকে ডাকার কারণ আমি ভালই জানি। অবিশ্যি আমি জানতাম না, আপনার বস্ লোকটির জন্যই পার্টি দেওয়া হয়েছিল। যারা লোকটাকে চেনে, তারা সবাই জানে, আপনিও জানেন, লোকটা রোজ একটা অল্পবয়সী মেয়ে খোঁজে, পায়ও ওর সাকরেদ আর দালালরা যোগাড় করে। টাকার অভাব নেই, দেশবাসীর রক্তের টাকা, গরীব মেয়েরও অভাব নেই। শেলী মাসী কাল রাত্রে আমাকে দিয়েই সেটা সারতে চেয়েছিল, কারণ, বিম্বার সঙ্গে তার মেলা মেশা হয়ে গেছে।' বোধ হয় কথাগুলো বলতে গলা শুকিয়ে উঠলো বলেই, প্রায় নির্জলা (ডাবল লার্জে সামান্য জল মেশানো) হুইস্কি ঢক ঢক করে পান করলো।

বিম্বার সঙ্গে তার মেলামেশা হয়ে গিয়েছে মানে? অর্থহীন প্রশ্ন, নবনীতর নিজেরই মনে হলো। সুদীপা অস্পষ্টতা কিছু রাখেনি। কিন্তু সুদীপা একটু দ্রুত পান করছে। ওর ফরসা গালে, রক্তের ঝলক ফুটছে এবং চোখেও। ও কি আজও আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে? অবিশ্যি, আজ আর বাইরে যাবার কোনো ব্যাপার নেই।

'বিম্বা অবিশ্যি গরীব মেয়ে না, জীবনটাই ওরকম হয়ে গেছে।' সুদীপা বললো, 'সেই জন্য, ওরা ভাবতেই পারে না, আপনার সঙ্গে আমার কিছু ঘটেনি। তবে—।' ও হঠাৎ কথা থামিয়ে ভুরু জোড়ায় চোখের তারা প্রায় ঠেকিয়ে, নবনীতর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো, বললো, 'ডেডবডিটা নিয়ে আপনি কী করেছেন, আমি কিছুই জানি না।'

নবনীত বিভ্রান্তভাবে উচ্চারণ করলো, 'ডেডবডি?' কিন্তু ক্ষণমাত্র, সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠতেই, সেও হাসলো, বললো, 'নো বডি ক্যান স্লীপ উইথ এ ডেডবডি!'

সুদীপার যেন গলায় বিষম লাগলো, এ রকম একটা শব্দ করে, ও হাসিতে আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

নবনীত একটু অস্বস্তি বোধ করলো, সুদীপার আর একটা বোতামও, হাসির বেগে, খুলে যাবে না তো? তা হলে—। ও অন্তত ওর বুকের ভিতরের জামাটা পরতে পারতো।

সুদীপার হাসি একটু কমলে, ও বললো, 'তন্ত্রে শব সাধনা না কী সব আছে? সেরকম একটা কিছু করলেই পারতেন?'

নবনীত ভুরু কুঁচকে বললো, 'শব সাধনা কি মেয়েদের ডেডবডি দিয়ে হয়? বোধহয় না। তা ছাড়া, শব সাধনার জন্য বোধহয়, ডেডবডির বিশেষ

বিশেষ লক্ষণ থাকা দরকার।'

সুদীপা আবার হেসে উঠলো, নবনীতও। সুদীপা বললো, 'আমি ওসব জানি টানি না, বোগাস্। না, সত্যি বলুন না, আমি কাল রাত্রে একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে যাই নি তো, মানে, একেবারে ইয়ে যাকে বলে।' ও লজ্জা পাচ্ছে।

'না, সেরকম কিছু হয় নি—মানে, আমি দেখি নি।' নবনীত বললো, 'সুদীপা, তুমি আর একটু স্লো খাও না।' (বোতামটা কি লাগাবে? —এ কথাও বলতে ইচ্ছা করলো, পারলো না)

কিন্তু নবনীতর কথার পরিণাম অন্যরকম হলো, সুদীপা আবার একটা দীর্ঘ চুমুক দিল, বললো, 'স্লো টেম্লা আমি পারি না, খেলাম, পড়লাম, ব্যস্ মিটে গেল, তারিয়ে তারিয়ে এনজয় আমার দ্বারা হয় না।' ও ওর বাঁ হাতটা সোফার পিঠের ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে দিল, নবনীতর কাঁধ স্পর্শ করলো। ওর রঙ না মাখা ঠোঁট, গাল, চোখ, সব থেকে বেশি ঠোঁট দুটো লাল দেখাচ্ছে। আবার বললো, 'আর যদি আপনি দেখতেনই, তা হলেই বা আমার কী করার ছিল।'

'কিছুই না।'

'আপনার মেজাজটা একটু খারাপ হতো।'

'মেজাজ খারাপ মানে?'

'মানে, রাগ করতেন, বিরক্ত হতেন! হতেন না?'

'খারাপ আর অস্বস্তি লাগতো।'

সুদীপা নবনীতর চোখের ওপর থেকে চোখ সরালো না। নবনীত একটু হাসলো। সুদীপা কিছু বললো না, চুপ করে তাকিয়ে থাকলো। এই মুহূর্তে, ওর মুখের হাসিটা খুব স্পষ্ট না। নবনীত বুঝতে পারছে, সুদীপা যথেষ্ট শক্ত মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, ওর নারীসত্তা কিঞ্চিৎ আহত হয়েছে। তার অস্বস্তি লাগতো নিশ্চিত, খারাপও কি সত্যি লাগতো? লাগতো। সেই অবস্থায় কোনো মেয়েকে নগ্ন দেখতে, সকলেরই বোধহয় খারাপ লাগে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি কোনো সম্পর্কই না থাকে।

সুদীপা হঠাৎ এক চুমুকে গেলাস শূন্য করে দিল, এবং কোনো কথা না বলে, সেন্টার টেবিলে ঝুঁকে, গেলাস রেখে, বোতলটা হাতে তুলে নিল। ফ্যাস করে আবার একটা মৃদু শব্দ হলো, কিন্তু সুদীপা চমকালো না, কিছুই বললো না, গেলাসে আগের মতোই হুইস্কি ঢাললো। মুখের কাছে গেলাস তুলে নেওয়া পর্যন্ত দেখেই, নবনীতর দৃষ্টি ঝটিতি অন্য দিকে আকৃষ্ট হলো। বসবার ঘর থেকে, রান্নাঘরে যেতে, সরু বারান্দার কয়েক ফুট পার হতে হয়। সে হঠাৎ, বারান্দায় একটা ছায়াকে দেখতে পেলো, নিমেষের জন্য। ছায়াটা দরজার পাশে সরে গেল। নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠলো, দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা।

'তুমি খুব রেগে আছো আমার ওপর, না?' সুদীপা হঠাৎ জিজ্ঞেস

করলো।

নবনীত সুদীপার দিকে তাকালো। এখন আবার সুদীপার ঠোঁটের কোণে হাসি স্পষ্ট। গত রাত্রের চেহারাটা আজ অনেক তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছে, ও নবনীতকে 'তুমি' সম্বোধন করছে। নবনীতর মস্তিষ্কে তখন, দরজার পাশে ছায়াটা বিদ্ধ হয়ে আছে, তার মনে পড়ছে, বিম্বার টেলিফোনের কথা, সন্ধানীরা এখানেও সন্ধান করতে পারে। কিন্তু বাগানে লোক ঢুকতে পারলেও, ভিতরে ঢুকবে কেমন করে?

সুদীপা আবার বললো, 'দয়া দেখালে আমার খুব খারাপ লাগে। কেন যে আমাকে থাকতে বললে, বুঝতে পারছি না।'

নবনীত দেখলো, সুদীপার লাল টকটকে মুখের হাসিতে যেন দাহের প্রখরতা। আবার বললো, 'আমার চলে যাওয়া উচিত।'

ছায়াটা কার? কে? নবনীত বললো, 'আমাকে ভুল বুঝো না, তাহলে আমি সত্যি দুঃখিত হবো।' সে দেখলো বসবার ঘরে ঢোকবার দরজার একটা পাল্লা একটু নড়লো। আবার বললো, 'তোমাকে আমি দয়া দেখাই নি, তোমার ওপর রেগেও নেই। আমি সত্যি সত্যি চাই যে, তুমি আজ বাড়ি যেও না।'

'কেন।' সুদীপা ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, চুলের গোছা কপালে আর গালে পড়লো।

নবনীতর একটা দমকা নিঃশ্বাস পড়লো, স্বস্তির নিঃশ্বাস। দরজার কোণে, প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি ফাক দিয়ে, যে এ ঘরে, তাদের দু'জনকে দেখছে, তার পরনের খাকি হাফ প্যান্ট আর খাকি হাফ শার্ট ফাঁকি দিতে পারলো না। গোপীনাথ। সে সুদীপার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললো, 'এ ফানি থিং ইজ হ্যাপনিং।'

সুদীপার ভুরু কোঁচকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'কী?'

নবনীত গলা নামিয়ে বললো, 'তুমি যেন পেছন ফিরে তাকিও না--মানে, তোমার ডানদিকে ফিরে। গোপীনাথ আমাদের লুকিয়ে দেখছে।'

সুদীপার ঘাড় তথাপি ফিরতে উদ্যত হলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার নবনীতর দিকে ফিরিয়ে, জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি?,

নবনীত হেসে ঘাড় ঝাঁকালো। সুদীপা শব্দ না করে, হাসির বেগ সামলাতে গিয়ে, কেঁপে উঠলো, এবং শেষ পর্যন্ত খিলখিল করে হেসে উঠলো। ডান হাতের গেলাসে হুইস্কি টলমল করে উঠলো, বাঁ হাত পড়লো নবনীতর কোলে, অনেকটা টাল সামলাবার মতো। দু পাশ দিয়ে খোলা চুল এলিয়ে পড়ে, মুখটা প্রায় ঢেকে দিল। তারপর হাসি একটু সামলে, মুখ তুলে, ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে, চুল সরিয়ে দিয়ে বললো, 'বোধহয় ওর সুন্দরী বউটির কথা এখন মনে পড়েছে। তুমি ওর বউকে কখনো দেখেছো?'

নবনীতর মুখে, নিমেষের জন্য, একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো, বললো, 'না।' এবং একটা ছোট নিঃশ্বাস পড়লো। গোপীনাথ কী ভাবছে? নবনীত

যেন স্পষ্ট অনুভব করছে, গোপীনাথের বুক টনটন করছে। নবনীতর বিষয় ও কী ভাবছে? ও কি এখন কুকারে ভাত বসিয়ে এসেছে? পুড়ে যাবে না তো? কিন্তু নবনীতর ইচ্ছা হলো না, ওর কাছে উঠে যায়। সে সুদীপার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললো, 'তোমার বাড়ির কথা কিন্তু কিছুই হলো না।'

সুদীপা বসা অবস্থাতেই একটু যেন টলে উঠলো, বললো, 'আমার বাড়ির কথা? হোপলেস!'

নবনীত বললো, 'হোপলেস মানে কী? তোমার বাবা কী করেন?'

'কী করে?' সুদীপা যেন ওর বন্ধ চোখের তারা মেলে, একটু ভাবলো, তারপরে বললো, 'বেনামীতে পাঁচশো বিঘা জমি আছে আমার বাবার। বড় একটা ওষুধের দোকান আছে। সব পলেটিকাল পার্টিকে চাঁদা দেয় মানে, নির্দল। নিরীহ আর ওটাকে কী বলে? হ্যাঁ, হেনপেগড। (নবনীত অবাক, হাসবে কী না বুঝতে পারলো না।) আর আমার মা, খুব সুন্দরী, এখনো, শহরের সবাই তাকিয়ে দেখে, ভীষণ প্রতাপ, তার ওপরে কেউ নেই—কেউ না, আমি না, আমার ভাই না, বাবা তো নয়ই, ঘরে বাইরে, তার ইচ্ছাই সব। ব্যস্, এই আমার বাড়ির কথা।'

চিত্রটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ। সুদীপার এই জীবনটা কি, তারই মূর্তিমতী প্রতিবাদ? সুদীপা হঠাৎ গেলাসের সবটা গলায় ঢালতে গিয়ে যেন, বিষম খেলো, গলায় হাত দিল, এবং একটা শব্দ করলো। নবনীত জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?'

'বিষম!' সুদীপা মাথা নেড়ে হাসলো, 'কেউ বোধহয় গালাগালি দিচ্ছে।'

নবনীত বললো, 'আর নিও না, মিনিমাম ছ'টা লার্জ হয়ে গেছে।'

'আর তোমার একটাও হলো না।' বলেই, নবনীতর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'খেয়ে নাও ওটা, খাও। এই দেখ, 'আমি একটুও মাতাল হই নি।' বলে, নবনীতর দিকে তাকালো।

নবনীত দেখলো, গত রাত্রের সেই চোখ, যে-চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, লাল আর চকচকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি বন্ধ না, তারা দুটো কাঁপিয়ে ও হাসছে। বললো, 'এবার তুমি তোমার গেলাস শেষ করবে, তারপরে দুজনে এক সংগে নেবো।'

নবনীত নিজের গেলাস টেবলে রেখে, হাত বাড়িয়ে বললো, 'এবার তোমাকে আমি ঢেলে দিচ্ছি।' বলেই, ওর গেলাসটা নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা বললো, 'তোমার কি মনে আছে, গতকালও তুমি আমাকে, তুমি করে বলেছিলে?'

সুদীপা বললো, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। আজো প্রথম থেকেই বলতাম, একটু বাধো বাধো ঠেকছিল, সেই জন্য এখন খুব করে বলে নিচ্ছি।' বলে ও হাসলো, এবং তৎক্ষণাৎ অন্য সুরে বললো, 'কিন্তু এতো কম দিচ্ছ কেন? আর একটু দাও।'

নবনীত হেসে উঠলো, নিজের ব্যর্থতায়। সুদীপার অবস্থা এখনো ফাঁকি দেবার মতো না। তবু নবনীত তুলনায় কম ঢাললো, এবং গেলাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, বললো, 'এদিকে তোমার দৃষ্টি বেশ সার্প!'

'হ্যাঁ।' সুদীপা বললো, এবং নবনীতর কাঁধে বাঁ হাত রেখে বললো, 'এখন তোমার কথা আমি জানতে চাই।'

হাত তুলে দেবার পরিণাম, বোতাম খোলা ফাঁক আরো বিস্তৃত হলো। নবনীত বললো, 'আমার আবার কী কথা?'

সুদীপা বললো, 'অনেক কথা। ফার্স্ট, তুমি কলেজের চাকরিটা ছেড়েছিলে কেন?'

নবনীত তাকালো সুদীপার চোখের দিকে। লাল চকচকে চোখের তারায় অনুসন্ধিৎসা। সে হেসে বললো, 'কী হবে তোমার সে কথা শুনে? ওখানকার পরিবেশ আমার ভালো লাগে না।'

'কেন?' সুদীপা একটু ঝাকানি দিল নবনীতর কাঁধে, ওখানকার পরিবেশে কী আছে, যে ভালো লাগে না?'

'অনেক কিছু। ছাত্র অধ্যাপক, সকলের মধ্যেই ওখানে একটা দলাদলি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। ওখানে থাকতে হলে, একটা কোনো দলে থাকতেই হয়, তা না হলে, কলেজে চাকরি করা যায় না।'

'আর এখন যেখানে আছো, সেখানে দলাদলি নেই? পরিবেশ খুব ভালো?'

'না, সেই অর্থে পরিবেশ ভালো বলতে পারি না, কিন্তু দলাদলির সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই, আমি একজন চাকর মাত্র।'

'চাকর?'

'হ্যাঁ, আমার মাথার ওপরে যে-ই আসুক, যে দলের লোকেরাই আসুক, আমার কাজটা আমাকে করতেই হবে। এখানে আমার কারোর দলে যাবার দরকার হয় না। মিথ্যের বহর এখানেও কম নেই, কিন্তু আমি একজন হুকুমবরদার মাত্র। শত শত ছেলেমেয়েকে, মিথ্যা কথা বলতে হয় না, কারোর সঙ্গে দল পাকাতে হয় না—আর সব সময় চেষ্টা করে, সমাজের কাছে একটা কেউকেটা সেজে থাকতে হয় না।'

সুদীপা কথা না বলে, এমনভাবে নবনীতর দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন এখনো তার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করছে।

নবনীত আবার বললো, 'অবিশ্যি আমার অফিসটা এমনই, বস্‌কে বাদ দিলে, আমিই সর্বেসর্বা। সেজন্য, আমার অফিসারদের মধ্যে দলাদলির ব্যাপারটা আমাকেই দেখতে হয়।'

'তার মানে, তুমি অটোক্রাট।' সুদীপা বললো।

নবনীত মাথা নেড়ে বললো, 'অটোক্রাসি করতে গেলে, অনেক ঝক্কি সামলাতে হয়, সেজন্য ওটাকে দূরে সরিয়ে রাখি।'

'কিন্তু তুমি জোচ্চোর বদমাইসদের হুকুম মেনে কাজ করো।

'করি। তুমি যাদের জোচ্চোর বদমাইস বলছো, তারা আবার তাদের বিরুদ্ধবাদীদের তা-ই বলে। ওটাও বোধহয় দলাদলি, আর গোটা পৃথিবী-ব্যাপীই বোধহয় এই রীতি।'

সুদীপা একটু ভুরু কোঁচকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'আর এটাই কি এসটাব্লিশমেণ্টের লোকদের বাঁধা বুলি?'

'কম বেশি, বলতে পারো।' নবনীত হাসলো।

সুদীপা আবার নবনীতর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এখানে কলেজের থেকে শান্তিতে আছো?'

'না। কিন্তু স্বস্তিতে আছি। আর প্যাটার্ন অব দ্য সার্ভিসও ভিন্ন, আমি যা, নিজেকে তাই ভাবতে আর প্রকাশ করতে পারি।'

সুদীপা আবার আরো জোরে নবনীতর কাঁধের চাদরটা ধরে টেনে দাবী করার মতো বললো, কিন্তু কেন তুমি এসটাব্লিশমেণ্টের লোক হয়ে গেলে? কেন তুমি আমাদের কাছে থাকলে না?'

নবনীত হাসলো, বললো, 'এসটাব্লিশমেণ্টের লোক বললেই কি আমি দূরের মানুষ হয়ে যাই? আমার বস্-এর মতো কিছু লোক যারা দেশে আছে, তাদের বাদ দিলে, আমিও কোটি কোটি মানুষেরই একজন। আমার ধারণা, সব দেশের কোটি কোটি মানুষের মতোই একজন, অসহায়।'

'অসহায়?'

'যদি নিতান্ত বাইরের থেকে দেখে, বিচার না করো।'

'কিন্তু কোটি কোটি মানুষ কি অসহায়?'

'যারা এটা মানতে চায় না ঠিক তাদের মতোই, বিপরীত কারণে, আমি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখতে পারি না।'

নবনীত অন্তরে অবিচলিত থাকতে চেয়েও, এই প্রথম অনুভব করলো, তার ভিতরে কোথায় একটা ব্যথা বিঁধে গেল। তার স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেল, সে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো। চোখ মেলে দেখলো, সুদীপা ওর রক্তিম ঝকঝকে অপলক চোখে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার? তুমি কি কাঁদছো?'

'অসম্ভব!' নবনীত হাসলো।

'তোমার চোখ দুটো যেন ভেজা দেখাচ্ছে?'

'অসম্ভব।' নবনীত আরো জোর দিয়ে, আবার বললো।

সুদীপা বললো, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। তুমি ঈশ্বর মানো?'

'মানতে চাইলেই কি মানা যায়? সে আমাদের জন্মের যন্ত্রণাকে কখনো লাঘব করতে চায় না।' নবনীত আবার সেই বিঁধে যাওয়া ব্যথা অনুভব করলো।

সুদীপা তার দিকে তেমনি অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। বললো, 'তোমাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।' বলেই ও ঝুঁকে পড়ে, নবনীতর চিবুকে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল।

নবনীত হাসলো, চমকালো না, আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকালো, যেন সুদীপাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

সুদীপা চোখ নামালো, মুখে একটা কষ্টের অভিব্যক্তি ফুটলো, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। তারপরে, হঠাৎ গেলাসে চুমুক দিয়ে শূন্য করে দিল এবং হেসে উঠলো। নবনীত জানে, এ আচরণগুলো মনেরই প্রতিক্রিয়া, পানের প্রতিক্রিয়াও অনেকখানি। গেলাসটা টেবলে রেখে আবার নিজের হাতেই বোতল খুলতে গেল। নবনীত ভরসা করতে পারলো না, বোতলটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, 'অনেক তো হলো, আর থাক।'

'উহুঁ! আর একটু! তোমার সঙ্গে আমার আরো কথা আছে।'

নবনীত হেসে বললো, 'এটা ছাড়াও তো কথা বলা যায়।'

'যায়, তবু ইচ্ছে করছে।' সুদীপা বললো, 'কিন্তু আমি তোমাকে এখনো বুঝতে পারছি না।'

নবনীত বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে একবার রান্নাঘরে যাবার দরজার দিকে তাকালো। গোপীনাথ এখন আর সেখানে নেই। কী করছে। গোপীনাথ? সুদীপার গেলাসে সাবধানে হুইস্কি ঢালতে ঢালতেই সে বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি দেখলো। পৌনে দশ। সে বোতলটা সরিয়ে, ছিপি বন্ধ করে, সুদীপার দিকে তাকালো। সুদীপা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। লাল চকচকে চোখে অনুসন্ধিৎসা। নবনীত বললো, 'আমার মধ্যে কোনো দুর্বোধ্যতা নেই, আমাকে বোঝারও কিছু নেই।'

'নেই?' সুদীপা ঘাড় পিছনে হেলিয়ে, হেসে বললো, 'এখনো পর্যন্ত একটুও সুবোধ্য মনে হলো না। আমার মনে হচ্ছে তুমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্বোধ্য।'

নবনীত নিজেই তার পায়ের দিকে তাকালো, এবং তারপরে কোলের দিকে। সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো, 'নবনীত ঘোষ, ওটা তুমি খুঁজে পাবে না, আমিই বুঝেছি।'

নবনীত সুদীপার গেলাসে পরিমাণ মতো জল ঢালতে গিয়ে দেখলো জলের বোতল শূন্য। সে বললো, 'তুমি এক মিনিট বসো, আমি জলের বোতল নিয়ে আসি, আর দেখে আসি গোপীনাথ কী করছে।'

সুদীপা নিজেও ওঠবার উদ্যোগ করে বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

নবনীত দাঁড়িয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে বললো, 'না না, তুমি আর উঠো না, আমি যাবো আর আসবো।'

তার বলার উদ্দেশ্য, সে নিশ্চিত জানে, সুদীপা এখন সহজভাবে হাঁটতে পারবে না।

সুদীপা ডান দিকে ফিরে দরজার ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'গোপীনাথ কি ওখান থেকে চলে গেছে?'

'বোধহয়। দেখতে পাচ্ছি না।' নবনীত রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললো। বসবার ঘর থেকে ঢাকা বারান্দা পার হবার আগে একবার দরজার পাশে দেখলো। নেই। সে রান্নাঘরে ঢুকে দেখলো গ্যাস উনোনের ওপর, রান্না খাদ্যসমূহের পাত্র বসানো। যার অর্থ, রান্না শেষ। গোপীনাথ গ্যাস উনোনের নিচে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দু' হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে। ঘুমোচ্ছে? দু এক সেকেণ্ড তাকিয়ে দেখলো, তারপরে ফ্রিজ-এর দিকে পা বাড়াতেই গোপীনাথের গোঙানো স্বর শোনা গেল। কাঁদছে? নবনীত উৎকর্ণ হলো। না, গোপীনাথ কিছু বলছে, ও নবনীতর আসা টের পায় নি। নবনীত শুনলো, গোপীনাথের গোঙানো, খাপছাড়া, অস্পষ্ট কথাগুলো এইরকম, 'উহুঁহুঁহুঁ (ওর মাথা নড়ছে) সে কথা হচ্ছে না...যদি তা-ই পারব...কে তোমাকে...কোনো ধম্মা-ধম্মো বোধ নাই?...তা হয় না...হুঁ যায়...বুক ফেটে যায়...।' নবনীত ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে জানে, গোপীনাথের সকল কথার উৎস কোথায়। সে বুঝতে পারে, গোপীনাথ হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কার সংগে কথা বলছে। এই সব ছিন্ন কথা জোড়া লাগানো নবনীতর পক্ষে সম্ভব না, কিন্তু গোপীনাথ কখনো একলা একজনের সংগে ছাড়া কথা বলে না। না, ঈশ্বরের সংগেও না। নিরুপায় নবনীত, ফ্রিজের হাতল ধরে টান দিতেই শব্দ হলো।

'কে?' গোপীনাথ ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো।

নবনীত ওর দিকে পিছন ফিরে জলের বোতল বের করতে করতে বললো, 'আমি। তোমার কি ঘুম পেয়েছে?' নবনীত ফ্রিজ বন্ধ করে ফিরে দাঁড়ালো।

গোপীনাথ বললো, 'না, ঘুম তো পায় নাই বাবু।' ও তাকে লোকের সামনে বা অফিসে 'সাহেব' বলে, বাড়ির মধ্যে একান্তে 'বাবু'। আবার বললো, 'জলের জন্য আমাকে ডেকে বললেন না কেন বাবু, দিয়ে আসতাম।'

নবনীত দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললো, 'অসুবিধের কিছু নেই।' সে দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'গোপীনাথ, তুমি কি রাত্রে এখানে থাকবে?'

গোপীনাথ যেন উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে তাকিয়ে বললো, 'কেন বাবু, এখানে থাকব কেন?'

নবনীত মনে মনে একটু অবাক হলো, বললো, 'এমনি বললাম। তোমাকে থাকতেই হবে, তা বলি নি।'

গোপীনাথ যেন তৎক্ষণাৎ স্বস্তিবোধ করে বললো, 'না বাবু, আমি আপনাদের খাইয়ে দাইয়ে আমার ঘরে ফিরে যাব। কিছু ত বলা যায় না, তালাটা ভেঙে যা কিছু আছে চুরি করে নিয়ে গেলেই হলো।'

নবনীত গোপীনাথের এ কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজনবোধ করলো না। সে জানে, চুরির কথাটা আসল না, গোপীনাথ কখনোই রাত্রে এখানে থাকবে না। ও কোনোদিন ওর সেই কোয়ার্টারের ঘর ছেড়ে যাবে না, থাকবেও না। নবনীত টেবলের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। সুদীপার গেলাস শূন্য। ও মাথা এলিয়ে দিয়ে গুনগুন করছে। সুরটা যেন চেনা। বললো, 'এ কি গেলাসের হুইস্কি গেল কোথায়?'

সুদীপা ওর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে গলা বুক পেট অবধি বুলিয়ে নির্দেশ করলো, হুইস্কি কোথায় এবং মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে বললো, 'এক মিনিটের জায়গায় আপনি যদি পাঁচ মিনিট দেরি করেন, সে দোষ তো আমার নয়। আমি দেখলাম, আপনার বেয়ারা কাম্ মালি কাম্ কুকের সঙ্গে কথা শেষ হচ্ছে না, একলা একলা বসে কী করবো? খেয়ে ফেললাম।'

নবনীত দেখলো এবং অস্বস্তি বোধ করে চোখ ফেরালো, কারণ, সুদীপা কেবল হুইস্কিই পান করে নি, পা তুলে হাঁটু মুড়ে বসার আসনও বদলিয়েছে, যার পরিণতি ওর ডান উরুতে, সার্টের বাইরে ছিন্নাংশ আরো বর্ধিত হয়েছে। সে বোতলটা টেবলে রাখলো। সুদীপার চোখের দিকে তাকিয়ে নবনীতর মনে হলো, চোখের তারাযুগল প্রায় স্থির ও বদ্ধ এবং চোখ কিঞ্চিৎ ছোট। গত রাত্রের চেহারার সঙ্গে এখন আর কোনো অমিল নেই, কেবল রেগে যাওয়া বা ক্ষুব্ধ হওয়া ছাড়া। বেপরোয়া ভাবটা পূর্ণমাত্রাতেই আছে। সে সোফার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'সুদীপা—।'

'আমাকে তুমি চুমকি বলে ডাকতে পারো না?' সুদীপা খানিকটা বাধা দেওয়া প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'তুমি হয় তো আমার সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছো। তা করো, তুমি আমাকে চুমকি ডাকলে আমি খুব খুশি হবো।'

নবনীত হেসে বললো, 'বেশ তো, তা-ই না হয় বলা যাবে। আমি বলছিলাম, আমরা খেয়ে নিলে ভালো হতো।'

সুদীপা ঘাড় নেড়ে বললো, 'না না, এখন খাবো না। বেলা আড়াইটার সময় এক পেট ভাত খেয়েছি, এখন আমার একটুও খিদে পায় নি।' কথাগুলো ও খানিকটা নিজের মনে বলতে বলতেই সহসা যেন চমকে ওঠে, নবনীতর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে বললো, 'ওহ্, তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। গোপীনাথ আমাকে বলেছে, সারাদিন তুমি একবার মাত্র খাও আর তা রাত্রেই।'

নবনীত শব্দ করে হেসে উঠে বললো, 'গোপীনাথের কোনো ধারণাই নেই। সারাদিনে আমি প্রচুর খাই।'

'জানি জানি।' সুদীপা হাত তুলে বললো, 'তুমি সারাদিনে কী খাও সবই জানি। আসল খাওয়া বলতে আমরা ভাত খাওয়াই বুঝি। তুমি খাবে চলো, আমি খাবার টেবলে তোমার সঙ্গে বসবো।' ও ওঠবার উদ্যোগ করলো।

নবনীত নিজের জায়গায় বসে বললো, 'উঠো না, বসো। আমি আমার

খিদের জন্য বলি নি। তোমার অনেক ড্রিংক হয়ে গেছে। গোপীনাথকেও এবার ছেড়ে দেওয়া দরকার।'

সুদীপা ফিক করে একটু হেসে ভারি চোখের পাতা কাঁপাবার চেষ্টা করে বললো, 'এখানেই নবনীত ঘোষের রহস্য। মিনিমাম হাফ ডজন চাকর বেয়ারার যার জন্য সারা রাত জেগে থাকা উচিত, সে ঠান্ডা খেতে পারে, তবু একটি লোককে করুণা করে ছেড়ে দিতে চায়।'

নবনীত খানিকটা অসহায়ভাবে হাসলো, বললো, 'করুণা করা আর অস্বস্তি হওয়া এক কথা না। ওকে আটকে রাখলে আমার অস্বস্তি হবে।'

'গোপীনাথ, গোপীনাথ!' সুদীপা বেশ স্বর চড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ডেকে উঠলো।

নবনীত অবাক। গোপীনাথ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। সুদীপা বললো, 'তুমি তোমার খাবার খেয়ে নিয়ে চলে যাও। আমরা পরে খাবো।'

গোপীনাথ নবনীতর দিকে তাকালো, ওর চোখে দ্বিধা ও জিজ্ঞাসা। নবনীত বললো, 'তুমি এক কাজ করো, খাবার টেবলে আমাদের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি খেয়ে চলে যাও।'

গোপীনাথ তথাপি একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলো তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল। সুদীপা বললো, 'লোকটা খুব ভালো। ওর কিন্তু ধারণা, আমি তুমি এক সঙ্গে এক ঘরে থাকবো।'

নবনীত বোঝে, গোপীনাথের কাছে এই ধারণাটাই স্বাভাবিক আর বাস্তব। আজ সকালে যা কেবল মাত্র একটি দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তার অনুমান, আচরণের বাস্তবেও অনেকখানি মিলে যাচ্ছে। সে হুইস্কির বোতল খুলে গেলাসে ঢালতে উদ্যত হতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠলো। সে দ্রুত হাতে হুইস্কি ঢেলে ছিপি বন্ধ করে গেলাসে জল মিশিয়ে সুদীপার হাতে তুলে দিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে নিল। সুদীপা এখন তার বাঁ দিকে।

সে গম্ভীর নীচু স্বরে 'হ্যালো' বললো।

টেলিফোনের ওপার থেকে পুরুষ স্বর ভেসে এলো, 'মিঃ ঘোষ বলছেন?'

নবনীতর ভুরু আর একটু বেশী কোঁচকালো, অচেনা স্বর। বললো, 'হ্যাঁ। কে কথা বলছেন?'

টেলিফোনের স্বর কিঞ্চিৎ নরম শোনালো, 'নমস্কার মিঃ ঘোষ, আমি সুচারু ধর কথা বলছি, চিনতে পারছেন?'

নবনীত তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো, কিন্তু জিজ্ঞাসার সুরে উচ্চারণ করলো, 'সুচারু ধর? মানে—(সে একবার চোখের কোণ দিয়ে সুদীপাকে দেখে নিল ও গোপীনাথের দিকে দেখছে। গোপীনাথ রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বসবার পাশের ঘরের টেবলে নিয়ে যাচ্ছে) ঠিক ধরতে পারছি না, এনি

সোর্স প্লিজ?'

টেলিফোনের ওপার থেকে একটু হাসির মতো শব্দ হলো, কথা শোনা গেল, 'সেন্ট্রাল ক্যাল্ জটু। আমি আপনার বস্-এর—।'

নবনীতর মুখ শক্ত, কিন্তু ব্যস্তভাবে বললো, 'ওহ্, সরি সুচারুবাবু! কী খবর বলুন তো?'

সেন্ট্রাল ক্যাল্-জটু ওরফে সুচারুর ভাষাও যথেষ্ট শালীন, শোনা গেল, 'আপনাকে রাত্রে একটু বিরক্ত করছি, অবিশ্যি বস্-এর জন্যই, তবু মাফ করবেন।'

নবনীত জানে, এর পরেই কি প্রশ্নটা আসছে। বললো, 'না না, মাপ করার কী আছে। বস্-এর জন্য কী ব্যাপার বলুন তো? উনি ভালো আছেন?'

প্রত্যাশিত জবাব এবং প্রশ্ন ভেসে এলো, 'উনি ভালো আছেন। সুদীপা মজুমদার কোথায়, আপনি বলতে পারেন? মিসেস হালদারের বাড়ি থেকে, কাল রাত্রে, যে মেয়েটি আপনার বাড়ি গেছলো?'

নবনীত এক মুহূর্ত দেরি না করে বললো, 'না তো? (পরের কথাগুলো বলতে গিয়েই সে থমকে গেল, এবং সুদীপাকে দেখলো। ও রান্নাঘরের দিকেই আছে এদিকে মনোযোগ নেই) আমি তো সকালে অফিসে গেছলাম, ও ঘুমোচ্ছিল। তারপরে দুপুর বেলা এখান থেকে চলে গেছে। (আবার সুদীপাকে দেখলো, এবং চমকে উঠলো, সুদীপা তার দিকে তাকিয়ে, ঢুলুঢুলু চোখে, ঠোঁট টিপে হাসছে) কেন বলুন তো?'

টেলিফোনের ওপারে একটা দমকা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল, তারপরে, 'একটু দরকার ছিল। আমরা ওকে সব জায়গাতেই খুঁজেছি, কেবল আপনার ওখানেই যাই নি। আসলে ও যে আপনার ওখানে কাল রাত্রে গেছলো, সেই খবরটা পেতেই দেরি হয়ে গেছে। (নবনীত আবার সুদীপাকে দেখলো। সুদীপা আবার রান্নাঘরের দিকে দেখছে) তা না হলে, আপনার ওখানেই ওকে পেয়ে যেতাম। আমরা ওকে তন্ন তন্ন করে সারাদিন খুঁজেছি, কোথাও পাই নি।'

নবনীত তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করলো, কোনো কথা বললো না। ওপার থেকে ডাক ভেসে এলো, 'মিঃ ঘোষ!'

নবনীত বললো, 'বলুন শুনছি। আমাকে কি কিছু করতে হবে?'

টেলিফোনের জবাব, না, আপনাকে এমনিতে কিছু করতে হবে না। মেয়েটি যদি আবার আপনার ওখানে যায়, বা টেলিফোন করে, তা হলে কাইন্ডলি একটু জেনে নেবেন, ও কোথায় আছে। খবরটা আপনি কেবল বস্-এর পি এ-কে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন, তা হলেই হবে। আমরা ওর বাড়ি, অফিস, পসিবল্ সব জায়গায় খুঁজেছি। ওর তল্লাটের, একটা গ্রুপের ছেলেদের সঙ্গে ওর মেলামেশা আছে। সেই গ্রুপের মধ্যে, আমাদের দু একটি ছেলেও আছে, দরকার পড়লে, খবর টবর পাই। ওদের কাছে শুনলাম,

গতকাল বিকালে বেরিয়েছে, তারপর আর ফেরেনি। প্র্যাকটিক্যালি লাস্ট নাইটে, আপনার সঙ্গে চলে যাবার পর থেকে, মেয়েটা ভ্যানিশ্ হয়ে গেছে। আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করে রাখছি, এ বিষয়ে কারোকে কিছু বলবেন না।'

নবনীত জিজ্ঞেস করলো, 'বস্‌কেও না?'

টেলিফোনের স্বর, 'উনি জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন, আপনি আর যেচে বলতে যাবেন কেন? উনি অর্ডার দিয়েছেন বলেই তো আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

নবনীত আবার কথা বলবার আগে, আবার সুদীপাকে দেখলো এবং আবার চমকে উঠে ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে নিল। সুদীপার ভুরু কোঁচকালো, দৃষ্টি তার দিকে। কেন? সে বললো, 'ঠিক আছে, এ বিষয়ে আমার বলবার বা জিজ্ঞেস করবার কিছুই নেই।'

টেলিফোনের স্বর, 'জিজ্ঞেস করা আলাদা, বলবার আছে। আপনি কিছু জানলেই, বলবেন। আপনাকে একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে রাখছি, যদি মেয়েটা রাত্রের দিকে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ এই নাম্বারে আপনি একটু জানিয়ে দেবেন।' বলে নাম্বারটা জানালো।

নবনীত ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে একবার সুদীপাকে দেখে নিল, ও একভাবেই এখন তাকিয়ে আছে। নবনীত কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বললো, 'ঠিক আছে, লিখে নিয়েছি। তবে, আমার মনে হয়, দশটা বেজে গেছে, শীতের রাত, আর বোধহয় আসবার কোনো চান্স নেই।'

টেলিফোনের স্বর, 'ওরে বাব্বা, ও মেয়ের বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। ওর কাছে, রাত্তিরটা কোনো ব্যাপারই নয়। তা না হলে, কাল রাত্রে ঝপ্ করে, আপনার সঙ্গে ওভাবে আপনার বাড়ি চলে যায়? (খুক্ খুক হাস্য) ওর যদি ইচ্ছা হয়, ঠিক চলে যাবে। আচ্ছা কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম।'

নবনীত বললো, 'না, এতে আর বিরক্ত করার কী আছে। ছাড়ছি।'

টেলিফোনের এপার থেকে, অস্পষ্ট উচ্চারিত হলো, 'নমস্কার।'

নবনীত রিসিভার রাখতেই, সুদীপা বলে উঠলো, 'এই হচ্ছে তোমাদের ভি আই পি-দের নিয়ে জ্বালা! টেলিফোন আসারও শেষ নেই, এলেও শেষ হয় না।'

নবনীত কাছে এসে বললো, 'ভি আই পি কোথায় দেখলে? আমি তো একজন চাকর মাত্র।'

'থাক আর বিনয় করতে হবে না।' সুদীপা বললো, 'এর আগেরবারও দেখলাম, টেলিফোনের কথা আর শেষ হতে চায় না, এবারও তাই। এরা কারা? সব অফিসের লোক বুঝি?'

নবনীত বসে বললো, 'হ্যাঁ, তা ছাড়া আমার কাছে আর কে কিসের জন্য

টেলিফোন করবে? সবই অফিসিয়াল।' সে সুদীপার চোখের দিকে তাকালো, কিন্তু তার কপালে কয়েকটি রেখা, অস্পষ্টভাবে জেগে উঠেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন দৈব, নিয়তি নির্দেশিত। বিস্বার টেলিফোনের আগেও, সমস্ত ব্যাপারটা, এরকম একটা চেহারা নেয় নি। নবনীত সমস্ত ঘটনাটিতে, অসুখী, শংকিত এবং দুর্ভাগ্যজনক বোধ করছে। অথচ, আপাতত এই মুহূর্তে, সুদীপাকে ব্যাপারটা বলা যাবে না। এমনভাবে গোপন করতে হবে, যেন সুদীপা কিছুই অনুমান করতে না পারে।

'বাবু, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।' গোপীনাথ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো।

সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠলো, জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা গোপীনাথ, তুমি ওরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হুস্ হাস্ করে খাচ্ছিলে কেন?'

গোপীনাথকে এমনিতেই অতি নিরীহ আর অসহায় দেখায়। সুদীপার কথা শুনে, ও কয়েক সেকেন্ড একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলো, যেন পাষাণে পরিণত হয়ে গেল। তারপরে হঠাৎ হাসলো, এবং তার চোখের কোণে অনেকগুলো ভাঁজ জেগে উঠলো। বললো, 'আপনি দেখতে যাবেন জানলে, বসে খেতাম দিদিমণি।'

সুদীপা হিক্কা তোলার মতো একটা শব্দ করে, আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, এবং ওর চিবুক প্রায় ওর বুকের কাছে ঠেকলো, খোলা চুলে মুখ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল। গোপীনাথ লজ্জিত মুখে নবনীতর দিকে তাকালো। তারও হাসি পাচ্ছে, দমন করলো। সুদীপা মুখ তুলে, হাসি সামলিয়ে বললো, 'কে তোমাকে বলেছে, আমি দেখতে গেছলাম? আমি এখান থেকে উঠিই নি। আমি তোমার ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোগ্রাসে খাচ্ছিলে।'

গোপীনাথ মাথা নিচু করলো। নবনীত বললো, 'চলো গোপীনাথ, তুমি গেলে, আমি গেটে তালা বন্ধ করে আসবো।'

গোপীনাথ দু হাত কপালে ঠেকিয়ে, সুদীপাকে নমস্কার জানিয়ে বললো, 'দিদিমণি, আজ রাতের মতন যাচ্ছি, কাল সকালে আসবো।'

বলে আর একবাব কপালে হাত ঠেকিয়ে বাইরের দরজার ছিটকিনি খুললো। নবনীত সুদীপাকে বললো, 'এক মিনিট, আমি গেটে তালাটা লাগিয়েই আসছি।'

'তোমার এক মিনিট তো?' সুদীপা ঘাড় কাত করে বললো, এবং মেঝের গালিচায় পা নামালো। পায়জামার ছিন্ন অংশের ফাঁকে ওর উরুর রঙ লাল ঝলক লাগা সোনালী দেখাচ্ছে। আবার বললো, 'এবার ফিরতে দেরি করবে তো এসে দেখবে, আমি বাকী হুইস্কি নীট গিলে বসে আছি।'

নবনীত দরজার কাছ থেকে ফিরে বললো 'তবে দু মিনিট।'

সুদীপা হেসে উঠলো। নবনীতর মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ। সে অন্ধকারে,

বাগানে গোপীনাথের চলমান মূর্তির কাছে, প্রায় ছুটে গেল। নিচুস্বরে ডেকে বললো, 'শোনো গোপীনাথ, এই দিদিমণি যে আমার বাড়িতে আছেন, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারোকে বলো না, বুঝলে?'

গোপীনাথ অন্ধকারে নবনীতর দিকে তাকালো। নবনীত জানে, এমন বিস্ময়কর অনুরোধ বা নির্দেশ, ও কখনো তার কাছ থেকে পায় নি। বললো, 'কাকপক্ষীকে বলব না বাবু।'

নবনীত নিজেই আগে গেটের দিকে এগিয়ে বললো, 'চলো।'

গোপীনাথ তার খুব কাছে, পিছন থেকে ডাকলো, 'বাবু একটা কথা বলব?'

'কী?' নবনীত ঝটিতি পিছন ফিরলো।

গোপীনাথ যেন গভীর আবেগে বললো, 'বাবু, দুটো কথা বলব। ভাগিয়ে আনলেও, দিদিমণিকে এখন বে থা করবেন না আজ্ঞে। পোষ মাসের এখনো দুটো দিন বাকী। কাগজের বে হলেও, এ দুটো দিন ছাড় দেবেন বাবু।'

নবনীত প্রথমটা অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত বোধ করলো। এই হলো গোপীনাথ। ও কখন কী বলতে পারে, তার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া, এ সময়ে অসম্ভব। বললো, 'ঠিক আছে। দাঁড়াও, গেটের চাবিটা কোথায় আছে, দেখি।'

গোপীনাথ বললো, 'গেটের শেকলের গায়ে, তালার সঙ্গেই ঝোলানো আছে। আর একটা কথা আঁজ্ঞে দিদিমণি ভদ্দরলোকের মেয়ে, কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেন নাই। বুঝি ত বাবু, এক জামাকাপড়ে এসেছেন। কাল ওনাকে কিছু জামাকাপড় কিনে দেবেন আঁজ্ঞে।'

'দেবো।' নবনীত গেটের গায়ে জড়ানো শিকলটা খুলে খানিকটা ফাঁক করে আবার বললো, 'কিন্তু তোমাকে যে কথা বলেছি, তা মনে রেখো।'

গোপীনাথ বললো, 'আমার যা যাবার গেছে, আর কারোর যেন না যায়, আমি নিজের মনকে ইস্তক বলব না আঁজ্ঞে।'

গোপীনাথ গেটের বাইরে পা দিল, বললো, 'যাই আঁজ্ঞে।'

'এসো।' নবনীত দ্রুত হাতে গেট বন্ধ করে শিকল জড়িয়ে আংটায় তালার চাবি লাগিয়ে, চাবিটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখলো। বেশ দ্রুত বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই দেখতে পেলো, সুদীপা বারান্দায় এসে পড়েছে। ও রীতিমতো টলছে। একটা কোনো কিছুর ওপর দেহভার স্থাপন করতে চাইছে, কিন্তু, সম্ভবত ওর বাঁদিকের দেওয়ালটা চোখে পড়ছে না। নবনীত প্রায় ছুটেই ওর সামনে গেল। সুদীপা তৎক্ষণাৎ তার বুকের ওপর হাত রাখলো, হেসে বললো, 'ঠিক জানি, তুমি দেরি করবে।' ও নবনীতর বুক থেকে হাতটা তুলে তার কাঁধের ওপর রাখলো।

নবনীত বললো, 'দেরি করলাম কোথায়। তালাটা বন্ধ করেই তো চলে এলাম। চলো, ঘরে চলো।'

'আমি সব হুইস্কি খেয়ে ফেলেছি।' সুদীপা বললো।

নবনীত সুদীপার মুখের দিকে তাকালো। সে উদ্বেগ বোধ না করে পারলো না। সুদীপার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বারান্দার আলোও জ্বালানো নেই। সে বললো, 'সত্যি?'

সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠলো। নবনীত গেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো। রাস্তার কয়েকটা আলো দেখা যায়। রাস্তাটা—গোটা তল্লাটটাই, কলকাতার অন্যান্য অঞ্চল থেকে নির্জন, মাঝে মাঝে কেবল গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। শীতের রাত্রে এখনই রীতিমতো স্তব্ধ বোধ হচ্ছে। সুদীপার হাসির শব্দের সঙ্গেই নবনীত গেটের দিকে তাকালো। যারা সুদীপার সন্ধানে, ছায়ার মতো নিঃশব্দে কলকাতা তোলপাড় করছে, তাদের নজর এবং প্রহরা হয় তো এখানেও আছে। এই হাসির শব্দ যে কোনো বিপদ ঘটাতে পারে। তার চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠলো। সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললো, 'চলো চলো, ভেতরে চলো।'

নবনীতর সামান্য ঝুঁকে পড়াতেই সুদীপা যেন পিছনে টলে পড়তে গেল, নবনীত ওর একটা হাত ধরলো। ঘরের ভিতর ঢুকে ছিটকিনি বন্ধ করলো এবং প্রথমেই হুইস্কির বোতলের দিকে দেখলো। সে এই রকমই অনুমান করেছিল, বোতলটা শূন্য হয়নি। তথাপি, নবনীতর মনে হলো, সমস্ত চিত্রটা প্রায় অবর্ণনীয়, বিশেষত তার গৃহে। ঘড়িতে এখন রাত্রি দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। পানীয়র বোতল গেলাসটা চিত্রের একটি অংগ মাত্র, কিন্তু সুদীপার সমস্ত চেহারাটা—অন্তত নবনীতর কাছে অভাবিত। যদৃচ্ছ নড়াচড়া বসাচলা ফেরার পরিণাম, পায়জামার কয়েক জায়গার ছিন্ন অংশই এখন হাওয়াই শার্টের বাইরে এবং কণ্ঠার নিচেই যে বোতামটা আটকানো ছিল, এখন সেটাও খোলা। নবনীত বললো, 'বেশ শীত পড়ছে, তুমি আমার চাদরটা গায়ে জড়াও।'

'শীত?' সুদীপা ভুরু কোঁচকালো, অলঙ্কারবিহীন, দু হাত সামনে বাড়িয়ে ধরলো, জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায়?'

নবনীত হাসলো। স্বাভাবিক, সুদীপার এখন শীত করার কথা না। বললো, 'বেশ, তা হলে চলো, খেয়ে নেবে। এর পরে তুমি আর খেতে পারবে না, গত রাত্রের মতো অবস্থা হবে।'

সুদীপা নিজেই এবার নবনীতর একটা হাত চেপে ধরলো, মাথা নেড়ে বললো, 'উঁহু, অসম্ভব! গত রাত্রে তো আমি, আপনার বস্, ওই বদমাসটার ওপর রাগ করে খাই নি। আজ ঠিক খাবো। কিন্তু তার আগে আই ওয়ান্ট টু নো দ্য মিস্ট্রি, বিহাইন্ড য়োর লাইফ।' বলে, নবনীতর হাত ধরে টেনে সোফার কাছে নিয়ে গেল।

'মিস্ট্রি? অবাক নবনীত বললো, 'বিহাইন্ড মাই লাইফ? সেটা আবার কী?'

নবনীতর হাতটা ধরেই সুদীপা সোফায় বসলো, আর নরম গদীর ঢেউটা ওর শরীরেও লাগলো, বললো, 'বসো, বলছি।'

নবনীত জানে, এরকম ক্ষেত্রে প্রতিবাদের অর্থ—অনর্থ ঘটানো। তা ছাড়া, তার একটা ভরসা, সুদীপা ওর গেলাসের হুইস্কি শেষ করে দেয় নি, যার অর্থ—নবনীত ঘর থেকে বেরোবার পর, ও গেলাস স্পর্শ করে নি। নবনীত ওর পাশে বসলো, বললো, 'বলো, কী মিস্ট্রি তুমি জানতে চাও।'

সুদীপা ঘাড় ঝাঁকিয়ে গেলাস নিয়ে (এখন পায়জামার ছেঁড়ার শব্দের উল্লেখের প্রয়োজন নেই) চুমুক দিয়ে বললো, 'তোমার মা বাবা কেউ বেঁচে আছে কী না আমি জানি না বা, তোমার কোনো ভাই বোন—।'

'একটি বোন আছে, ম্যারেড।' নবনীত সুদীপার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো, 'বাবা মা কেউ বেঁচে নেই।'

সুদীপা বললো, 'সরি।' চোখ বুজে গেলাসে চুমুক দিল, ওর গায়ের জামার অবস্থা—অধিকতর অবর্ণনীয়। গেলাসটা টেবলে রেখে বললো, 'তার মানে, তোমার ওদিকে কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, অনেকেরই যেমন থাকে, তাই না? (নবনীত ঘাড় ঝাঁকালো) তুমি একটা মস্ত বড় চাকরি কর, ম—স্ত। (নবনীত কিছু বলতে গেল) উঁহু, আমি জানি তোমার চাকরিটা কী। আমি বলছি না, তুমি ঘুষখোর। হলে, লক্ষ লক্ষ টাকা করতে পারতে, তবু, তোমার চাকরিটা বিরাট—আর তার দৌলতেই, বিনা ভাড়ায় এই কোয়ার্টার। আমি সব কিছুই বাদ দিচ্ছি, বলতে গেলে, আমাকেও গোপীনাথের মতো তোমাকে ঈশ্বর বানাতে হয়। ছেড়ে দাও। আর তোমার এই হাত, (ও নবনীতর হাতটা ধরেই রেখেছিল) 'ইটজ হার্ড এনাফ, তুমি একটা টাফ ম্যান, বিয়ে করো নি কেন?'

'ওহ্, এটাই তোমার কাছে এত বড় একটা মিস্ট্রি?' নবনীত হেসে উঠলো।

সুদীপা বললো, 'স্বাভাবিক। গোপীনাথরা তোমাকে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতে দেখে নি।'

নবনীত বললো, 'না মিশলে কী করে দেখবে?'

'কেন?' সুদীপা নবনীতর দিকে ঝুঁকে এলো, কপালের ওপর চুল এলিয়ে পড়লো, লাল চকচকে চোখের, এখন প্রায় বন্ধ তারা দুটি তার প্রতি নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'লুকানো কোনো মিস্ট্রেস আছে?'

নবনীতর ভুরু কুঁচকে উঠলো। গম্ভীর হতে গিয়ে হাসলো, বললো, 'থাকলে লুকোবার কী আছে? অনেক ছাপোষা চুনোপুঁটি যা করতে পাবে আমার তাতে অসুবিধে কী?'

'দেন হোয়াট? আর য়ু অ্যান ইমবেসিল?' বলে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আবার বলে ওঠে, 'না, তুমি তা নও।, কিন্তু, ইমপোটেন্ট? ফ্যুটাইল?'

নবনীত অক্ষম হলো, মুখের হাসি বজায় রাখতে অথচ কোনো কারণ বোধ হয় ছিল না, বললো, 'কেন এ সব কথা জিজ্ঞেস করছো?'

'কৌতূহল।'

'অকারণ।'

'না। বরং, সেনস্‌লেস, তোমার এই জীবন, অযৌক্তিক। তাই আমি জানতে চেয়েছি।' সুদীপা গেলাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো।

নবনীত এই সুযোগ ছাড়লো না, সুদীপার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সুদীপা নবনীতর দিকে তাকালো। সম্ভবত এখন ইচ্ছা করলেও, ও ভুরু কোঁচকাতে বা চোখের তারা ঘোরাতে পারবে না, কিন্তু ওর অংগারের মতো লাল মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললো, 'উঠে গেলে কেন?'

'এমনি।' নবনীত হাসলো, বললো, 'সুদীপা, আমরা কে-ই বা ঠিক বলতে পারি, কার জীবন সেনসলেস, অযৌক্তিক, কার জীবন নয়।'

সুদীপা বললো, 'যা দেখলাম আর জানলাম, তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে তোমার জীবনকে আমি অযৌক্তিক বলবো। অবিশ্যি তুমি যদি ব্যর্থ প্রেমিক হও, তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু আমার কাছ থেকে তুমি উঠে গেলে কেন?'

'এমনি।' নবনীত আবার বললো, কিন্তু সে বুঝতে পারছে (যা তার পক্ষে কিছুটা বিস্ময়কর।) সে অসহিষ্ণুতা বোধ করছে, তবু হেসে বললো, 'কিন্তু আমি রোগ এলিফ্যান্ট নই। ব্যর্থ প্রেমিকরা সচরাচর যা হয়ে থাকে।'

সুদীপা বললো, 'কিন্তু তারা শরৎচন্দ্রের দেবদাস হতে পারে। তুমি তাও নও। তুমি আবার দেখছি, খুবই চরিত্রবান। সে জন্যই ইমপোটেন্সির কথাটা বললাম।'

নবনীত হাসলো। সে বুঝতে পারছে, তার ভিতরে সহজাত শান্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বললো, 'আমি ইমপোটেণ্ট বা ফ্যুটাইল হলেই বা কী? এই মুহূর্তে তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?'

সুদীপা সহসা কোনো কথা বললো না, ওর স্থির দৃষ্টি নবনীতর চোখের দিকে। নবনীতর দৃষ্টিও সুদীপার দিকে, কিন্তু কথাগুলো বলেই মনের মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে উঠলো। সুদীপার নাসারন্ধ্র কয়েকবার স্ফীত হলো। চোখ মুখের নতুনতর রক্তাভা বোঝবার কোনো উপায় নেই, এমনিতেই এখন চোখ মুখ অত্যধিক লাল। ঠোঁট দুটিতে রক্ত ফুটে বেরোবে যেন, এতো লাল। বললো, 'তুমি আমাকে অপমান করছো?'

নবনীত মনের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি খেল, এবং সে কিছু বলবার আগেই সুদীপা আবার বললো, 'অবিশ্যি সকলের মতো তুমি আমাকে খারাপ মনে করবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? হয় তো, অ্যাবনরমালও মনে করতে পারো, গতকাল রাত থেকে যেরকম ব্যবহার করছি। আমার ছ' বছর আগের রোমান্টিক মনটা তোমাকে দেখে সত্যি জেগে উঠেছিল, (নবনীত কিছু বলতে উদ্যত হলো) না, থামো আমাকে বলতে দাও, সেটাকে পাগলামি বলতে পারো,

কিন্তু সত্যি। প্রেমে পড়া কাকে বলে আমি জানি না, তবে ছেলেদের বা পুরুষদের সঙ্গে নানানভাবে মিশেছি। অনেকেই আমার কাছে কিছু পেতে চেয়েছে, হয় তো আমিও কখনো কখনো চেয়ে থাকবো, তার ফল যা হয় তাই হয়েছে, আমার কারো কারোকে ভালো লেগেছে, কিন্তু তা কখনো বেশিদিন টেকে নি। (নবনীত দু' পা এগিয়ে এলো) তুমি যদি ভেবে থাকো, তোমার সঙ্গে শোবার জন্য একটা ফ্যুটাইল পুরুষকে তাতাবার চেষ্টা করছি তা হলে ভুল বুঝেছ।'

সুদীপা ডান হাত সোফার পিঠে চেপে উঠতে গিয়ে বাঁ হাতের তাল ঠিক রাখতে পারলো না। ওর হাত থেকে শুধু গেলাসটাই পড়লো না, হুইস্কির বোতলটা সেন্টার টেবলের কাঁচের ওপর পড়ে গড়িয়ে মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। নবনীত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। তার ভিতরের অসহিষ্ণুতা বা অশান্তি এখন পূর্ণ সমাহিত। অসহিষ্ণু বা অশান্ত হয়ে ওঠার ব্যাখ্যাটা ইতিমধ্যে নিজের কাছে পেয়েছে। সুদীপার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, 'কী করবে? আমাকে ধরো।'

'না।' সুদীপা হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিচু হয়ে হুইস্কির বোতলটা তুলে সেন্টার টেবলে রাখতে গিয়ে কাঁচে চিড় ধরিয়ে দিল। কিন্তু সেটা ওর নজরে পড়লো না, শোবার ঘরের দিকে এগোলো এবং টলে পড়ে যেতে গিয়ে আবার সোফার হাতলে হাত রাখলো। নবনীত হাত বাড়িয়ে ডাকলো, 'সুদীপা।'

সুদীপা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো বললো, 'আমি এখন বাড়ি যাবো।'

'অসম্ভব!' নবনীত বললো, 'এ অবস্থায় এতো রাত্রে তুমি কিছুতেই বাড়ি যেতে পারো না।'

সুদীপা সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে টলতে টলতে শোবার ঘরে গেল। নবনীত ওকে অনুসরণ করলো। সুদীপা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। প্রায় অন্ধের মতো চারদিকে দেখতে লাগলো। নবনীত জানে, ও ওর শাড়ি জামা খুঁজছে। সেও ঠিক জানে না, গোপীনাথ সে সব কোথায় রেখেছে। আপাতত সেও দেখতে পাচ্ছে না। সে সুদীপার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুদীপা নিজের মনে বললো, 'আশ্চর্য, গোপীনাথ আমার জামা কাপড় কোথায় রাখলো?'

নবনীত সুদীপার একটি হাত ধরলো, বললো, 'সুদীপা, শোনো। আমার কথাগুলো বলা অন্যায় হয়েছে।'

সুদীপা নবনীতর দিকে তাকালো। ওর চোখের নিশ্চল তারায় অনু-সন্ধিৎসা। বোতাম খোলা হাওয়াই সার্টের ফাঁকে, বক্ষ অনেকটা উন্মোচিত। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। নবনীত আবার বললো, সেজন্য আমি দুঃখিত, এর কারণ সম্ভবত তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার নিজের জীবনের কতগুলো দুঃখজনক ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল, (মিথ্যা কথা) সেই জন্যই আমি হয়তো ডিসটার্ব ফীল করে ওরকম বলে ফেলেছি।'

সুদীপা তথাপি কোনো কথা বললো না, রাগ বা আনন্দ কিছুই প্রকাশ করলো না। কিন্তু ওর চোখের কোণে জলের বিন্দু চিকচিক করছে। নবনীত জানে তার ভিতরের গোলমাল আসলে সুদীপাকে নিয়েই। সুদীপাকে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে, এই উদ্বেগটা প্রকৃতপক্ষে তার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে এবং বাইরে তার কোনো আত্যন্তিক প্রকাশ না থাকলেও, অবচেতনে তার গভীর প্রতিক্রিয়া চলছে। কিন্তু সে কথা যেমন সে সুদীপাকে বলতে পারবে না, তেমনি তার কৈফিয়তটাও একেবারে মিথ্যা না। যা মনে পড়ে নি, তা সত্যি—জীবনের দুঃখজনক ঘটনাগুলো। এবং এই সঙ্গেই তার সারা জীবনের শূন্যতার গ্লানি, অচরিতার্থতার যন্ত্রণা কি ঝলকিয়ে ওঠে নি? সে আবার বললো, 'আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, দুঃখজনক ঘটনাগুলো তোমাকে এখনই বলতে পারতাম। আমি এ মুহূর্তে তোমাকে যা বলবো, তা কি তোমার মনে থাকবে?'

সুদীপা ঘাড় কাত করে জানালো, থাকবে। নবনীত বললো, 'তা হলে আমার অনুরোধ, আগামীকালও তুমি কোথাও বেরোবে না। আজকের মতোই সারাদিন বাড়ি থাকবে। (সুদীপার মুখে বিস্মিত জিজ্ঞাসা) আমি তোমাকে একটা ডায়রি দিয়ে যাবো, আমার নিজের কিছু কথা তাতে লেখা আছে। ঠিক রোজনামচা সেটাকে বলা যায় না, কিছু ঘটনা, কিছু কথা। তুমি সেটা পড়বে। ওটা আমি কারোকে আজ পর্যন্ত দিই নি, তোমাকে দেবো। ঠিক আছে?'

সুদীপার চোখে দ্বিধা, বললো, 'কালও অফিস কামাই করবো?'

'করবে।' নবনীত বললো, 'কয়েকদিন চুপচাপ এ বাড়িতে শুয়ে বসে বিশ্রাম করো না। ক্ষতি কী?'

সুদীপা নবনীতর দিকে তাকালো। চোখের কোণের জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়েছে, ও হাসলো। বললো, 'তা আমার মন্দ লাগবে না, তবে চাকরিটা হয় তো থাকবে না।'

'থাকবে থাকবে। কাল না হয় আমিই তোমার অফিসে ফোন করে দেবো, তুমি অসুস্থ। মেডিকেল সার্টিফিকেট নিশ্চয়ই তোমাদের অফিসে গ্রাহ্য হয়?' নবনীত বলতে বলতে হেসে উঠলো। সুদীপাও হেসে উঠলো, আর হঠাৎ টলে উঠে নবনীতর শরীরে নিজের শরীরের ভার রাখলো। নবনীতর মনে একটা করুণ দুঃখবোধ জাগলো, একটা কষ্ট। সে বললো, 'চলো, এবার দুজনে খেয়ে নিই।'

সুদীপা নবনীতর কাঁধে এক হাত রাখলো। নবনীত গ্লানিহীন একটা বিষণ্নতা বোধ করছে।

বেলা দশটা। নবনীতর শোবার ঘর। বাড়িতে কেউ নেই, এমন কি

গোপীনাথও না। সুদীপা নবনীতর খাটের বিছানায় বসে একটি প্লাস্টিক কভার নোট বই পড়ছে। বিচ্ছিন্ন, নানান কথা, এইভাবে লেখা রয়েছেঃ

'চৌদ্দ বছরেই প্রেমে পড়লাম। প্রেমের কি কোনো গ্রাম্য বা শহুরে চরিত্র আছে নাকি? আমি অবিশ্যি আমাদের জেলা শহরের আমাদের বাড়ির পাশের এক বাড়ির ওর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলাম। ওরা আর আমরা সকলেই ছিলাম সেই শহরের অস্থায়ী বাসিন্দা। আমাদের বাবাদের চাকরির জন্য। ওর নামটা আমি লিখতে চাই না। ভুলতে তো অনেক চেয়েছি। পারলাম না। নামটা তো আমার মস্তিষ্কে বিঁধেই আছে, আমার সুপ্ত অবসেশনের মধ্যে।

'ওর রূপ? আমি তার কী বর্ণনা দেবো। আমি তো লেখক না। তুলনাও অপ্রয়োজনীয়। কারণ, ওর রূপ আমার চোখে তুলনাহীন। ওর কিসের তুলনা আছে? কোনো কিছুরই নেই। ও অতুলনীয়া। এখন বুঝি, আমার প্রেম ছিল বালকের। কিন্তু আমার মনটা যথেষ্ট সাবালক ছিল। আমার প্রতিজ্ঞাও ভীষ্মের মতো। ওকে ছাড়া কোনো মেয়েকে বিয়ে করবো না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এখনো করি নি। কখনো করবো না।

ও আমার প্রেমে পড়ার কথা জানতো। আমল দেয় নি। ও আমার সমবয়সী বলাটা ঠিক না, বরং ও আমার থেকে একটু বড়ই ছিল। সামান্য দু' চার বছরের। কিন্তু ও বোধহয় ভাবতো আমি ওর থেকে অনেক ছোট। সেইজন্যই যে আমল দিতো না, তা আমার মনে হয় না। আমি যে ওর প্রেমে পড়েছি ওকে দেখবার জন্য কাছে যাবার জন্য ছটফট করি এসব বিষয়কে ও খুব খারাপ চোখে দেখতো। আমাকে খারাপ ছেলে মনে করতো। অথচ আমি সত্যি খারাপ ছিলাম না। লেখাপড়া, আচার আচরণে আমি অনেকের থেকে ভালো ছিলাম!

কিন্তু প্রেমই আমার কলঙ্ক। ভালবেসেই আমি লাঞ্ছিত। কতো ভাবেই না আমার প্রেমের কথা ওকে জানিয়েছি। সময় নেই, অসময় নেই, বারে বারে ওদের বাড়ি ছুটে গিয়েছি। ওর চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠতে দেখেছি। ওকে দেখবার জন্যই যে যেতাম, তা ও বুঝতে পারতো। একমাত্র ও-ই বুঝতে পারতো, আমার চোখের ব্যাকুলতা, আমার উন্মাদনা। কারোর প্রতি যদি কারোর প্রাণের আসক্তি জন্মায়, তারা পরষ্পরের দিকে তাকালে ঠিক বুঝতে পারে। ছেলে আর মেয়ে, তারা যে কোনো বিষয়ে যতো বোকাই হোক, এই একটা ব্যাপার বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। যদি কেউ বলে, বুঝতে পারে না, সে জেনে শুনেই মিথ্যা কথা বলে। আমি তো এসব ছেলেবেলা থেকেই বুঝেছি। ওর মতো মেয়ে যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক পলকেই মনের কথা বুঝতে পারবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। ও প্রথম প্রথম অন্যমনস্কতার ভান করতো। বেশি দিন পারে নি। ওর চোখে মুখে রাগ আর বিরক্তি ফুটে উঠতো।'

'অথচ এমন না যে ছেলেদের দেখলে ও খুশি হতো না। তবে আমার

বয়সী ছেলেদের সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল রাশভারি গোছের। বয়স্ক লোকদের সঙ্গে ও হেসে কথা বলতো। যা দেখলেই আমি বুঝতে পারতাম, সে হাসি অন্যরকম। একটু লজ্জা মেশানো, বোধহয় ব্রীড়া যাকে বলে। যারা ওর বাবার বয়সী না হলেও, বাবার পরিচয়েই ওদের বাড়িতে আসতো। সকলেই তারা চাকুরে। একজন অবিবাহিত মুন্সেফের সঙ্গে ওর মেলামেশা হাসি আচরণ দেখে আমার বুক জ্বলে যেতো। একদিন আচমকা সেই মুন্সেফকে ওর হাত ধরে টানতে দেখেছিলাম। ও খুব হাসছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল, রেগেও গিয়েছিল। আমি চলে এসেছিলাম। কিন্তু এত কষ্ট হয়েছিল, এত অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, আমি ওকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। অকপট প্রেমপত্র। ব্যাকুল ভালবাসায় ভরা অনেক কথা। তখন আমার পনরো বছর বয়স।'

'ও সেই চিঠিটা ওর বাবা মাকে দেখিয়েছিল, আমার বাবা মাকে ও দেখিয়েছিল। মা কেঁদেছিলেন। বাবা মেরেছিলেন। আমি তিনদিন খাইনি। সেই থেকে ও আমাকে ঘৃণাই করতো। সামনাসামনি দেখা হলে, ওর দিকে যদি তাকাতাম, ও বলতো, "নোঙরা ছেলে, তাকাতে লজ্জা করে না?" আমি বলতাম, "না।" ও বলতো, "জানোয়ার।" বিঁধে আছে, বুকের মধ্যে। ওর প্রতিটি কথা ঠিক যেন দগদগে ঘায়ের মতো আমার বুকে এখনো জ্বলছে। ওদের বাড়ির লোকেরাও আমাকে খারাপ ছেলে মনে করতো। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতো না। তবু, আমি ওকে দেখতে চাইতাম।'

'ওকে আমি কখনো একটা চুমোও খাইনি। সেরকম কোনো সম্পর্ক বা সুযোগ ঘটে নি। নিতান্তই বালক হিসাবে। প্রথম প্রথম দু' একদিন যদি বা হাত ধরেছি, ওর তা ভালো লাগেনি। কিন্তু আমি তো আজও মরে যাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন? এই পূর্ণ-প্রায় মধ্যবয়সে এই জিজ্ঞাসাটা আবার করতে ইচ্ছা করছে। কেন? ও ছাড়া তো বিশ্বসংসারে কতো মেয়ে ছিল। কোনো দিকে কোনো দিন ফিরে তাকাতে পারলাম না। অস্বাভাবিক। নিজেরই মনে হয়। এই মনের কথা বলছি, অস্বাভাবিক। এ কি কোনো অভিশাপ? কে আমাকে অভিশাপ দেবে? কেন দেবে? তাহলে তো আমাকে পূর্বজন্মে বিশ্বাস করতে হয়। হয়তো পূর্বজন্মে কোনো অপরাধের এই শাস্তি।'

'কিন্তু পূর্বজন্মের কথা ভেবে কোনো সান্ত্বনা আমি পাইনি। আমি একজন প্রত্যক্ষবাদী নই। তবু পূর্বজন্ম বিষয়ে, কোনো সংস্কারগত বিশ্বাসও আমার নেই। থাকবার কোনো কারণ নেই। আমার কষ্টের মধ্যে আমি তা অনুভব করিনি। যা প্রত্যক্ষ নেই, যা আমার ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়, এমন অনেক বিষয়কে আমি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিই না। তবু পূর্বজন্ম বলে যদি কিছু থাকতো, আমার দুঃখের মধ্যে, সে সত্য উদ্ভাসিত কেন হলো না?'

'নিয়তি? সেও তো একরকম অভিশাপের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমার সেই প্রায় কৈশোর থেকে, কী সেই আকর্ষণ, যা আর একজনের মনে এমন কি

সামান্য করুণারও উদ্রেক করে নি। বরং অবহেলা বিরক্তি ক্রোধ ঘৃণা বিশ্বেষই করে তুলেছিল আমার প্রতি। তথাপি আজ পর্যন্ত মন অটল হয়ে রইলো, কোনো দিক থেকেই তার বয়স বাড়লো না।'

'কতোভাবে ভেবেছি। যা আমার ভাবনার আয়ত্তের মধ্যে আছে, আমার প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, সকল ভাবনার দ্বারা বুঝতে চেয়েছি। রূপ বা গুণ কোনো ব্যাপার না। কারণ ওর মতো রূপ আর গুণের মেয়ের সাহচর্য আমি পেয়েছি। ওকে ঘিরে আমার কোনো চিন্তার বিকার? তার জন্য তো দরকার কিছু প্রত্যক্ষ যোগাযোগের. যা ওর সঙ্গে আমার ছিল না। অথবা চির মৌন অচলায়তনই অপ্রত্যক্ষ কারণ আমার বিকারের। কিন্তু তার আগে আমি বুঝতে চেয়েছি, সত্যি কি আমি বিকারগ্রস্ত? কী তার লক্ষণ? বরং যন্ত্রণার কাতরতা সত্ত্বেও আমি তো নির্বিকার।'

'এ কি কোনো অভিমান? যে-অভিমান কোনো আঘাতে টলে না, মৃত্যুর প্রতি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে থাকে, অনায়াসে অবহেলায় তার গ্রাসকে বরণ করে? হ্যাঁ, এই রকম অভিমানের একটা ছায়া, আমার অবচেতনে থাকতে পারে। সংসারে যারা নিজেদের বাস্তববাদী বলে মনে করে তারা এই অভিমানকে মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু আখ্যা দিতে চায় না। কিন্তু এর সঙ্গে যা স্বাভাবিক ছিল, ঘৃণা, তা আমার নেই। আমি ক্রুদ্ধ নই। কপনি পরে, লোটা কম্বল নিয়ে সাধু হয়ে যাবার কথা, আমার কখনো মনে হয়নি। মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস কখনো হারায়নি, সেটা মানুষের কোনো মহত্ত্বের জন্য না। যে-সংসার অনেকটাই অবিশ্বাস্য, সেখানে অবিশ্বাস করে বঞ্চনার থেকে বিশ্বাস করে বঞ্চনাই শ্রেয়। অথচ আমি জানি, আমার একটি একক সত্তা আছে, যে নিঃসঙ্গ।'

'আমার জীবন ভাবনাকে কোনো বিশিষ্টতা দান করা যায় না। আমি একদিকে ভাগ্যকে বিশ্বাস করেছি, আর একদিকে আমার মানস প্রকৃতিকে। প্রকৃতির বিভিন্নতাকে স্বীকার না করে পারি না। তা হলে তো আমরা সকলেই একটা ছকে বাঁধা থাকতাম। কল্পনা করলে, মনে হয়, তার মধ্যেই যেন অনেক সুখ আছে। একটা অন্ধ সুখ। কিন্তু জন্মেছি মানুষ নামক জীবের পরিচয় নিয়ে। কোনো ছকে বাঁধা পড়া সম্ভব নয়।'

'নিজেকে যতটা চিনতে পেরেছি, তার দ্বারা ওকেও চেনার চেষ্টা করেছি। সেই জন্য, ওকে কোনো দোষ দিতে পারি না। আমার জীবনের জন্য ওকে দায়ী করতে পারি না। পারলে তো ভালো হতো। তবু যা হোক, একটা সান্ত্বনা থাকতো, আমার আজকের এই জীবনের জন্য, আমি দায়ী না। কিন্তু মিথ্যাকে মুঠোর মধ্যে ধরে, সত্যের অনুভূতি হয় না।'

'প্রতিবাদের ঝড় আমার মধ্যে উঠেছিল। ঝড়ে মাথা ঠুকে, এখন বুঝতে পারছি, ওকে ছাড়া, আমি আর কারোর কথা ভাবতে পারি না। তার জন্য আমি কোনো উন্মাদনায় ভুগি না।'

'আমার যখন আঠারো বছর, ওরও তখন কুড়ি একুশ বছর। ওর বিয়ে হয়ে গেল। আমি তখন কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। আমাদের বাড়ির সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমার মনের অসুস্থতার খবর কেউ রাখেনি, রাখবার কথাও না। সেই চিঠি ধরা পড়ে যাবার ঘটনার পরে, ওর আর আমার ব্যাপারটা সবাই ভুলে গিয়েছিল। মনে রাখবার কোনো কারণ ছিল না। বাইরে থেকে আমার আচরণের মধ্যে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা ছিল না। ওদের বাড়ি যাওয়া আমার বন্ধ ছিল। ওকে দেখতাম দূর থেকে। যা কিছু তরঙ্গ, সবই আমার ভিতরে ভিতরে আছাড়ি পিছাড়ি করতো। কিন্তু বিয়ের কথা শুনে এতো অসুস্থতা বোধ করেছিলাম, একটা কিছু করবার জন্য, ছটফট করে মরেছিলাম। হত্যা, আত্মহত্যা, বিয়ে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওকে শেষবার দেখার জন্য, বাড়ির সকলের সঙ্গে ভালো ছেলেটির মতো ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। বর বা বরযাত্রী, কারোর দিকে ফিরেও তাকাই নি। ও যে-ঘরে ছিল, সোজা সেই ঘরে গিয়েছিলাম। ও যেমন সেজেগুজে থাকা উচিত, সেই রকম ছিল, ওকে ঘিরেছিল, অনেক মেয়েরা। যাদের সঙ্গে ও হাসাহাসি কথা বলাবলি করছিল। জানতাম, আমাকে দেখলেই, ওর মনমেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবনের বিস্ময়গুলোর সব সূত্র আমরা সব সময় বুঝতে পারি না। ও আমাকে দেখেই ডেকে উঠেছিল, "এই সুবু (আমার ডাক নাম) শোন, একটা কথা তোকে কানে কানে বলবো।" আমি যে মাথা ঘুরে পড়ে যাইনি, সেটাই আশ্চর্য! আমি ওর কাছে যেতে, ও আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে (গায়ে কাঁটা দিচ্ছে) কানের কাছে মুখ এনে, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, "আমার ওপর রাগ করে থাকিস না হ্যাঁ?" এই একটি মাত্র কথা। ওর অনুরোধ। তারপরে আর ওদের বাড়ি থাকতে পারিনি। বাড়ি চলে এসেছিলাম। শুনলে অনেকটা ছোটদের গল্পের মতো শোনায়।'

'ওর বিয়ের পরেই, ওর বাবা রিটায়ার করেন। দেশের বাড়িতে সপরিবারে চলে যান। ওরা ভাড়া বাড়িতে ছিল। বাড়িটা অনেক দিন তালাবন্ধ পড়েছিল। কলেজ থেকে এসে আমি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওর শেষ কথাগুলো বারে বারে মনে পড়তো।'

'আমি কি ওর ওপরে রাগ করে আছি? নেই। হয়তো একরকম ভাবে ছিলাম। তা না হলে, জীবনের পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটতে পারতো না।'

'বি-কম অনার্স নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম এম-কম পড়তে। পাশ করেছিলাম। পাশ করেই, এক বিখ্যাত কোম্পানীতে চাকরি, তার সঙ্গে আইন পরীক্ষার প্রস্তুতি। সেই সময়টা বন্ধু জুটেছিল অনেক। মদ্যপান তখনই আয়ত্ত করেছিলাম। বান্ধবী জুটেছিল অনেক। বান্ধবী? না, প্রেমিকা। যদি সত্যিকারের কোনো উন্মাদনা আমাকে কখনো গ্রাস করে থাকে, তবে তখনই তা করেছিল। নাচ গান হই হুল্লোড, আজ এখানে, কাল সেখানে, কোনো না

কোনো মেয়ের সঙ্গে, সব সময় থেকেছি। এ বেলা মিথ্যা বলেছি। ও বেলা মিথ্যা বলেছি, মেয়েদের। ছলনার চূড়ান্ত করেছি। উন্মাদনার কোনো শেষ ছিল না। কোথা থেকে, কেমন করে যে বান্ধবী জুটে যেতো, বুঝতেই পারতাম না। আর কতোরকম যে তার অনুষঙ্গ—যৌনতার কথা বলেছি. তাও ছিল বিস্তর। নগ্ন নৃত্য থেকে ব্লু ফিলম, কিছুই বাদ যায় নি। আর একটা কি আশ্চর্য ব্যাপার, সেই সময়েই, সমাজে যারা উচ্চ কোটির লোক বলে নানা ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাদের অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল. পরিচয় হয়েছিল।'

'এ ব্যাপারটাকেই আসলে আমি প্রতিবাদের ঝড় বলতে চেয়েছি. সেইসব দিনগুলোকে। কিন্তু নিজে থেকেই, কেমন যেন গুটিয়ে আসছিলাম। আমি যে সেই জীবনের অযোগ্য. তা বুঝতে পেরেছিলাম ধীরে ধীরে। একটা অনুশোচনা, আর গ্লানি আমার মনে জেগে উঠেছিল। ওর কথা আমার মনে পড়ে যেতো, তৎক্ষণাৎ মনে হতো. একটা ছায়া যেন সর্বদাই আমার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সেই মানস প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট্য। আমি অসহায়। অথচ ও তখন কোথায়, জানিই না। আজও আমি জানি না, কোথায় কার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। কোথায় থাকে। কখনোই ওর কোনো খবর রাখি নি। ও কখনোই আমার কাছ থেকে যায় নি। না, বরং আমি কখনোই ওকে ছাড়ি নি।'

'ও আছে আমার মধ্যেই, কারণ এটা আমার অনুভব। আমি আস্তে আস্তে সেই দিনগুলো থেকে ফিরে এসেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, আমি আমার উপযুক্ত কাজের পথে নেই। একটা আদর্শ আর শান্তির আশায়, উদ্বুদ্ধ হয়ে. বেশি মাইনের বড় চাকরি ছেড়ে, আমি কলেজের শিক্ষকতাকে উপযুক্ত কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম।'...

সুদীপা একটানা এতোখানি পড়ে, ভ্রূকুটি অন্যমনস্ক চোখে মুখ তুলে চুপ করে একটু সময় ভাবলো। যতোটা পড়লো, সবই একটানা লেখা নেই। বিচ্ছিন্ন, এ পাতা, সে-পাতায়, এক এক সময়ে লেখা। কালির রঙ এক রকম নেই। হাতের লেখাও সব জায়গায়, এক রকম না। কোথাও দ্রুত হাতে লেখা, কোথাও ধীরে ধরে ধরে লেখা। ও আবার পাতা ওলটালো।

'কলেজে আদর্শ? শান্তি? আমি আমার ছাত্র জীবনের কথাটাই মনে রেখেছিলাম। তাও যদি, দ্বিতীয়বার, একটু রয়ে সয়ে চিন্তা করতাম, তা হলে কখনোই, এমন একটা কাজ করতাম না। ইতিমধ্যে অনেকগুলো বছর চলে গিয়েছে. আমার ছাত্র জীবনের পরে প্রায় পনরো বছর। এখানে আদর্শ একটা উপহাসের বিষয়, শান্তির পরিবর্তে, নরক-যন্ত্রণা। সকলের জন্য নিশ্চয়ই না। কলেজের গেটের কাছে, কারা আলকাতরা দিয়ে লিখেছে, 'ইহা একটি প্রস্রাবাগার' আমার জানবার খুব কৌতূহল হয়। দারিদ্র্যের দুঃখ বুঝি, কিন্তু কপট ভদ্রদের ইতর দীনতা, করুণ না, কুৎসিৎ নিষ্ঠুর। প্রচন্ড তার হুংকার। আমার পক্ষে দৈনিক এই শিক্ষকতা সম্ভব না কেন না, আমি আদৌ শিক্ষকই না,

অনুপযুক্ত। আমার সহযোগীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা অসম্ভব, কেন না, আমার সব থেকে বড় অযোগ্যতা আমি রাজনীতি করি না। দলীয়, বা কলেজীয়, কোনোটাই না। এই কারণে, আমি ছাত্রদের কাছেও দুর্বল।......

'আহ্ কী করুণ সেই সব লক্ষ লক্ষ ছাত্র আর শিক্ষকের হুংকার আর চিৎকার। শিক্ষকদের ফুরিয়ে আসা জীবনের আর্তনাদ—কী গ্লানিকর তাদের চালাকি। ছাত্রদের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে, আসন্ন জীবনযাপনের ভার আর বার্ধক্যের ছায়া কতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। কোটিরা কোনোদিনই জানতে পারে না, গোটিকের সংঘশক্তি ওদের কোন পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলছে, যুগ যুগ ধরে। জানাটাই কি শুভ? তা হলে বাঁচা যায় কেমন করে? অতএব, অনিবার্য বোধহয় বিদ্রোহ—যুগে যুগে। এক একটা ধ্বংসাবশেষের ওপরে কোটিরা আবার গোটিকের সংঘশক্তির নেতৃত্বে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করবে।'

'না, কলেজের চাকরি না। কোটি আর গোটির মাঝখানেও না, বরং নিজের জায়গাটা যথার্থ চিনে নেবার চেষ্টা করা উচিত।'

সুদীপা আবার ভ্রূকুটি অন্যমনস্ক চোখে, মুখ তুলে আয়নার দিকে তাকালো। আবার নোটবুকের দিকে। তারপরে হাতের ঘড়ির দিকে। নোটবুকটা বিছানায় রেখে, ও খাট থেকে নেমে রান্না ঘরের দিকে গেল।

নবনীত ওর অফিসের ঘরে, সামনে মিঃ বক্সী—তার একজন অধস্তন অফিসার বসে আছেন। নবনীতর মুখ একটু গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। বললো, 'হিসাবের দায় দায়িত্ব আপনারই। এ দায়িত্ব কে নেবে বলুন? আপনার রেকমেন্ডেশনের মন্তব্যসহ, সই রয়েছে। এখন আপনি এসব বললে হবে না। সাত দিনের মধ্যে আপনার রিপোর্ট তৈরি করুন। এর মধ্যে আপনাকে আমি কোনো অফিসিয়াল চিঠি দেবো না।'

মিঃ বক্সী, যাঁর চেহারা অনেকটাই সেই টুপিবিহীন সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে ছাপা সাহেবের মতো বিরাট প্রকাণ্ড, চিবুকে আধডজন ভাঁজওয়ালা মুখ, নবনীতর কথা শোনার পরেও প্রায় আধ মিনিট চুপ করে বসে রইলেন, তারপরে বললেন, 'স্যার, আয়াম স্মেলিং সাম ডেঞ্জার—।'

'লাইক অ্যান্ ওয়ার হর্স।' নবনীত হেসে বলে উঠলো, 'আমি জানি মিঃ বকসী। এও জানি, বাইরের জোচ্চোর বিজনেস ম্যাগনেটস্, বা আরো নানান পেশার লোকেরা, প্রচুর কালো টাকা লুকিয়ে রাখছে, কিন্তু আমাদের সারা ভারতের কর্তারা লক্ষ কোটি টাকা, নানানভাবে তছনছ করছে, উড়িয়ে দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র একই সিস্টেম্, তা যে-কোনো ইজমের নামেই হোক, চলছে। সেইজন্যই আমি বলছি, আপনি যে-ভাবে খুশি টাকা নিন, কিন্তু সব ব্যাপারটা ক্লিন্ রাখবেন। আপনি আমার থেকে বয়োঃজ্যেষ্ঠ লোক, যদি রাগ না করেন, তা হলে কথাটা পরিষ্কার করে

বলতে পারি।'

মিঃ বকসীর বিমর্ষ চোখে, আশার ঝিলিক ফুটলো, ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার বলুন।'

নবনীত হেসে বললো, 'না, আমি আপনাকে কোনো পথ দেখাতে পারবো না, একটা চলতি বাঙলা প্রবাদ বলবো, 'চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।'

মিঃ বকসী সোজা হয়ে বসে বললেন, 'স্যার, আপনি যখন এরকম কথা বলেন, তখন আরো বেশি ভয় লাগে। আজ পর্যন্ত আপনি একটি টাকা এদিক ওদিক করলেন না, অথচ এসব কথা আপনার মাথায় ঠিক আসে!'

'কারণ, আমি আমার নিজেকে কিছুটা বুঝি।' নবনীত বললো, 'আমি যা নই, আর আমি যা পারি না, তা আমি হতে চাই না, তা আমি করতেও চাই না। মিঃ বকসী, সাত দিন আপনার হাতে, আপনাকে আমি কোনো অফিসিয়াল চিঠি দেবো না। আপনি ভেবে চিন্তে, যা করবার করুন।' বলে সে হাত তুলে কবজির ঘড়িতে সময় দেখলো।

মিঃ বকসী উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়েও কয়েক সেকেন্ড নিশ্চল রইলেন, তারপরে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। নবনীতর টেবলের সামনে, শূন্য প্লেট আর কাপ ডিস আর জলের গেলাস। সে বেল পুশ করলো। বিপিন ভিতরে ঢুকে একটা চিরকুট তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। বিপিন শূন্য পাত্রগুলো সরিয়ে নিল। বাথরুমে সেগুলো রেখে আবার বেরিয়ে এলো। নবনীত বললো, 'লোকটিকে ডেকে দাও।'

বিপিন বেরিয়ে গেল, নবনীতর চোখ চিরকুটের দিকে, লেখা 'অমৃত দেব।' দরজা ঠেলে একজন ঢুকলো বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ, লম্বা, রোগা, মাথায় বাবরি, গালপাট্টা জুলফি, চওড়া গোঁফ, ওপনব্রেস্ট শার্ট, চেককাটা গরম কোট। নবনীত ডাকলো, 'আসুন, বসুন। কী খবর বলুন।'

অমৃত দেব বসেই তার লোমহীন চোখের পাতা তুলে, দৃষ্টিতে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললো, 'আমাকে সবাই ফারুক বলে ডাকে, আপনার বস আমার—'

'বলুন, আপনাকে আমি চিনি।' নবনীত কথার মাঝখানে বললো।

ফারুক, ওরফে অমৃত দেব বললো, 'আমার বন্ধু কাল রাত্রে আপনাকে টেলিফোন করেছিল।'

'হ্যাঁ, সুদীপা মজুমদারের খোঁজে।' নবনীত বললো, এবং হাসলো, এবং আবার বললো, 'আমি এক ঘণ্টা বাদেই লালদীঘির ধারে যাচ্ছি, বস্-এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে, তাঁর সঙ্গে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। মেয়েটির সন্ধান আমি পেয়েছি, সে বিষয়ে কথা বলতেই ওঁর কাছে যাবো।'

ফারুক স্থির চোখে নবনীতর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওহ্ আপনি ডাইরেকটলি বস্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন?'

নবনীত বললো, 'সেইরকমই আমার ইচ্ছা। তবে আজ ভোর রাত্রে, ওই ছেলেটাকে গুলি করে মারাটা ঠিক হয় নি। সুদীপা মজুমদার আমাকে জানিয়েছে, ওর পরিচিত ছেলেরা কেউ-ই জানে না, ও কোথায় আছে, বা কোথায় গেছে।'

ফারুক বললো, 'ওটা ভুল হয়ে গেছে। তবে ছেলেটা নটোরিয়াস, অ্যান্টি পার্টি।'

নবনীত হেসে বললো, 'অল অ্যান্টি পার্টি পিপল আর নটোরিয়াস, তাই না মিঃ ফারুক? যাকগে, সে আপনারা যা করবার করেছেন আমার এবিষয়ে কিছু বলবার নেই। আমার সঙ্গে মিস মজুমদারের যোগাযোগ হয়েছে, সে কথা আমি বস্‌কে বলেছি, আর এ বিষয়ে ও'র সঙ্গে আমি সামনাসামনি কথা বলার জন্য এক ঘন্টা বাদেই যাচ্ছি।'

ফারুক ওরফে অমৃত দেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এটা আমি জানতাম না। কাল রাত্রের পরে বস্‌-এর সঙ্গে আমাদের কোনো কথা হয় নি। ও-কে, চলি স্যার।'

ফারুক এক হাত তুলে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। সে দরজা অবধি যাওয়ার মধ্যেই ডাইরেকট লাইনের টেলিফোন বেজে উঠলো।

ফারুক দরজার বাইরে গেল। নবনীত রিসিভার কানে নিয়ে বললো, 'হ্যালো, ঘোষ স্পিকিং।'

টেলিফোনের ওপার থেকে মহিলার স্বর ভেসে এলো, 'হ্যালো, সুবু বলছো?'

নবনীত ভ্রূকুটি চোখে চমকে রিসিভারের দিকে তাকালো, আবার পরমুহূর্তেই তার মুখে হাসি ফুটলো বললো, 'হ্যাঁ, সুবু বলছি, বলো।' ওপার থেকে জবাব এলো, 'বলবার কিছু নেই, সে হতভাগীটা কে, যে সুবুকে সারাটা জীবন এরকম জ্বালিয়ে মারলো?'

নবনীত হেসে বললো, 'যা পড়েছ, তার বেশি কিছু বলার নেই।'

সুদীপার গলা শোনা গেল, 'বোগাস! তোমার এই প্রেমের ব্যাপারটা। কিন্তু আবার তো দেখছি তুমি শাহেনশা লোক, জীবনে কোনো কিছুই বাদ রাখো নি। নাটের গুরুগিরি করে এখন টাটের ঠাকুরটি হয়ে বসে আছো। কতগুলো প্রেমিকাকে উদ্ধার করেছ বলো তো?'

নবনীত শব্দ করে হেসে উঠলো, বললো, 'ওসব আবার কেউ হিসাব রেখে করে নাকি? ওটা একটা অবসেশনের পিরিয়ড।'

'মোটেই না।' ওপার থেকে সুদীপার ঝামটা দেওয়া স্বর ভেসে এলো, 'তোমার জীবনের আসল অবসেশন হলো তোমার ছেলেবেলার প্রেম! অকোয়ার্ড! তোমাকে আমার বিকৃত মস্তিষ্ক মনে হচ্ছে। রিয়্যালিটি বলে কোনো বোধ নেই তোমার।'

নবনীত বললো, 'রিয়্যালিস্টরা কী বলবে, সে কথা তো আমি আমার

জবানীতে লিখেছি, তুমি আর নতুন কী বলবে। ইদানীংকালে যতো রকমের রিয়্যালিটির কথা বলা হয় আমি তার কোনোটাই মানি না, বিশ্বাসও করি না।'

'আই পিটি য়ু।' সুদীপার স্বর ভেসে এলো।

নবনীত বললে, 'ধন্যবাদ।'

সুদীপা বললো, 'তোমাকে আমি ঠ্যাঙাবো।'

নবনীত হেসে বললো, 'চমৎকার।'

টেলিফোনে সুদীপার খিলখিল হাসি শোনা গেল।

নবনীত জিজ্ঞেস করলো, 'কী রাঁধলে, কী খেলে!'

সুদীপার জবাবঃ 'ভাত, আলু আর ডাল আর ডিম ভাতে, মাখন দিয়ে।'

নবনীত বলে উঠলো, 'অসামান্য।'

সুদীপা আবারঃ 'কাঁচা লঙ্কা দিয়ে।'

নবনীত বললো, 'জিভে জল আসছে।'

সুদীপার স্বরঃ 'চিরদিনই আসবে। তোমাকে খালি দেখতে হবে, শুনতে হবে, আর জিভের ঝোল টানতে হবে।'

নবনীত বললো, 'হেল্পলেস। আচ্ছা, শোন, কোনো টেলিফোন এসেছিল?'

'তিনবার রিঙ হয়েছিল।' সুদীপা বললো।

নবনীত একটু উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'একটাও রিসিভ করো নি তো?'

সুদীপার স্বরঃ 'না। কিন্তু প্রত্যেকবারই দৌড়ে রিসিভ করতে গেছি, আর তৎক্ষণাৎ তোমার বারণ মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কিন্তু তুমি আমাকে কিছুতেই বললে না।'

নবনীত বললো, 'বাহ্, তোমাকে বললাম না, আমি সারাদিন বাড়ি থাকি না, সবাই জানে, অতএব কোনো টেলিফোন এলে রিসিভ করার কোনো দরকার নেই। আর গোপীনাথকে আজ বাড়িতে না রাখার কারণ, অফিসে সবাই ভাববে, আমি আমার বিশেষ কোনো কাজের জন্য ওকে কোথাও পাঠিয়েছি, যা আমি চাই না।'

'গোপীনাথকে আমার কোনো দরকার নেই।' সুদীপার স্বর শোনা গেল, 'তুমি যা ভালো বুঝেছ করেছ। তবে ও থাকলে, ওর সঙ্গে গল্প করা যেতো, হি ইজ এ ফানি ম্যান। তুমি কখন আসছো?'

নবনীত বললো, 'ছটা থেকে সাড়ে ছ'টা। গোপীনাথ অবিশ্যি পাঁচটার মধ্যেই যাবে। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'না, আমি এখন তোমার পড়ার ঘরে গিয়ে পড়তে বসবো।' সুদীপার স্বর 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক তর্ক আছে। তোমার ডায়রি বইয়ের এক এক জায়গায় কী সব লিখেছ? তুমি কোনো রাজনীতিই বিশ্বাস করো না,

এসব কি সত্যি নাকি? আর ওইসব কোটি আর গোটি? ডেঞ্জারাস সব কথাবার্তা'।

নবনীত হেসে বললো, 'তর্কটা এখন তোলা থাক না।'

সন্দীপার স্বরঃ 'না না, তুমি হো চি মিন ছাড়া কারোকে মানুষের নেতা বলে বর্তমানে বিশ্বাস করো না? এক জায়গায় দেখলাম সেইরকমই লিখে রেখেছ। "হো-চি-মিন পৃথিবীতে বহু যুগে এক আধজন জন্মান, তাঁরা অপিরিচিত থেকে যান বিবিধ প্রচারের আড়ালে।"

নবনীত আবার হেসে বললো, 'ওঁকে আমি ভালবাসি। (বিপিন ঘরের মধ্যে ঢুকলো) শোনো, ছাড়ছি, গিয়ে কথা হবে কেমন?'

সন্দীপার স্বর, 'তোমার সঙ্গে আমি মারামারি করবো।'

নবনীত বললো, 'হেরে যাবো, আগেই বলছি। ছাড়লাম, কেমন?'

সন্দীপার স্বর, 'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি পারলে চলে এসো।'

ওপার থেকে লাইন কেটে দেবার শব্দ হলো। নবনীত রিসিভার রেখে হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বিপিন?'

বিপিন বললো, 'স্যার বকসী সাহেব আবার এসেছেন।'

নবনীত ড্রয়ারের চাবি বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। গোপীনাথকে পৌনে পাঁচটায় চলে যেতে বলো। মিঃ বকসীর সঙ্গে আমি বাইরেই কথা বলে নিচ্ছি।' সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

নবনীত দরজার কাছে দাঁড়াতেই বেয়ারা তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা মেলে ধরলো। নবনীত ভিতরে ঢুকলো। সেই মাননীয় ব্যক্তি, তার বস্, বিরাট অর্ধ-বৃত্তাকার টেবলের ওপাশে একলা বসে সিগারেট ধূমপান করছিলেন। হেসে হাত তুলে ডাকলেন, 'আসুন মিঃ ঘোষ, আপনার জন্যই বসে আছি। প্রেসের লোকদের একটু আগেই ভাগিয়েছি। ঝামেলার তো অন্ত নেই। ফার্স্ট অব অল, আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, মিসেস হালদারের কেসটা আপনি রেকমেন্ড করেছেন দেখে। বসুন।'

নবনীত সামনাসামনি বসে বললো, 'আপনি কৃতজ্ঞতা কেন জানাবেন স্যার, সব তো আপনারই ব্যাপার, আমার ওপর অবিশ্যি একটা দায়িত্ব আছে।'

'দ্যাটস গ্রেট মিঃ ঘোষ।' বস্ বলে উঠলেন, 'আপনার হাতে আমার মান সম্মান। দিস সিটি অব বাসটার্ডস—যাক গে, জানেন তো, সব শুয়োরের বাচ্চা চারদিকে—যাকগে মানে আমি বলছি, অল দিজ সানোফাবিচেস—যাকগে ছেড়ে দিন ওসব কথা। আপনি যেন—?'

'মিস সন্দীপা মজুমদার।' নবনীত বললো, 'আপনাকে বলেছিলাম, ওর খোঁজ আমি পেয়েছি, আর ওর বিষয়েই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি।'

বস্‌ বললেন, 'ইটস সামথিং গ্রেট, আপনি নিজে এসেছেন ছুঁড়িটার—সরি, মেয়েটার কথা বলতে। আপনি সত্যি ইয়ে—মানে, ও কি আপনার কোনো আত্মীয়?'

'না স্যার।'

'ওহ, হ্যাঁ, ও তো আপনার একস স্টুডেন্ট?'

'যখন আমি কলেজের মাস্টার ছিলাম।'

'কলেজের মাস্টার।' বস্‌ হেসে উঠলেন, 'আপনি অদ্ভুত কথা বলেন, কলেজের মাস্টার! তা এখন ও আপনার কে?'

নবনীত জানতো, এ প্রশ্নটা অনিবার্য, অতএব সে একটু হাসলো, মাথা নামালো, তুললো, টেবলে আঙুল ঠুকলো, আবার মাথা নামালো, আবার তুললো, ঢোক গিললো, আবার মাথা নামালো, (হা ছলনা! ওহ্‌ ছলনা!) আবার তুললো এবং হাতের মুঠি পাকিয়ে টেবলে ঘষলো।

'বুঝেছি বুঝেছি।' বস্‌ হেসে বলে উঠলেন, তারপরেই ঝুঁকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমার কাছে রিপোর্ট হচ্ছে, ওর সঙ্গে একসট্রিমিস্টদের মেলামেশা আছে, শী ইজ এ নটোরিয়াস টাইপ!'

নবনীত বললো, 'আমি জানি ওর বাড়ির আশেপাশের কিছু ছেলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে, সেটা নিতান্তই পাড়ার ব্যাপার। ওরা ওকে রেসপেক্ট করে। সী ইজ অ্যান অ্যাংরি গার্ল, নো ডাউট। মরবার ভয়টয় নেই, সে হিসাবে কিছু বেপরোয়া। তার পেছনেও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড—একেবারেই বিচ্ছিন্ন, একটু স্নেহ ভালবাসা (আহ্‌, কী মিথ্যা!) আই মিন্‌ শী নীডস্‌ টু বি টেন্ড। কিন্তু আমি আপনার সময় নষ্ট করছি স্যার।'

'অ্যাঁ?' বস্‌ যেন চমকে উঠে বললেন, 'ওহ্‌ হ্যাঁ, বলুন।'

নবনীত বললো, 'আমার কাছে আজ লাঞ্চের পরে, ফারুকবাবু মানে অমৃত দেব গেছলেন। গতকাল রাত্রেও টেলিফোন পেয়েছি। এ বিষয়ে, আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন, আমার অনুরোধ।'

বস্‌ বললেন, 'আপনার জন্য আমি সব করতে পারি ইটস বিকজ য়ু, মিঃ নবনীত ঘোষ, হু হ্যাজ এ ভেরি মাচ্‌ ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি ইন দ্য এসটাব্লিশমেন্ট। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, মিস সুদীপা মজুমদার সম্পর্কে আমি বা আমার কোনো লোক আর কোনোরকম মাথা গলাবো না, ভাববো না। এমন কি আমি লোকাল ইয়েকেও জানিয়ে দেবো। বাট ওনলি ওয়ান রিকোয়েস্ট মিঃ ঘোষ, নট ওনলি টেন্ড, টেম হার।'

নবনীত জানতো, এটাও অনিবার্য ছিল, 'টেম হার।' এবং নবনীতকে ঘাড় ঝাঁকাতেই হলো, বললো, 'আয়াম ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু য়ু।'

বস্‌ হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, (টেলিফোনের রিসিভার তুলে) আমি এখুনি আমার লোকদের সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

নবনীত উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'আমি তাহলে অফিসে যাচ্ছি স্যার।'

'আসুন। কিছু ভাববেন না। কেউ খোঁজ করলেও আপনি আমার কথা বলবেন।' বস্ হাত তুলে বিদায় জানালেন।

নবনীত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে একটা কষ্ট আর অসহায় ব্যথা বোধ করছে।

নবনীত সাড়ে ছ'টায় বাড়ি ফিরে এলো। গোপীনাথ গেট খুলে দিল। নবনীত গাড়ি গ্যারেজ করে, একটি বড় প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢোকবার মুখেই সুদীপার মুখোমুখি হলো। বললো, 'যাক, তুমি তাহলে কথা রেখেছ, শাড়ি জামাগুলো পরেছ।'

সুদীপা বললো, 'তার মানে, আমাকে আজ রাত্রে বাড়ি যেতে হবে, কাল ধোয়া জামাকাপড় পরে অফিসে যেতে হবে।'

'না।' নবনীত বললো, 'আজ তুমি রাত্রিটা এখানেই থাকবে। কাল সকালে এখান থেকে অফিস হয়ে, তোমার বাড়ি যাবে। জামাকাপড় আমি কিনে এনেছি। আমার মনে হয়, জামার মাপটা তোমার ঠিক হবে।'

সে হাতের প্যাকেটটা সুদীপার দিকে বাড়িয়ে দিল। সুদীপা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বললো, 'তার মানে?'

নবনীত বললো, 'এর থেকে মানে আর কী বুঝিয়ে বলবো? যা বলার, তাই বললাম। তুমি আগামীকাল এখান থেকে অফিসে যাবে, সেখান থেকে তোমার নিজের বাড়ি।'

'তার মানে, আর এখানে যেন না আসি, এই তো?' সুদীপা জিজ্ঞেস করলো।

এই সময়ে, পিছনে গোঙানোর মতো একটা শব্দ শুনে, দুজনেই পিছন ফিরে দেখলো, গোপীনাথ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখে হাসি নেই। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ দুটো জলে টলটল করছে। সুদীপা বলে উঠলো, 'কী হয়েছে?'

নবনীত বললো, 'কিছু না। (গোপীনাথের দিকে ফিরে) তুমি তোমার কাজে যাও।' তার গলার স্বর কিঞ্চিৎ শক্ত শোনালো, যা সচরাচর শোনা যায় না।

টেলিফোন বেজে উঠলো। নবনীত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললো, বললো, 'হ্যালো, ঘোষ স্পিকিং।'

ওপার থেকে শোনা গেল, 'মিঃ ঘোষ আমি বিম্বা বলছি। শুনলাম, চুমকির খোঁজ নাকি আপনি জানেন?' ('জানি'—নবনীত) 'কোথায়?' ('আমার বাড়িতে' নবনীত) বিম্বার উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল, 'সত্যি? আমি যাবো একবার?' ('আসুন।' নবনীত) নবনীত রিসিভার রেখে, সুদীপার

সামনে এসে বললো, 'তোমার বন্ধু বিম্বা আসছে।'

সুদীপার ভ্রূকুটি চোখে অনুসন্ধিৎসা, তারপরে হঠাৎ হেসে বললো, 'আসছে? ফাইন! আজ দুজনে মিলে মজা করবো।'

'কিন্তু গোপীনাথের কী হয়েছে? ওর চোখ ওরকম ছলছলিয়ে উঠলো কেন, আর তুমি ওরকম শক্ত করে কথা বললে কেন?'

নবনীত হাসলো, বললো, 'তোমার কথা শুনে ও ভেবেছে, সত্যি বুঝি তুমি আর কোনদিন এ বাড়িতে আসবে না। কথাটা শুনেই ওর কান্না পেয়ে গেছে! আমি শক্ত করে কথা না বললে ও এখন একটা কান্ড বাধিয়ে বসতো।'

সুদীপা ভুরু কুঁচকে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বললো, 'ওহ্ তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এ বাড়িতে আমার ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা ও কখনো দেখেনি, সুতরাং ও ধরেই নিয়েছে—আর সেটাই বোধহয় ওর আকাঙ্খা, তুমি এ গৃহের পার্মানেন্ট অধিবাসী।'

নবনীত বলতে বলতে আবার হাসলো, এবং আবার বললো, 'ওর জীবনে সব থেকে বড় যন্ত্রণা, কারোর সঙ্গে কারোর ছাড়াছাড়ি। ও ছাড়াছাড়ি সহ্য করতে পারে না, কেবল ভালবাসাবাসি চায়।' নবনীত সশব্দে হা হা করে হেসে উঠলো।

'হেসো না, হাসছো কেন?'

সুদীপা যেন আহত স্বরে ঝাপটা দিয়ে বলে উঠলো। ওর মুখ গম্ভীর, চোখের স্থির দৃষ্টি নবনীতর চোখের প্রতি, বললো, 'আমি হয় তো কিছুই বুঝি না, কিন্তু এর থেকে অনেস্ট আর ভালো কথা আমি কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আমি তোমার মতো বিদ্বান নই। তোমার মতো গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু আমার তো মনটা ভরে যাচ্ছে। তোমার মতো আমার হাসি পাচ্ছে না।' সুদীপা জামা কাপড়ের প্যাকেটটা একটা সোফার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে খাবার ঘরের দিকে চলে গেল।

নবনীত বিস্মিত হতবাক, তার বাঁ হাতের তর্জনী উঠে এলো ঠোঁটের ওপর। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়, এবং সহসা গভীর চিন্তা থেকে চমকিয়ে জেগে উঠে খাবার ঘরের দিকে তাকালো। সুদীপাকে দেখতে পেলো না। সে তাড়াতাড়ি খাবার ঘরের বাইরে বারান্দা পেরিয়ে রান্না ঘরে গেল। দেখলো গোপীনাথ গ্যাসের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপাও পিছন ফিরে সেই দিকে। গোপীনাথের গোঙানো স্বর শোনা যাচ্ছে, চারপেয়েরাও মায়ের দুধ খায়, আমরা দু' পেয়েরাও খাই, কিন্তু ভালবাসায় তফাত্ তো হলো। দিদিমনি দাঁতে খাবার কাটি, ভালবাসায় প্রাণ কাটে। ভালবাসা কি কেবল বুকে? কাপড়ের তলাটা কি অশুদ্ধ—বলেন? না কি ওটাই মাত্তর শুদ্ধ? ক'টা রাত রইলেন, তারপরে চলে যাও হে। আহ্ এই কথা—।'

'গোপীনাথ!' নবনীত ডেকে উঠলো। কারণ ওকে না থামালে আবেগের ভাষা কতো দূর যাবে, তা অনিশ্চিত।

সে বললো, 'তুমি তোমার কাজ করো। সুদীপা, এদিকে এসো।'

সুদীপা না তাকিয়েই বললো, 'ওর কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে। ওর যা ধারণা, ওর যা বিশ্বাস, ও তাই বলছে।'

নবনীত সুদীপার কাছে এগিয়ে গেল, ওর কাঁধে একটি হাত রাখলো, বললো, 'জানি।'

সুদীপা নবনীতর মুখের দিকে তাকালো। নবনীত একটু হেসে বললো, 'এসো, আমরা ওদিকে গিয়ে কথা বলি। তুমি যা ভেবেছো, আমি সেই কারণে হাসি নি। আই নো হিম ভেরি ওয়েল, আই লাইক হিম। হাসি মানে, একটাই তার মানে নয়। এসো।' সে সুদীপাকে কাঁধে চাপ দিয়ে, দরজার দিকে টেনে নিয়ে এলো। বসবার ঘরে এসে বললো, 'ওর কথা ভালো, কিন্তু এই ক'টা রাতে, তোমাকে আমাকে নিয়ে ওর যা ধারণা, সেটা তো—।'

'মিথ্যা।' সুদীপা বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'হতে পারে, সেটা ওর জানার কথা না। কিন্তু কেনই বা মিথ্যা হলো। কেনই বা তুমি তোমার কাছে আমাকে রাখো নি?'

নবনীত বিভ্রান্ত চোখে সুদীপার দিকে তাকালো। সুদীপার স্থির চোখ তার প্রতি। নবনীত অনুভব করছে, তার দূরত্বের নির্জনতায় নানা কূজন ও কলধ্বনি বাজছে। ক্ষীণ অস্থিরতায় ঝটিকার সূচনা। সে বিচলিত বোধ করছে। সুদীপার চোখের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো, যার মধ্যে জটিলতারই প্রকাশ। হাসি থামিয়ে সে ভুরু কুঁচকে সুদীপাকে দেখলো, আবার হাসলো, বললো, মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি অনেক দূর থেকে দেখছি, প্রায় তিরিশ বছর দূর থেকে, একটু চেনা চেনা লাগছে। সত্যি কথা বলতে কি, গোপীনাথের মতো হৃদয়ের বল—সাধনার বস্তু।' সে সোফার ওপর থেকে জামাকাপড়ের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে, সুদীপার একটা হাত ধরে বললো,'এগুলো একটু দেখে নাও এসো।'

নবনীত শোবার ঘরে ঢুকলো।

নবনীত বিস্মিত হলো না, তার বাড়িতে সুদীপার প্রায় নিয়মিত যাওয়া আসায়, বা অফিসে বা বাড়িতে, সময় অসময়ে, টেলিফোন করায়। নবনীত সুখী না, তার কোনো কারণও নেই। সুদীপাকে এখন সে চুমকি বলে ডাকে, এবং ওর আচরণ কোনো অস্পষ্টতা রাখছে না। নবনীত জানে, সুদীপা সংসারের আর দশটা স্বাভাবিক মেয়ের মতো না, কিন্তু অসাধারণ বলতে যা বোঝায়, তাও না। ও চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়, নবনীতর প্রৌঢ় আচরণ অসহ্য। যদিচ, তা সত্যি না, নবনীত, তার নিজের মতোই আচরণ করে কিন্তু সুদীপার আলিঙ্গনের মধ্যে ওর ঠোঁটের কূলায় দাঁড়িয়ে, সে যুগপৎ আবেগ ও বিষণ্ণ বোধ করে। সে বোঝে, সে যা-ই বোধ করুক, সংসারের চোখে, সুদীপা আর সে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। সুদীপাকে বিতাড়ন?

সব থেকে সহজ একটি পন্থা মাত্র, সুদীপার অভিজ্ঞতা নতুন কিছু সঞ্চয় করবে না।

এইরকম অবস্থায়, সুদীপা মালদহে, ওদের বাড়িতে যেতে চাইলো, কিন্তু নবনীতকে সঙ্গে যেতে হবে। নবনীতর মনে, একটা ক্ষীণ কৌতূহল জাগলো, সুদীপাদের পরিবারটিকে দেখবার। সে রাজী হলো, এবং কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে, যাবার আগে সে, সুদীপার কাছ থেকে জানতে চাইলো, বাড়ির সঙ্গে এখন আর সুদীপার সম্পর্ক কী? নবনীতর উপস্থিতির পরিণামই বা কী? সুদীপার জবাব, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়, বিবেচনার অযোগ্য, সেখানে ও যখন খুশি যেতে পারে, এবং ইচ্ছামতো আচরণ করে থাকে। এবং নবনীতর উপস্থিতির বিষয়ও তা-ই, তার যা পরিচয় দেওয়া উচিত, তা-ই দেওয়া হবে, এবং পরিণামের দায়িত্ব কিছুই নেই।

স্বাভাবিক--সুদীপার পক্ষে।

সুদীপার মালদহের বাড়ি পৌঁছে, নবনীত বুঝতে পারলো, ধনী পরিবাব এবং সুদীপার প্রতাপ সেখানে প্রচণ্ড। বিশাল বাড়ি, পায়রার বক্ বকম্ শোনা যায়, মানুষের স্বর কদাচিৎ। প্রথমেই যিনি হন্তদন্ত হয়ে নবনীতর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তিনি অতীন্দ্র মজুমদার, সুদীপার বাবা। পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে বয়স, পোশাকে মফস্বলের ছাপ, ব্যবহার দ্বিধা ও সংকোচে জড়ানো, স্বল্পবাক, কিন্তু প্রতিটি কথাই ভেবে বলেন। তিনি বিনীত স্বরে বললেন, 'বড় ভাগ্য আপনি এসেছেন।'

নবনীত বললো, 'না, না, এ আর ভাগ্য কী।'

সুদীপা বললো, 'তাই।'

অতীন্দ্রবাবু বললেন, 'চুমকি আসতে চায় না, আমাদের সঙ্গে—।' তিনি সুদীপার দিকে তাকালেন।

সুদীপা বললো, 'নালিশ করবে আমার নামে? করো।'

অতীন্দ্র হাসলেন। নবনীতর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেউ নেই বাড়িতে, চুমকিই আপনার দেখাশোনা করবে।'

সুদীপা বলে উঠলো, 'মা আছে। নবনীতর আসবার কথা মাকে বললাম। সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো। এলো না। ইচ্ছা হয় আসবে, না হয় না আসবে। আমার কিছু যায় আসে না। আমার অতিথির সেবা আমিই করতে পারবো।'

নবনীত অস্বস্তি বোধ করলো। সুদীপা আর একটু শান্ত আর নিরুত্তেজিতভাবে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার কিছুই বলার নেই। অতীন্দ্র হাসলেন, অসহায়ভাবে। তিনি যে একজন ধনী ব্যক্তি, প্রচুর বিত্ত ও টাকার মালিক, বেশবাসে আচরণে, তার কোনো চিহ্ন নেই।

তিন দিন, নবনীত যা খেলো, তা প্রায় রাজভোগ্য। সুদীপা থাকলো প্রায় সর্বদাই কাছে কাছে, কিন্তু আদেশ নির্দেশগুলো, বস্তুত পালন করলো, দাস দাসী রাঁধুনি ব্রাহ্মণী ইত্যাদি। দিনের বেশির ভাগ সময়গুলো কাটলো

পাঠান আমলের ভগ্নাবশেষ দেখে, একদা যা গৌড় নামে পরিচিত ছিল, এবং মহানন্দার ধারে, অবিশ্যিই সুদীপার মারফত পরিচয়ও কিছু কম লোকের সঙ্গে হলো না। সর্বাপেক্ষা বিরক্তিকর লাগলো যখন আমলা ব্যক্তিরাও সুদীপাদের বাড়িতে এসে আলাপ পরিচয়াদি করে যেতে লাগলো।

সুদীপার ছোট ভাই খড়্গপুরে, ও এখানে নেই। অতীন্দ্রবাবু প্রত্যহ কয়েকবার করে খোঁজ নিয়েছেন। দেখা করতে আসেননি কেবল সুদীপার মা।

কিন্তু এলেন শেষ পর্যন্ত। গভীর রাত্রে নবনীতর ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। নবনীত তখনো গভীর নিদ্রায় মগ্ন না, সুইচ-এর শব্দ তার কানে গেল, এবং মশারির মধ্যে চোখ বুজেই, সে অনুমান করলো, সুদীপা এসেছে। কিন্তু কয়েক মিনিট কোনো সাড়া না পেয়ে, সে চোখ মেলে তাকালো, দেখলো, মাথায় ঘোমটা একজন মহিলা, মশারির বাইরে থেকে তাকে অপলক চোখে দেখছেন। নবনীত তাড়াতাড়ি উঠে বসলো, জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

মহিলা নিজের হাতে, নবনীতর মশারি তুলে খাটের ফ্রেমে আটকে দিলেন, বললেন, 'আমি—হিমা—হৈমন্তী।'

নবনীতর মনে হলো, তার সমস্ত চৈতন্য, একটা অন্ধকার পর্দায় আবৃত হয়ে যাচ্ছে। অতি দ্রুত কয়েকবার, তার শিরদাঁড়ার মূল থেকে মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ঝলক হেনে গেল। সে মহিলার দিকে তাকিয়ে প্রস্তরবৎ হয়ে রইলো, এবং সময়ের হিসাব জ্ঞান রহিত অবস্থায়, এক সময়ে শুনতে পেলো, 'ভয় পেয়েছ?'

নবনীত চকিত হলো, খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে, মহিলার আপাদমস্তক একবার দেখলো। দীপ্ত আয়ত চক্ষু, অনতিদীর্ঘ শরীর, স্বাস্থ্যবতী, সুগৌরী, কপালে ও সরে যাওয়া ঘোমটার বাইরে, সিঁথিতে সিঁদুর। বয়স অনুমান করা কঠিন। যুবতী যদি না হন, তবে যৌবন আপাতত এ শরীরের বিশ্বস্ত বাহন।

নবনীত বললো, 'ভয় পাই নি। অবাক হয়েছি। তোমাকে—হ্যাঁ, তোমাকে এখানে দেখবো, তা ভাবি নি।'

'আমি চুমকির মা।' হৈমন্তী বললেন।

নবনীত বললো, 'বুঝেছি। আমি অবশ্যি হিমা-ই বলবো।'

হৈমন্তী বললেন, 'এটা কী প্রতিশোধ নিলে?'

নবনীত অবাক হলো না, হাসলো, বললো, 'স্বাভাবিক, তোমার পক্ষে এ কথা বলা। কিন্তু তোমার বিয়ের রাত্রে যে-কথা আমাকে কানে কানে বলেছিলে, তা আমি ভুলি নি। প্রতিশোধের কথা আমি কখনো চিন্তা করিনি।'

হৈমন্তী অবাক হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলেছিলাম কানে কানে, বিয়ের রাত্রে?'

'তোমার ওপর যেন রাগ করে না থাকি।' নবনীত বললো, 'কখনো থাকিনি। তোমার মেয়েকে আমি মাত্র—।'

হৈমন্তী বলে উঠলেন, 'জানি, মাত্র তিন মাস পরিচয়।'

'এবং ও যে তোমার মেয়ে—।' নবনীতর স্বর ডুবে গেল, সে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরালো।

হৈমন্তী বললো, 'তাও জানি। চুমকি এখনো জানে না তুমি কে, মানে, আমার সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয় আছে কী না। কিন্তু না জানলেও, চুমকি তোমার ডায়রি পড়েছে, শুনেছি, আর আমার সামনেই বলেছে, তোমার সেই বাল্যের প্রেমিকা একটা হতভাগিনী, অশিক্ষিতা হৃদয়হীন।'

নবনীতর বুক থেকে গলার কাছে, কিছু একটা ধাবিত হয়। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কী বলেছে?'

'তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা।' হৈমন্তী বললেন, 'আমার মেয়ে, সংসার জীবন চায়, তোমার সঙ্গে।'

নবনীত স্থির, স্তব্ধ, নিশ্চুপ।

'আমি জানি, তুমি কোনো প্রতিশোধ নাও নি। আমার এরকম মনে হচ্ছিল।' হৈমন্তী বললেন।

নবনীত বললো, 'কিন্তু আমি তোমাকে কখনো হতভাগিনী অশিক্ষিতা হৃদয়হীন—।'

'জানি সুবু।' হৈমন্তী হাত বাড়িয়ে, নবনীতর হাত ধরলেন, 'আমি চুমকিকে জানি, যে-কোনো সময় ঘুম ভাঙলে, ও তোমার কাছে আসবে। আমি তাড়াতাড়ি যাবো। আমার দু'টি অনুরোধ তুমি রাখবে।'

নবনীত হৈমন্তীর চোখের দিকে তাকালো।

হৈমন্তী বললেন, 'তুমি কেন এতদিন বিয়ে করোনি, সে কথা জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। তুমি চুমকিকে, কখনো তোমার আর আমার পুরনো পরিচয়ের কথা বলো না।'

'তুমি না বললেও, আমি তা বলতাম না।' নবনীত বললো।

হৈমন্তী বললেন, 'আর একটা অনুরোধ, চুমকিকে তুমি বিয়ে করো।'

নবনীত হৈমন্তীর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। হৈমন্তী আরো শক্ত করে তার হাত ধরলেন, এবং আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ডাকলেন, 'সুবু।'

'যদি বা তা সম্ভব হতো, এখন আর তা কোনোরকমেই সম্ভব না।' নবনীত বললো।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, আমার মেয়ে বলে?'

নবনীত হৈমন্তীর দিকে তাকালো, বললো, 'এখন থেকে, ওর মুখের দিকে তাকালে আমি কেবল তোমার মুখই দেখতে পাব। মনে পড়ছে, ওকে একদিন বলেছিলাম, তিরিশ বছরের দূর থেকে ওকে আমার একটু চেনা চেনা লাগছে। কেন, এখন তা বুঝতে পারছি। কিন্তু হিমা, এরপরে ওকে যখন যে অবস্থায় দেখব, সেই অবস্থায় তখন তুমিই আমার চোখের সামনে থাকবে।

এতবড় অভিশাপের বোঝা আমি বইতে পারবো না।'

'ভুল সব, একেবারে ভুল।' হৈমন্তী বললেন, 'যা দেখবে, সেটাই জীবন না, আসল না, আর তা জীবনের বিচারের বিষয় না।' তিনি নবনীতর হাত ছেড়ে দিলেন, দরজার দিকে ফিরে দেখলেন, এবং আবার নবনীতর হাত চেপে ধরে বললেন, 'চুমকিকে ছেড়ো না, তোমার কাছে রেখো, তোমার কাছে, তোমার কাছে—।' বলে তিনি নবনীতর বুকে একটি হাত রাখলেন, চোখ বুজলেন। তারপরেই, দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে, সুইচ অফ করে, অদৃশ্য হলেন।

গভীর অন্ধকার নেমে এলো। নবনীত সেই অন্ধকারে, দাঁড়িয়ে রইল প্রস্তরবৎ, অনুভূতি ক্রিয়াহীন. তথাপি, নিরন্তর সময় বহে যায়, আর বহমান সময়ের মতো একটা কষ্ট, তাকে নিশ্চল করে রেখে দেয়। এবং সময় বহে, সময় বহে যেতে থাকে।

॥ শেষ ॥